আফজাল চৌধুরী

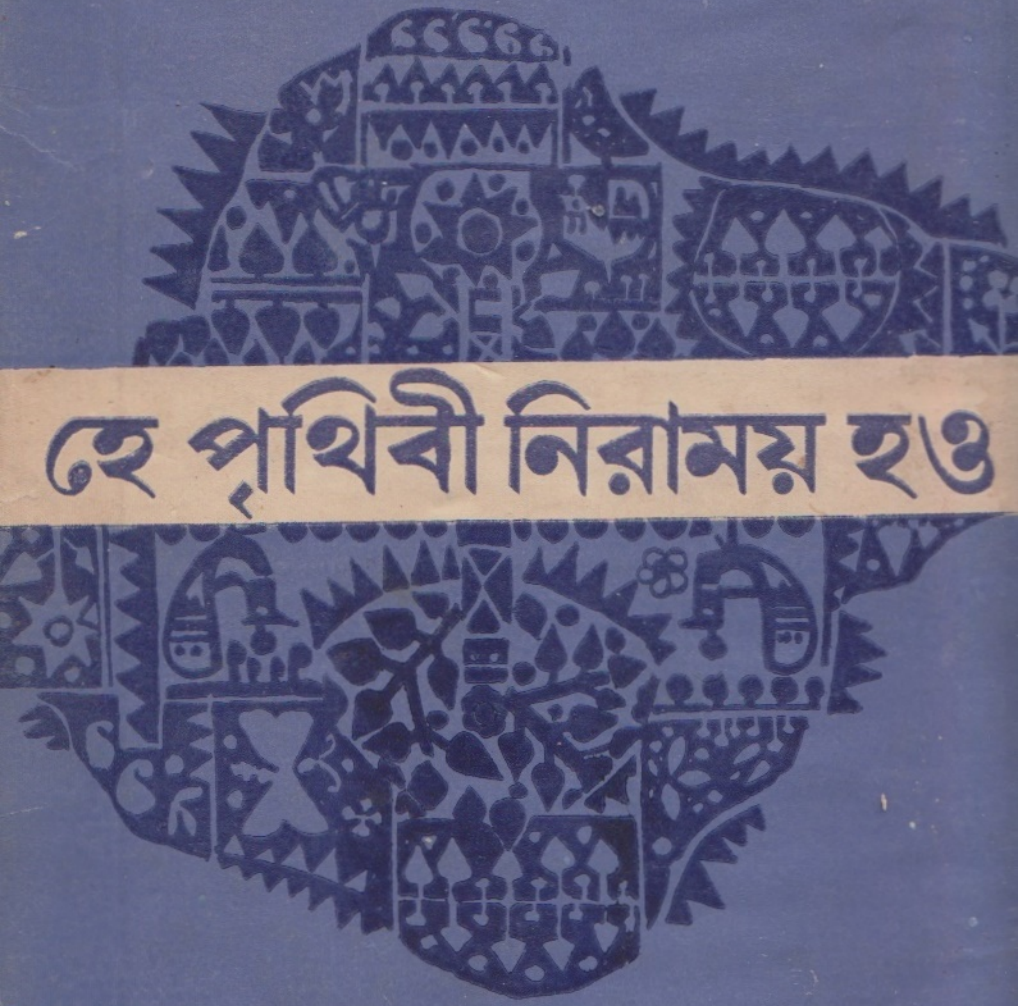

হে পৃথিবী নিরাময় হও

হে পৃথিবী নিরাময় হও

আফজাল চৌধুরী

তিনাঙ্ক
কাব্য নাটক

সংলাপ সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্ট

www.pathagar.com

HEY PRITHIBI NIRAMOY HOU

(A Bengali Poetic drama in three acts)

By

Afzal Choudhury

Published by Sanglap Shabittya-Sangskrity Front, Sylhet, Bangladesh. 1979. Price—Taka 12/00 only.

প্রকাশক : সংলাপ সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টের পক্ষে
মুহম্মদ আসাদ্দর আলী ও আব্দুস শহীদ খান—
আহমদ মঞ্জিল, দরগাহ্ মহল্লা (পশ্চিম) সিলেট

মুদ্রক : আল-আমীন প্রেস, আমজাদ আলী রোড,
সিলেট

প্রচ্ছদ মুদ্রক : শিল্পতরু, ১২৩ লালবাগ রোড,
ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী : নূরুল ইসলাম মণ্ডল

গ্রন্থস্বত্ব : নূর-উন-নাহার দিলআরা

প্রকাশকাল : ফাল্গুন-চৈত্র-১৩৮৫, মার্চ-১৯৭৯

দাম : বারো টাকা মাত্র

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ : শ্বেতপত্র
সামগীত দুঃসময়ের

নাটক : সিলেট বিজয়

অনুবাদ : বার্ণাবাসের সুসমাচার

www.pathagar.com

উৎসর্গ

দ্রোহী কিন্তু প্রেমিক
এই জেনারেশনকে

www.pathagar.com

পশ্চিমের বিবিধ ক্ষয়িষ্ণু ভাবান্দোলনের সামনে আজ কোনো পরমাত্মীয় দ্বীপ নেই। খ্রীষ্টীয় বৈরাগ্যবাদ অথবা সেক্যুলার অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিকে পুঁজি ও প্রাচুর্যময় সেই বৈরী বিশ্বে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে বরং মারণাস্ত্রের সহিংস উদ্ভাবন ছাড়া অন্যকে দেবার মত কোনো প্রীতি উপহার তার নেই। অথচ মুক্তবিশ্বের নামে তৃতীয় বিশ্বের রক্ষণশীল সমাজ এখনো পশ্চিমের মোহে দুল্যমান, কিন্তু যারা এ থেকে মুক্তি ঘোষণা করেছেন তাঁরাও হয় উত্তরের নয়তো ঈশানের তন্ত্রমন্ত্রের প্রহেলিকায় জীবন বাজী রেখে বসেছেন। অনুন্নত এই বিশ্ব দারিদ্র ও হীনমন্যতার পাঁকেই নিমজ্জিত। এখন আপন আত্মার ঐশ্বর্য ছাড়া কে এই ব্যক্তি ও বিশ্বকে বাঁচাবে? নির্দয় এই যুগান্তর 'দাজ্জাল' এর রূপ ধরে বিশ্বের তিন নম্বর মানুষটিকেও প্রথম ও দ্বিতীয়ের মতই গ্রাস করতে চাইছে। যদি তাই হয়, তবে পৃথিবীর ধ্বংস ঠেকায় কে? তবে কি দুনিয়া সত্যই মিসমার হয়ে যাবে? নাভিশ্বাস-ওঠা শেষ মানুষটিও বাঁচবে না? —ব্যক্তি ও বিশ্বের এই দুর্যোগের রণক্ষেত্র হতেই উদ্ভূত এই নাটকের মূল্যমান —যখন, ঝড়ের রাত্রির অন্ধকারে একজন পুণ্যাত্মার স্বর আকাশকে পরিষ্কার করে বলছে : পৃথিবী হে নিরাময় হও, হে পৃথিবী নিরাময় হও!

www.pathagar.com

দাজ্জাল ও পুণ্যাত্মার এই কুরুক্ষেত্রে একজুটি তরুণ-তরুণীর জীবনে ঘটছে বিবর্তন—এই বিবর্তনই এখন প্রকৃতির ইঙ্গিতে তৃতীয় বিশ্বের সূর্যোদয়।

এই এক অম্লান বক্তব্য ও দিব্যদৃষ্টির জন্যেই 'হে পৃথিবী নিরাময় হও'কে গ্রন্থ-প্রকাশনার দুঃসাহসী পদক্ষেপে আমরা সংলাপ সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টের প্রথম উদ্যোগ রূপে বাছাই করে নিয়েছি। কেননা, ধ্রুপদী নাট্য-কর্মের এই সফল নিরীক্ষায় আমাদের আত্মা প্রতিফলিত এবং এক নতুন যাত্রার প্রতিশ্রুতি ও সত্তার আমূল অভিনিবেশের সাফল্যে আর বিধৃত অভিজ্ঞতার অতলস্পর্শে এই কাব্যনাট্যের তৃতীয় ভুবনে আছে অচিন্তনীয় সুস্বাদ। এক সুপ্রাচীন ফর্মের উজ্জ্বল উন্মোচনে ফলিত এই মহাজীবন্তিকার রূপকর্মে, বিগত দশকের নক্ষত্র-উজ্জ্বল গ্রন্থ 'কল্যাণ ব্রত' এর কবি আফজাল চৌধুরী এবারেও স্বঐতিহ্যে সফলকাম। হে পৃথিবী নিরাময় হও এই সুনিকেত নির্ভাবনায় তিনি আজ সুদৃঢ়ভাবেই দণ্ডায়মান।

মুহম্মদ আসাদ্দর আলী
চেয়ারম্যান
সংলাপ সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্ট

www.pathagar.com

মাসিক ঢাকা ডাইজেষ্টের জুলাই ১৯৭৭-সংখ্যা থেকে মার্চ ১৯৭৮-সংখ্যা পর্যন্ত মোট নয় মাসে এই কাব্য-নাটক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং বর্তমান গ্রন্থনায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও সৌষ্ঠব বর্ধিত। আমার পূর্ব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের প্রায় এক দশক পরে এ হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকাশনা। ইতিমধ্যে গোলক রাজনীতির শিবিরাশ্রয় প্রবর্তিত হচ্ছে সর্বত্র এবং গণহত্যা ও গণকবরের এই দেশে শ্রেণী-হিংসা ও অতিনান্দনিকতার দুই বিপরীত উন্মার্গগামিতায় সহজ সমজদারিত্বের রাজবর্ত্ম প্রায় অবরুদ্ধ। কিন্তু এ দুই বিপরীতের মধ্যবিন্দুতেই চিরন্তন মানবিকতার স্বপক্ষে অনেকের মত আমিও এক নান্দনিক অভিসার লালন করে আসছিলাম এতদিন, যা সংঘ-শক্তির অভাবে ছিল প্রায় পর্যুদস্ত। এখন সংলাপ সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টের উদ্‌গতি উপলক্ষে প্রথম পদক্ষেপেই 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' কে এই মধ্যপন্থার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক ভাবমূর্তি বিকাশের উপযুক্ত বাহন বিবেচনা করে ফ্রন্ট আমাকে গৌরবান্বিত করলেন মাত্র।

শাশ্বতের স্বপক্ষে একরূপ হার্দ ব্যূহ রচনায় এখন দিকে দিকে স্ফূরিত শক্তিপুঞ্জ সংঘ-রূপ নিচ্ছে, এবং এই সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্রেও এই প্রবণতা বিলক্ষণ উৎকর্ণ,

www.pathagar.com

যখন তেজস্বী তরুণ ফ্রন্ট-কর্মীবৃন্দের উত্তেজনা আমাদের ভরসার উপকরণ হয়ে ওঠছে।

যেসব তরুণের সরাসরি শ্রমনিয়োগের ফসল এই গ্রন্থ, সেইসব নিবেদিত ফ্রন্ট-কর্মীবৃন্দ, আত্মীয়প্রতিম বন্ধুজন, সহৃদয় সহকর্মীবৃন্দ, এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি যে আকণ্ঠ ঋণে অধমর্ণ, তার পরিশোধ-সম্ভাবনা আদৌ নেই, তাই সে প্রচেষ্টা থেকেও আমি আজ নিবৃত্ত।

আফজাল চৌধুরী
পাকভিলা, রায়নগর
সিলেট

www.pathagar.com

কুশীলব ঃ

মীর হাসান আলী	:	মাতামহ
ফাতেমা বেগম	:	মা
মীযান	:	অগ্রজ
আখতার	:	অনুজ
জমিলা	:	আখতারের স্ত্রী
জবানউল্লাহ	:	সহচর
দাজ্জাল	:	লোকশ্রুত ভীলেন, এ্যান্টিক্রাইষ্ট
হরিতকি সুরমা মেঘালয়	:	প্রাকৃত প্রতীকী উত্তেজনা, আইডিয়া
পুণ্যাত্মা	:	পিতামহ (বিদেহী)

খাদেম ও সহকারীদ্বয়। দাজ্জালের সাথীরা। বিখ্যাত বিদেহীগণ।

পশ্চাদপট : সিলেটের পার্বত্য উত্তরাঞ্চল।

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

দুষ্প্রাপ্য শিল্প ও ভাস্কর্য পরিপূর্ণ একটি প্রশস্ত কক্ষের আভাস, যার সামনের কিছুটা দৃষ্টিগোচর, বাকীটা দৃষ্টির অগোচর, মাঝখানের দরজার ওপর একটি ফলকে বড়ো বড়ো হরফে লেখা—"মিউজিয়ম : কিছুতে হাত দেবেন না।" সময় : সন্ধ্যাবেলা, গ্রীষ্মকাল।

[মীযানের প্রবেশ]

মীযান : মাননীয় দর্শকবৃন্দ,
আমাকে শ্রবন করুন,
আমি আজ আপনাদের সামনে এই পরিবারের
কথা বলবো,
আমার কথা হবে অতীত ও বর্তমান নিয়ে
ভবিষ্যৎ নিয়ে নয়, ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে
নাট্যকারের যিনি নাট্যকার, তার হাতে,
একেকটি দৃশ্যের মাধ্যমে তা উন্মোচিত হবে—
আর আমি যদিও নাটকের একটি চরিত্র মাত্র
তবু আমার রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, অর্থাৎ
আমি নাট্যকারের প্রতিনিধিরূপে আপাততঃ
এখানে এসেছি পরিচালকের নির্দেশে,
আমার ছোটভাই একজন শিল্পী, নাম—আখতার,

www.pathagar.com

আমাদের দু'জনের চেষ্টায় এ বাড়িতে গড়ে তুলেছি
একটা ছোটখাটো মিউজিয়ম,
এখানে আপনারাও আসতে পারেন, তবে
কোনো কিছুতে হাত দিবেন না এই শর্তে,
ভেতরে অনেক কিছুই আছে,
সত্যিকারের দুর্লভ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি
সুসজ্জিত সেলফের ওপর থরেথরে,
কিন্তু মুদ্রিতমলাটে, এক মৌন অভিমানে,
কি অভিমান ? একটু পরেই বলছি,
তার আগে দেখুন, আসুন, উঠে আসুন,
বহু ভাস্কর্যের নিদর্শন, ভগ্নমূর্তি, তাম্রলিপি
শিলালিপি ইত্যাদি……

[দু'চারজন দর্শকের মঞ্চে আরোহণ]

ওই দেখুন অনেক প্রতিকৃতি ও ছবি চারদেয়ালে ঝুলানো,
এদের মধ্যে অধিকাংশ আমার ভাইয়ের হাতে আঁকা,
ওই চার্বাকমুনী, লাওৎসে, হোমর ও স্কাইলাস,
কার্লমার্কস্-লেলিন পর পর সারিতে
কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ও বোদলেয়ারের ছবিগুলো ঝুলছে,
ক্যানভাসে অসমাপ্ত একটি সেল্ফ পোর্ট্রেট পড়ে আছে তার,
তার চেহারার সাথে মিল পাওয়া যায় একমাত্র
হতভাগ্য শিল্পী ভ্যান্‌গগের,
আর ভ্যান্‌গগের মতোই জটিল সমস্যা নিয়ে তার জীবন,
ওই নগ্ন ভেনাস মূর্তিটিও ওর নিজের হাতে গড়া,
ক্লিওপেট্রা ও এ্যান্টনির কাল্পনিক ছবিও একখানা
তার নিজের হাতের, দেখুন

www.pathagar.com

আমার মতে সে কোন জীবনবাদী শিল্পী নয়,
আর আমি তার শিল্পের ভক্ত নই মোটে,
কিন্তু এই বাক্সবন্দী সব কিছুতে এখন যে অভিমান
তাতে রয়েছে প্রত্যাখ্যানের বেদনা,
এতদিন ধরে তার ব্যবহারের জিনিসপত্র
পড়ে আছে ইতস্ততঃ ম্রিয়মান হয়ে,
বাঁধাছাঁদা বিছানাটি বন্দী হোল্ডলে,
তার বেহালাটি ওই;
নিঃস্পন্দ ও স্পর্শহীন কফিনের মতো বাক্সবন্দী,
বিথোফেন ও মোজার্ট গতায়ু কতকাল, যেন
সেই হতে—

শিল্পী এসব ফেলে এখন চলে গেছে কোথায় জানিনা,
যাবার আগে সে বন্ধ করেছিল ছবি আঁকা,
গান গাওয়া, বেহালা বাজানো,
পরিবর্তে শুরু করেছিল সাংঘাতিক ধর্মচর্চা,
এখন সে আর এখানে নেই,
সে আর কোনদিন আসবে কিনা বলতে পারিনা,
অবশ্য বেঁচে আছে, এইটুকু মাত্র আমরা জানতে পেরেছি।

এই হল সমস্যা ও সংকট
যা একটা পেণ্ডুলামের মতো দুলছে
এ পরিবারের সকল সদস্যের চোখে,
যেন এদের জীবনযাত্রায়
বিধুর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, আর
ঘরের সকল আসবাবে তার ছায়াপাত হচ্ছে, যেন

www.pathagar.com

বাইরের আম্রকুঞ্জে গাঢ় হচ্ছে ঘরের বিতান
অন্তরাগ আভাময় করছে প্রাঙ্গণ প্রতিদিন
বধূরা জ্বালাচ্ছে সন্ধ্যাদীপ নম্রহাতে,
নক্ষত্র খচিত আসমানে চাঁদ জেগে উঠছে নিয়মিত,
ঢিবিছাড়া উঁইয়ের দঙ্গল মুখে পুরে
শূন্যে-ওড়া পাখিরা পাড়ায়ে যাচ্ছে ডানার ঝাঁপটে,
রাঙ্গামুখ ম্লান করে সন্ধ্যালোক মিশে যাচ্ছে অস্তাচলে,
অন্ধকার স্তব্ধতার সাথে এই বিচ্ছেদের ভার
নিয়ে যাচ্ছে দুরান্তরে, যখন
অত্যন্ত গুমোটময় বায়ুহীন প্রাঙ্গণের ধারে
বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেমন স্পন্দঃহীন
মিঠে পেঁপে-গাছটির মতো দৃঢ় শিরদাঁড়ায়
আমার মা, যেন
অতীতের দৃশ্যগুলো তাঁর চোখে ভাসে এ সময়ে,
ফলে তিনি লম্বমান আপন সত্তায় সব ভুলে
দেখুন,
আমার পিতা যখন শহীদ হয়েছিলেন
ছেচল্লিশের কোলকাতার দাঙ্গায়,
অতঃপর বিত্ত ও সম্পদ উদ্ধার করে উদ্বাস্তু অবস্থা থেকে
আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যিনি
সেই বৃদ্ধ মাতামহ মীর হাসান আলী,
আমাদের সত্যিকার অভিভাবক,
যদিও আমাদের স্বাচ্ছন্দকালে তাঁকে কাছে পাইনা
সুখের সময় তিনি দুরে থাকেন,
দুঃখ ও সংকটে হোন তিনি আমাদের উজ্জ্বল পরিত্রাণ—
আমার অনুজের বর্তমান নিরুদ্দেশ থেকে

www.pathagar.com

যে দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে,
তাও সামান্য সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তিনি,
তবে তিনি বৃদ্ধ ও জ্ঞানের সল্‌তেকে প্রাচীন কায়দায় জ্বালেন,
আর তিনিই এ নাটকের ত্রাতা চরিত্রও বটে,
পৃথিবীতে তার কর্মশেষ হয়ে গেছে প্রায়
তবু তিনি শোনিত-ঋণ মোচনের অতিরিক্ত দায়ে
হারানো দৌহিত্রের সন্ধান করে
যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং
তার নিরুদ্দেশের পর সর্বপ্রথম স্বচক্ষে তিনি তাকে
দেখেও এসেছেন,
উদভ্রান্ত কূটযন্ত্রনায় সে নাকি ছুটে বেড়াচ্ছে
পাহাড়ে, জঙ্গলে, নানাস্থানে
পীর-ফকিরের মাজারে ও আস্তানায় ।

[দর্শক কয়জনের মঞ্চত্যাগ]

প্রিয় দর্শকবৃন্দ,
আমার আশংকা হচ্ছে
যে অনিশ্চয়তা সব খানে
গুপ্তখুন, প্রতিহিংসা, ছিনতাইয়ের ধূম,
মানুষের ধ্বংস ঘটছে মানুষেরই হাতে যেভাবে
তাতে ওর নিখোঁজ হওয়া অবশ্যই উদ্বেগজনক,
তবে এমনও হতে পারে যে, সে আদৌ নিরুদ্দিষ্ট নয়,
বরং হয়তো সে জীবনকে জানতে বেরিয়েছে কিংবা
শিল্পকে খুঁজতে গিয়েছে,
একান্তই তা না হলে
তার মস্তিষ্ক-বিকৃতিও ঘটতে পারে,

www.pathagar.com

বহু প্রতিভা উন্মাদে পরিণত হয়েছেন
এমন ইতিহাস বিরল নয়,
আর সে ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হলো
তাকে ধরে নিয়ে এসে চিকিৎসার আয়োজন করা,
ঘটনা নেহাত: সাধারণ, যদিও
এ সাধারণ ঘটনা নিয়েই এ জাতীয় নাটক রচনা সম্ভব,
তবে,
মনঃসমীক্ষণের নানা তত্ত্বের উদ্ভব যত দ্রুত
অসংখ্য নাটক ও উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে,
তত দ্রুত এবং সেই পথে
এ নাটকে জীবন উপস্থাপিত হয়নি,
জীবন আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে অস্তিত্বের এমন ডাইমেন্‌শনে
যা শাশ্বত কিন্তু উপেক্ষিত এই কালে—
বিদায় দর্শকবৃন্দ,
এখন অরণ্যদেশে মুক্ত হবে দৃশ্যপট,
সে জন্য প্রস্তুত হোন—বিদায়।

[দৃশ্যপতন]

www.pathagar.com

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[পাহাড়-কাটা সিঁড়ি নেমে এসেছে একটি তোরণ পর্যন্ত যার দেয়ালে সিমেণ্ট-পলেস্তরায় লেখা—"মাযার-শরীফ, হযরত জাফর আল্‌চিশতী-নিযামী (রহঃ)," পাশেই বিশাল প্রাঙ্গণ। উঁচু টিলার উপর চাঁদোয়া টাঙ্গানো উক্ত দরবেশের কবরগাহ্ দৃশ্যমান। প্রাঙ্গণের একদিকে মসজিদ, মুসাফিরখানা—পাশ কেটে চলে গেছে ঝিরঝিরে পাহাড়ী ঝর্ণা। পশ্চাদপটে মনোমুগ্ধকর গিরিশ্রেণী থরেথরে উঠেছে বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে সমগ্র সিলেটের উত্তরাঞ্চল অতিক্রম করে। 'মাযারে সেজদা করা নিষেধ' এই বিজ্ঞপ্তি লেখা একটি ফলক নিয়ে খাদেম ও দুজন সহকারীর প্রবেশ।]

খাদেম : ওফ্, কিছু বলাও যায়না, কিছু করাও যায়না,
কি বেকায়দায় ফেলেছে ওই আজব পাগলা !
তার কাটমোল্লাগিরি লোকজন বেশ উপভোগ করছে,
ফানাফিল্লা-হাল বলে কেউ-কেউ চীৎকার করছে,
বলি মিঞারা, আল্লার ঈশ্‌কে ফানা হওয়া কি এতই সহজ ?
তবে বেচারাতো ইংরেজী-শিক্ষিত লোক,
তাকে দোষ দেয়া যায় না, কিন্তু ওই মীরসাহেব ?
নিশ্চয়ই বুড়ো পাক্কা ওহাবী না হয়ে যায় না !
পাগলা-নাতিরে ভালো করা তার উদ্দেশ্য—না ওকে

www.pathagar.com

দিয়ে দরগাটি দখল করে নেয়া তার আসল কাজ
তা বুঝি কি করে ! ধরো তো ফরিদুদ্দীন,
এটি দেয়ালের গায়ে ভালো করে এঁটে দাও দিবি;

[ফলক হস্তান্তর। প্রথম সহকারীর নির্দেশ পালন।]

শরীয়তের পাবন্দ আবার শহরের বাসিন্দা ওরা,
কিন্তু যাই বলো রফিকুল্লা, মীরসাহেবের
এত শরাপরস্তি আমার ভালো লাগেনা,
হুজুর কেব্‌লার বেহাই তাই.....

২য় সহকারী : জ্বী হুজুর, আমাদের মুরুব্বী-মানুষ,
সমালোচনা ঠিক নয়,
আপনার সঙ্গে তাঁর এই বেলা দেখা হয়নি হুজুর ?

খাদেম : হয়নি তো, কেন ?

২য় সহকারী : পাগলা-নাতির ব্যাপারে মীরসাহেব আপনার
সঙ্গে পরামর্শ করতে চান, জবানউল্লাহ তাই বারবার
আপনার তালাশ করছিল। শুনছি
খুব শিগ্রী উনি মিঞাকে পাকড়াও করে ফেলবেন।

খাদেম : তাই নাকি ? তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কাজে
আঞ্জাম দেয়া তো আমাদের জন্য ফরজ,
আমরা যে হুজুর কেব্‌লার গোলাম—
উনি কোথায় এখন চলো দিকি ! (উচ্চস্বরে) ওটা
ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে এসো, আমরা
যাই।

[প্রস্থানোদ্যত। মীরসাহেবের প্রবেশ]

মীর : যাবার দরকার নেই, দাঁড়ান আপনারা,
ওইটুকু সাহায্যের প্রয়োজন আছে শুধু ভাই

www.pathagar.com

প্রতিকূলতায় কোনো বিপত্তি ঘটেনা যেন শ্রেফ,
অচিরেই ঝামেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

[ফলকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে]

আখতারের তুলকালাম কাণ্ডে তবে এসব হয়েছে
বিজ্ঞপ্তি টাঙায়ে বেশ নিজেদের দায় সেরেছেন ?
এত বড় একজন দরবেশের সমাধিতে আজ
কবর-কারবারীদের কী জবর প্রতিষ্ঠা এখন,
হতভাগ্য এদেশের মানুষ, সমাজ, বাস্তবিক,
কি রকম খণ্ড-খণ্ড হয়েছে এদের মতবাদ,
ধর্মচর্চা থেকে আজ সত্যবোধ, সৌন্দর্য-সাধনা
ত্যাগের উদাত্ত কণ্ঠ এভাবে মিলিয়ে গেল কেন,
মানুষের রাখালেরা সত্যি যেন কী নাফরমান,
খাদেম সাহেব ?

খাদেম : ইজাজত চাই হুজুর।

মীর : ও হ্যাঁ, চলুন, চলুন !

[মীরসাহেব, খাদেম ও দ্বিতীয় সহকারীর প্রস্থান। প্রথম সহকারী ফলক লাগানোর কাজ শেষ করে মাযারের উদ্দেশ্যে কুর্ণিশ করে করে পিছিয়ে এসে]

১ম সহকারী : (প্রগাঢ় চীৎকার) বাবা জাফর শা !
হক্ মওলা, দয়াল মুর্শিদ·····(প্রায় সেজদায় গমন)

[আখতারের প্রবেশ : ঝাকড়াচুল, মুখে
খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে ধুলো-মলিন পোষাক]

আখতার : (সহকারীর কান টেনে) ওঠো দিকি সোনাচাঁদ,

www.pathagar.com

বারে ভক্ত হনুমানজীউ,
নাচোতো হে কল্পতরু, নাচো, নাচো, নাচো,
নাচোরে বাঁদর নাচো, ভক্ত নাচো, নাচোরে বাঙাল !

১ম সহকারী : (চমকে) কে, কে ওটা ?

আখতার : তোর বাবা, ক্রুট্ কোথাকার,
বর্বর, কাঙাল-নেড়া, গ্রাম্যভেড়া, অভিশপ্ত লাশ,
দেশ কোথা ? বাড়ি-ঘর কোথা তোর পাজি ?
কোন্ ফাঁকেতেই এলি তুই গুণের নন্দন,
ওদিকে সেজদা কেন, ওখানেই আল্লা নাকি তোর ?

১ম সহকারী : মাফ করে দিন, মাফ করে দিন, হায়রে হায়,
চিনতেই পারিনি আমি কমবখ্ত, দোহাই,
দোহাই হুজুর, মাবুদের !

আখতার : (কান ছেড়ে দিয়ে)
ব্যাটা ধর্মাফিমখোর,
আমাকে সেজদা কর্না
আমিতো কিছু না কিছু তোর,
চাহিদা পুরাতে পারি ব্যাটা !

১ম সহকারী : (করজোড়ে)
হুজুরের এখন যা হাল,
চরণে লুটাতে পারলে ধন্য হয়ে যাই,
আদেশ করেন যদি, হুজুর এখুনি……
[আখতারের পা ছুঁতে যায়]

আখতার : (সক্রোধে পা সরিয়ে)
হট্ তোকে মেরে ফেলবো ব্যাটা,
হারামজাদা খাদেমের চেলা,

www.pathagar.com

গেলিনা এখান থেকে ?
তোর ভণ্ডপীরটাকে খুন করে তবে,
এই দরগাহ্ ছেড়ে যাবো আমি,
চালাচ্ছে কবর-পূজা হরদম
উজবুক খাদেমের দল !

১ম সহকারী : হুজুর মেহেরবানী·····

আখতার : তবেরে ত্যাদোর ব্যাটা·····

[আক্রমণ উদ্যত : সহকারীর পলায়ন]

হা-হা-হা লোকটা পালায়েছে দেখি,
পালায়ে আমার থেকে বেঁচে গেছে চালাক ও ব্যাটা,
ব্যাটাতো জবর ফেউ, ফুঁচকে নেড়া, জুটলো কিভাবে ?
লোকটাকেও চিনি যেন, কোথায় দেখেছি যেন ওকে,
আসলে বাঙালদের মুখ-চোখ প্রায় এক রকমই,
থ্যাবড়া নাক, মোটা ঠোঁট, ড্যাবড্যাবে চোখ-ছানাবড়া,
অত্যন্ত নীরিহ মেষ, মেষদের রক্ষক এখন
নেকড়ে খাদেম-দল, এদেশে বিদেশে গোটা
বিশ্ব-দেশেই,
একটি নেকড়ে ধরে ঘাড় ভাঙি যদি আমি আজ
আরেকটি ঘাড় মটকে আমাকেই খাবে নির্ঘাৎ—
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ·····

[নিষ্ক্রমণ]

দৃশ্যপতন

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট আলোকিত
দরগাহ্-সংলগ্ন নিভৃত কুঞ্জ।
সময়—ঐ দিবাগত রাত্রি।

[আখতারের প্রবেশ]

আখতার : এই তো নিভৃত লোকে আমার ধ্যানের মসজিদে
হীরের কুচির মতো ছড়িয়ে রয়েছে চাঁদনী রাত,
তুমুল ফেনার রাজ্যে পাহাড়ের রূপালী দেয়ালে
অসীম দুধেল ঝরণা পড়েছে অতল ঝাঁপ দিয়ে
শত শত ফুট নীচে আলৌকিক গুঞ্জন সমেত,
অশ্লীল পৃথিবী থেকে বহুদূরে এসে গেছি বেশ,
এখানে কখনো আমি মৃত্যু ছাড়া কিছুই ভাবিনা,
মৃত্যুর মোহন নৃত্য বারবার চোখ বুঁজে দেখি,
পরলোক ছায়া ফেলে এই কুঞ্জে দাঁড়াই যখনি,
প্রেতের বচন বেশ ফিসফিসিয়ে ওঠে চারপাশে,
এখানের সবকিছুতে ওপারের আয়োজন পাতা—
গাছ-বৃক্ষ-পাথরেও তুহিন সংলাপ অনন্তের !

[একটি পাথরখণ্ডে বসে মুদ্রিত চোখে]

হে মৃত্যু, মৃত্যু হে, মহাপ্রয়াণ আমার কাছে এসো
মরণ, মরণ তুমি জীবনের চেয়ে প্রিয়তর,
প্রস্থান আমার, মহাপ্রস্থানের পথ খুলে আসো,

www.pathagar.com

প্রলয় আমার মহাপ্রলয়ের মহোল্লাসে হাসো,
হে মৃত্যু, মৃত্যু হে, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসো,
তাহলে চুম্বন দাও গালে, মুখে, ঠোঁটে ও চিবুকে
ধরা দাও আলিঙ্গনে, নেকাব মোচন করো করো,
খুলে দাও, দাও খুলে রহস্যের নিখিল দরোজা,
তোমার গৃহস্থ যারা তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণে
নিভৃত এ কুঞ্জ হোক ওপারের বিমূর্ত আঙিনা
আমার আপনজন সাথে দাও দৃষ্টি বিনিময়।

[দমকা ঝড়ের মতো তিনজন আগন্তুকের প্রবেশ]

(দাঁড়িয়ে) কে ?

১ম আগন্তুক : নমরূদ,
মেসোপটেমিয়ার সম্রাট !

আখতার : আপনি ?

২য় আগন্তুক : শাদ্দাদ,
জজিরার প্রাচীন নৃপতি !

আখতার : আপনি ?

৩য় আগন্তুক : রেমেসিস্,
মিসরের শ্রেষ্ঠ ফেরাউন !

আখতার : ঠিক নয়, হে প্রাচীন প্রবল সম্রাটত্রয়, ব্যস,
এখন আপন কর্মে যার-যার ধামে ফিরে যান,
পুনশ্চঃ অনধিকার উঁকি দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

[অস্পষ্ট ও ঘোর কোলাহল সহ
আগন্তুকত্রয়ের প্রস্থান]

তুহিন হিমেল স্পর্শে প্রেতলোকে এই কোন্ খেলা
হে মৃত্যু, মৃত্যু হে, তুমি আমাকে বিপন্ন করোনাতো

www.pathagar.com

আমার নমস্তজন সাথে হোক হার্দ বিনিময়।

[প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মতো অপর তিনজন আগন্তুকের
প্রবেশ : আখতারের দেহে হিম-কম্পন]

কে, কে ?

১ম আগন্তুক : মজদকি,
পারস্যনিবাসী,
পৃথিবীর আদিসাম্যবাদী।

আখতার : আপনি ?

২য় আগন্তুক : চার্বাক,
ভারতীয় ঐহিকতাবাদী।

আখতার : আপনি ?

৩য় আগন্তুক : কার্ল মার্ক্স,
জিব্রীলবিহীন 'ভাববাদী'।

আখতার : স্বাগতম, হে অনিত্য জীবন-সাধক বন্ধুগণ,
অসার পৃথিবী নিয়ে ভয়ানক অন্দোলিত হয়ে
বলুন অনন্তলোকে সত্যিকার ঠিকানা কোথায়
এখন কি পরলোকে বিশ্বকে বাতুল মনে হয় ?

১ম আগন্তুক : হায় কেউ নেই,
কোনই রোদনকারী নেই,
মজ্‌দকির জন্যে কেউ নেই !

২য় আগন্তুক : আমার নামের ভোগবাদ
এতই বাতিল মতবাদ ?
—অসীম হতাশা হায় হায়।

৩য় আগন্তুক : যদিও ইহুদী এক তবু,

www.pathagar.com

মুনাফার তত্ত্বে সুখ্যাত
কিন্তু কেন অন্ধকার এতো
প্রার্থনার হাত কেউ তুলে না তো কভু
প্রতিষ্ঠা চায়না কেউ বিশ্বাসীর মতো
হায়, হায়……

[চাপা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আগন্তুকত্রয়ের প্রস্থান]

আখতার : আমিও চাইনা কোনো প্রতিষ্ঠান অন্য কারো মতো,
আপন বিকাশ চাই চিরন্তন অভিব্যক্তিবাদে,
নতুবা কি করে আমি দাঁড়াবো নিজের কাছে নিজে,
অবিকল এইরূপ কালের পুতুল হয়ে গিয়ে,
পাবো না আপন সত্য পরিচয় বাঁধাগৎ গেয়ে
কি হবে অনন্তলোকে আমার সঠিক নাম-ধাম,
মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলে ব্যবহৃত নানা মতবাদে ?
হে মৃত্যু, মৃত্যু হে, প্রিয় বান্ধব আমার খুলে দাও,
নিখিল রহস্য-জাল, রুদ্ধ ত্রিনয়ন……

[ঝরঝর পত্রশাখায় মৃদু বায়ুপ্রবাহ সহ
অপর তিনজন আগন্তুকের প্রবেশ]

কে আপনারা ?

১ম আগন্তুক : মনসুর হাল্লাজ,
মুসলমান ফানাহ্‌ ফিল্লাহ্‌ বাদী ।

২য় আগন্তুক : রামানুজ,
বেদান্তের ভাষ্যকার, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ।

৩য় আগন্তুক : নীটশে, ফ্রেডারিখ,
সীমাহীন ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিবাদী ।

www.pathagar.com

আখতার : মহান প্রেমিকবৃন্দ স্বাগতম, বলুন কিভাবে,
প্রেমের পতাকা হাতে জীবনের যুদ্ধে জয়ী হবো ?

১ম আগন্তুক : নিজেকে বিলীন করো তুমি !

২য় আগন্তুক : নিজেই দেবতা হও তুমি !

৩য় আগন্তুক : নিজেকে সংহার করো তুমি !

[হাতে আশীর্বাদের মুদ্রা ফুটিয়ে আগন্তুকত্রয়ের প্রস্থান]

আখতার : (উত্তেজিত) মৃত্যু, আফসোস আমি সদুত্তর পাইনি প্রশ্নের,
জীবনের পান-পাত্রে রয়েছে যে নির্গলিত সুধা,
স্বাদে-গন্ধে স্নিগ্ধ সেই মদিরায় প্রাণ-মাতাল হয়ে
নতুন পৃথিবী এক গড়তে চাই আত্মবিনিয়োগে,
অবশ্যই বৈরী মৃত্যু জীবনের এই মহাব্রতে,
অবশ্যই শূণ্য হাতে মৃত্যু তুলে দেবে না জীবন,
অথচ মৃত্যুর কাছে সমর্পিত আমার বাসনা,
অমৃত-সাধনা শূণ্য আমার এ বিফল জীবনে
মর্মান্তিক দুর্বিষহ সময়-যাপনে, কী অস্থির
ফুটন্ত নরক প্রতিমুহূর্তের খণ্ড বিস্ময়েরা,
আর এই মুহূর্তেরা অন্তর্গত আমার স্নায়ুর
অনুপরমানু যার বিঘটিত আয়ুগ্রন্থিগুলো,
অন্তহীন কালস্রোতে ভাসমান জন্মকাল থেকে,
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যারা ছারখার করেছে জীবন
তাই নিজ পরিচয় মনে নেই, অতীত এখন
উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করে—কে-আমি,কে-আমি, উপরন্তু
কোথা হতে আমি আর কোথা যাবো আমি, পুনরায়
কই আমি, কেন আমি, কেন হায় কেন, এইখানে,
অথচ উত্তরহীন ক্ষমাহীন অজস্র মৃত্যুর

www.pathagar.com

সংখ্যাহীন ভীতিশব্দ, অবিরাম তাড়া করে ফেরে,
শিরা-উপশিরাগামী রক্তস্রোত নাশ করে স্নায়ু
এবং গোগ্রাসে গিলে শতাব্দীর মস্ত অজগর,
স্বাভাবিক তড়পানোও কি আমার বন্ধ হয়ে যাবে ?
কল্পকাল হতে কোন্ ঘোরতর পাপী-সত্তা হায়,
তাই আজ যাই দেখি, যাই ভাবি, সবই পাপী আর
সমস্ত সত্তায় যেন পূর্বপুরুষের অভিশাপ,
হত্যা ও ধর্ষণ আর লুণ্ঠনের হেরেমের পাপে
ইতিহাসচ্যুত নানা তিরস্কার অস্তিত্বে এখন
উপজাত, ক্ষমাহীন এই রক্ত-ঋণ ও সংঘাত
কিভাবে মোচন করবো হে কালপুরুষ বলে দাও ?
অলীক এ কারাগারে স্বপ্নাহত বন্দীদশাতেই
কতকাল ভুগতে হবে এই নীল উত্তরাধিকার ?

[সামান্য পায়চারী করে পাথরখণ্ডে বসে পুরনায় মুদ্রিত চোখে]

মৃত্যু হে, হে মৃত্যু, তবে বলে দাও এই জ্যোৎস্নালোকে
এমনিভাবে কতকাল প্রেতকুঞ্জে থাকবো অসহায়,
দ্বিখণ্ডিত লাশ কেন চোখে ভাসে নিহত পিতার,
ভয়ানক কোলাহলে অন্ধকার আক্রান্ত ভুবনে
নরঘাতকের হাতে নাচে যেন শাণিত মরণ,
নাগরিক হাঙ্গামার শত ছবি ভাসে দুই চোখে,
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে আন্তরাষ্ট্র-বিপ্লবের রূপ,
রক্তকণা নেচে-নেচে ছিট্‌কে ছিট্‌কে ফেরে উন্মাতাল,
বলোতো কোথায় যাবো, জননী-জঠর ফুঁড়ে আমি
পিতার লোমশ বুকে আশ্রয় নিতেই পৃথিবীতে
বিয়োগান্ত নাটকের কুশীলব হয়ে গেছি হায়

www.pathagar.com

আমার মায়ের এক করুণ নিশ্বাস হয়ে আমি
জীবন মৃত্যুর তীরে যেন স্পন্দমান !

[নেপথ্যে কচি শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনে চমকিত]

(দাঁড়িয়ে) : ওইতো রোদন করে আমার বিহ্বল শিশুকাল,
আমি কি একই সত্তা বিকশিত এ দেহ-সৌষ্ঠবে ?
আমার কি নাম ছিল পিতৃদত্ত, কি ছিল সমাজ ?
ভুলে গেছি নাম-ধাম, গোত্র-কুল ইচ্ছে করে করে,
কসম-খোদার আমি যার কাছে আশ্রিত এখন,
তিনিতো মহান এক পুণ্যাত্মা-পুরুষ সমাহিত,
এ পার্বত্য ভূখণ্ডের জাগ্রত সাধক একজন,
তাঁরই বংশধর নাকি আমি এই অধমর্ণ জীব,
মৌলিক সম্বন্ধ-সূত্রে তাহলে আমার পরিচয় ?
হায়রে মাযারে আছে একপাল গর্দভ খাদেম,
আমিতো জবাব চাই, সেবাযত্ন চাই না তোমাদের,
বলে দাও হে নির্জন অরণ্য-প্রদেশ, বৃক্ষলোক,
কথা কও মূক কুঞ্জ, মৌন হয়ে থেকো না, থেকো না,
কে-আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, বলো কে, কে-আমি ?

[সমাহিত পুণ্যাত্মার আবির্ভাব]

পুণ্যাত্মা : আমার দৌহিত্র তুমি, আপাততঃ এই পরিচয়।

আখতার : আপনি ?

পুণ্যাত্মা : তোমার পিতার পিতা, মৃত এক ফকির মিস্‌কিন,
যার এ কবরগাহ্‌, আপাততঃ আশ্রয় তোমার।

আখতার : আমার পিতার পিতা ? কী আশ্চর্য-দৈব যোগাযোগ—
পিতামহ, পিতামহ, তস্‌লিমাত, দেখুন আমার

www.pathagar.com

জীবন কি অর্থহীন, প্রেতমার্গে সত্য খুঁজে খুঁজে
এই কুঞ্জে প্রতিদিন মৃত্যুর জগৎ ধ্যান করে,
প্রেতের সান্নিধ্যে এসে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছি যেন,
চোখ মুদলেই দেখি সম্মুখে দাঁড়ান এসে কেউ,
বিভিন্ন নায়ক কিংবা দার্শনিক ইতিহাসশ্রুত,
বুঝিনা কিভাবে আমি জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি
এতটা সহজগামী, আমি কি পাগল হয়ে গেছি ?

পুণ্যাত্মা : অবশ্য পাগল নও যদিও দিব্যোন্মাদ বটে,
অতিশয় আন্দোলিত আলো-অন্ধকারের দোলকে,
ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বে বস্তুতঃ পার্থিব সকলেই
আন্দোলিত, মানুষের ক্ষীণবক্ষ মাঝে চলছেই
ভালো-মন্দে পরস্পর রক্তমুখী চির-মোকাবেলা,
শুভাশুভ ন্যায়-অন্যায় সীমাহীন আদিলোক হতে,
মানুষের নিয়তিকে রণক্ষেত্র করেছে বাছাই,
যখন পৃথিবী অবলুপ্ত ছিলো অতীতের তলে
ভ্রূণরূপে, নীহারিকা জননীর জরায়ু-কম্পনে,
মানুষের রূপ-রশ্মি একমের সার্বভৌম ভালে
ঝিকায়ে মিলায়েছিল, সেই দণ্ড-লগ্ন-পল হতে,
অপচয়ী মানুষের সীমাহীন পরাজয়-পুঁজি
এভাবে ক্রমশঃ এই নভতলে নিভায়েছে আলো,
দিনে-দিনে দেনাগ্রস্ত হচ্ছে তার রিক্তপ্রায় মুখ,
জ্বলছে যে অঙ্গার বুকে, সে উত্তাপে দেখা যায় তাকে
ক্ষতিগ্রস্ত, পূর্ণতার সাধনা কি বিফল সেখানে,
কিন্তু আমি একথাও বিশ্বাস করি যে একদিন,
মানুষের ইতিহাস পূর্ণ হবে ব্যষ্টির প্রভায়

www.pathagar.com

সমষ্টির যৌথবলে, প্রত্যাদিষ্ট সে অভিযাত্রায়
ইন্‌সানের সাধনার আদিতম মূলমন্ত্রখানি,
বিকশিত হবে গূঢ় নিয়তি নির্দেশে পৃথিবীতে,
যে পারে হৃদয়-মন ধরে দিতে এই কর্মব্রতে
সেই দেখে পরিপূর্ণ ছবি এক বিশুদ্ধলোকের,
পারেনা যে সেই হয় বিব্রত, বিমূঢ় এইসব,
অপচয়ী মানুষের মতো তীব্র শোষণে শিকার,
অতএব সাবধান, দৌহিত্র আমার, বাছাধন,
আসবে লুণ্ঠনকারী অচিরেই সান্নিধ্যে তোমার
তার প্রলোভন হতে সযত্নে সরিয়ে নিও মন,
ভবিতব্য নির্ধারিত হতে পারে এ মোকাবেলায়।

[দক্ষিণহস্তে স্বস্তিমুদ্রা ফুটিয়ে দণ্ডায়মান]

আখতার : আসবে লুণ্ঠনকারী আর
ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে তাতে আমার বেলায় ?

পুণ্যাত্মা : হ্যাঁ,
তাই অনুভূত হচ্ছে কাশ্‌ফে আমার। [প্রস্থান]

আখতার : ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আমিও প্রস্তুত পিতামহ,
আপনার আলৌকিক উপস্থিতিতেই মহাত্মন,
আমার চৌচির-চিত্ত পুনরায় জোড়া লাগে আজ,
আজকে সফল আমি ক্ষয়ংকর মৃত্যু-চিন্তাতেও.....

[প্রস্থানোদ্যত]

[চাপা জিগির মুখে চারজন কিম্ভূত সত্তার প্রবেশ ও পথরোধ]

আখতার : (সভয়ে) কে কে তোমরা ?

আগন্তুকগণ : (মিলিতকণ্ঠে) আমরাতো তোমারইতো আপনজনেরা

www.pathagar.com

কায়াহীন ছায়ারূপে নিয়মিত যারা
ঘুরিফিরি চরাচরে আমরাতো তারা
ঘনীভূত হই যদি মানুষী আত্মায়
আমাদের পরিচয় মিহিন সত্তায়
ধরা দেয় অচিরেই হয়ে দিশেহারা
শুভবুদ্ধি চিদাশুদ্ধি বিরুদ্ধতায়।

আখতার : (বিস্ফারিত) পরাক্রান্ত সভা,
কার কাছে সমস্বরে বলছো এত কথা ?

১ম আগন্তুক : হতাশ, বিব্রত কিন্তু, তবুও প্রতিভা !

আখতার : তার কাছে প্রয়োজন ?

২য় আগন্তুক : ভাবী পৃথিবীর মহাসামন্ত-মহান
তোমাকে দর্শন দিতে চান।

আখতার : (সৎসাহসে) কি উদ্দেশ্য তার ?

৩য় আগন্তুক : তোমার উদ্ধার।

আখতার : কখন, কখন ?

৪র্থ আগন্তুক : এখন, এখন্ !

আখতার : কোথায়, কোথায় ?

আগন্তুকগণ : এখানেই সশরীরে আসবেন তিনি
বিধাতার বিপরীত স্রোতনাদ যিনি
সাবধান·····(সমস্বর জিগির)
দাজ্জাল হুঁ, দাজ্জাল হুঁ, হুঁ দাজ্জাল·····

[মুহূর্তে বিলীন]

www.pathagar.com

আখতার : সর্বনাশ, (কপালের ঘাম মুছে)
তপ্ত ও আগ্নেয় শ্বাসে ভরে গেছে স্নিগ্ধ এ কুঞ্জটি,
কী রকম অনাত্মীয়-অর্থহীন এই উপদ্রব,
এদের নায়ক সে কে ? মনে হয় অশরীরী কেউ ?
বিশ্বাসের হত্যাকারী, মানবাত্মা-লুণ্ঠনকারী সে ?
[উত্তেজিত পায়চারী]
নিসর্গের গাঢ় ক্লান্তি জমাট হয়েছে এইখানে,
গাছেদের ফাঁকে-ফাঁকে ওতপ্রোত বিষাদ-জ্যোৎস্নায়,
অশরীরী যোগাযোগ উন্মোচিত উপত্যকাময়,
অরণ্যানী ভরে যাচ্ছে পরাক্রান্ত তামসিক রবে,
অটল গাম্ভীর্য আর নীরবতা ঘনীভূত রূপে
হয়েছে ভয়াল মুখ যেন এক আগ্রাসনেরই,
আমার একক চোখে সংকটের পাহাড় দুলছে—
ক্লান্ত হাড় ঠুকে-ঠুকে আদিগন্তব্যাপী ব্যর্থতায়,
কি করে ঠেকাতে পারি অগ্রগামী এই কালগ্রাস ?
একদিকে বৈরিতা ও অন্যদিকে মৃত্যু ও বিনাশ,
ভয়ানক অবিশ্বাসী খণ্ড-খণ্ড রণে ও সংঘাতে
জীবনতো ঝাঁজরা হয়ে পড়ে আছে নৈরাশ্যের তটে,
যে সত্যে জীয়নকাঠি তার সাথে গৌণ পরিচয়,
যে তথ্যে অমৃত-লাভ তার সাথে বৈরী আচরণ,
আমাকে ফতুর করে দিয়েছে এ যুগের মতোই,
তবু আমি সাধ্যমতো সাগরের সরহদ্দ পাড়ায়ে
পেয়েছি নতুন ডাঙা মাস্তুলের গ্রীবায় দাঁড়িয়ে,
অতলান্ত অন্ধকারে হিরন্ময় জীবন-নৌকায়
সহসা তরঙ্গ-ভঙ্গে জ্যোতি ফেলছে কুতুবদিয়ার
বাতিঘর, ভেসে ওঠছে পরিচিত মগ্নতটরেখা,

www.pathagar.com

মন বলছে অতএব হয়তোবা কোনো একদিন
সমুদ্র ও শৈলশৃঙে পরস্পর লেনদেন হবে·····

[যাদুকরী পোষাকে নিখিল গরিমা ফুটিয়ে মোহন
সুরধ্বনির লয়ে সহসা দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ]

বাস্তবিক মনোহর, সুদর্শন-ছবি, ভয়ঙ্কর,
কে আপনি জনাব ?

দাজ্জাল : তোমাদের প্রবচন অনুসারে আমিই দাজ্জাল,
যখন আসল রূপে পৃথিবীকে ঝল্‌সে দেবো আমি,
সেদিন সবাই বলবে, 'মহান দাজ্জাল' হে যুবক,
তোমার সত্তায় সেই প্রতীকী সংকট সভ্যতার
খেলা করছে, আন্দোলিত হচ্ছো তুমি দুর্লভ বিরোধে,
ভয় নেই, এসবের নিরসন হবে আর তুমি,
আসলেতো ভাগ্যবান, অক্ষয় কীর্তির সংস্থাপক,
যুগ যুগ ধরে তুমি পৃথিবীতে স্মরণীয় হবে,
তারই সনদ দিতে এসেছি তোমাকে আমি আজ।

আখতার : আপনার চোখাচোখি চাওয়া যায় না কেন ?
ভীষণ-ভীষণ-তেজ, জ্বলন্ত সূর্যের মতো যেন,
নিষ্ঠুর ও অপ্রাকৃত-তীব্রদৃষ্টি বিচ্ছুরিত কেন,
কী আপনি মশায় ?

দাজ্জাল : এই রুদ্র তেজটুকু পরাশক্তিময়, সুপ্ত আজ,
আমার মাহাত্ম্য আর মর্যাদার অনুকূল গতি—
সংবরণ করা হল, তাকাও, তাকাও হে যুবক,
অনায়াসে এই চোখে এখন চাইতে পারো তুমি,
এবং কী-আমি প্রশ্ন জেগেছে তোমার, মনে করো

www.pathagar.com

আমার ইঙ্গিতে হবে নীতি-প্রণয়ন, ঘুরে-ফিরে
পৃথিবীর যাবতীয় শক্তিকেন্দ্রে, প্রশাসন-কাঠি
আমার নির্দেশে চলবে, যথারীতি একদিন তাই,
অলৌকিক স্থায়ী হবে আমার শাসন পৃথিবীতে,

—আমাকে অভিবাদন করলে না তো এখনো যুবক ?

আখতার : জী হ্যাঁ, শুভ অপরাহ্ন !

দাজ্জাল : হাঃ হাঃ হাঃ.....

আখতার : হাসছেন ?

দাজ্জাল : কুর্ণিশ করোনি বুঝি কখনো জীবনে ?

আখতার : জী না, কখনো করিনি।

দাজ্জাল : সার্বভৌম মাহত্ম্যের প্রতি
কিরূপ অভিবাদন যথোচিত হয় মনে করো ?

আখতার : সামন্তযুগের কায়দায় ?

দাজ্জাল : আচ্ছা, এ প্রসঙ্গ থাক, দেখা যাবে পরে
একান্তই যদি তুমি মজবুত ভাগ্য-গড়া চাও,
তাহলে সহজ হবে, এবং যখন দেখা যাবে,
অসংখ্য মানুষগুলো তোমার কথায় অনায়াসে
ওঠা-বসা করছে সুখে, আত্মাহুতি দিচ্ছে অকাতরে,
তুমিও শাসন-দণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছো নিজ হাতে,
স্বদেশের সর্বময় কর্তাব্যক্তি হয়েছো হেলায়,
ভক্তেরা তোমার ছবি ঘরে-বাইরে ঝুলিয়ে দেয়ালে,
পূজা করছে, পৃথিবীতে নিজ নামে প্রচারিত হচ্ছে
মতবাদ, যার ফলে জুটেছে নতুন সংজ্ঞা কূটনীতির

www.pathagar.com

সফল অধ্যায়ে, গৌরবের শীর্ষদেশে পৌঁছুবে যখন···

আখতার ঃ তখনইতো ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়ে এই জনতা-জীবন
আমার নাগাল থেকে পালাবে সভয় উর্ধশ্বাসে,
সত্যিকার সুখ কিছু মানুষের দুঃখিত জীবনে
হবেনা, বরং ত্রাস-অঙ্কুরিত চোখে ভয়ে ভয়ে·····

দাজ্জাল ঃ ভয়ের মাঝেই আছে আনুগত্য ভালোবাসা আর
ভয়ই সকল মূল উৎস আবেগের, মনে হয়
দ্বিধাগ্রস্ত হে যুবক চাওনা এ সুযোগ·····

আখতার ঃ চাই নিশ্চয়ই তবে·····

দাজ্জাল ঃ বেশ-বেশ, ভাগ্যবান তুমি, হয়তোবা
একদিন গোটা দুনিয়ার
শক্তির দুর্ভারসাম্য তোমার হাতেই চলে আসবে,
এখন আমার প্রতি তাহলে শপথ নাও তুমি,
চির-আনুগত্যের যে শপথ তোমাকে অটুট
সংকল্পে ধরে রাখবে আমৃত্যুকাল হে,
এবং অভিবাদন করো তার আগে যথারীতি।

আখতার ঃ কিভাবে জনাব ?

দাজ্জাল ঃ রোস—(উচ্চকণ্ঠে) ওহে,
কে আছো ওইখানে ?

[সঙ্গী চারজনের পুনঃপ্রবেশ]

সঙ্গীরা ঃ (কুর্ণিশান্তর) জয় মহাসম্রাটের জয় !

দাজ্জাল ঃ সাথীদের উপস্থিতি আনন্দব্যঞ্জক,
ভাগ্যবান এ যুবার দীক্ষা হবে পাবক-মন্ত্রের,

www.pathagar.com

ভূমণ্ডল-বৃত্তে সব ক্রিয়াকাণ্ডে হবে সহচর
তোমরাই, তাই-শিষ্ট অভিবাদনের
প্রক্রিয়া দেখিয়ে দাও এ গণপতিকে !

[দাজ্জালের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে ওরা তাকে
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে]

এই হল স্বীকৃত কানুন, অভিবাদনের রীতিনীতি
হে সাথীরা, এসো দিকি তবে !

সঙ্গীরা : জয় মহাসম্রাটের জয় !

[কুর্ণিশান্তর প্রস্থান]

দাজ্জাল : ভাগ্যবান যুবা !

আখতার : অসম্ভব !
আমিতো এদের মতো নই, এখনোতো বিশ্বাস রয়েছে—
সম্পূর্ণ মানুষ আমি, সন্ধানী মানুষ আমি,
অমৃতের পুত্র আমি, এযে আত্মসমর্পণ শ্রেফ,
না-না তা, অসম্ভব, অসম্ভব···

দাজ্জাল : হুম ! তোমার এ অস্বীকার ভয়ানক বিপর্যয়ী হবে
কঠিন শাস্তির অগ্নি নেমে আসবে দুচোখে তোমার
এখুনি দ্বিতীয়বার চিন্তা করো তুমি !

আখতার : না-না, যাও-যাও,
তুমিতো আলোকময়-সত্তা নও কোনো,
বরং আগুন আর লেলিহান শিখা এক তুমি,
তোমার দুচোখে ফিরে এসেছে আবার ঝলসানো
নিষ্ঠুর আগ্নেয় দৃষ্টি, সূর্যের মতোন ক্ষমাহীন
অন্তহীন পাবকতা, দাউদাউ নিষ্ঠুরতা, থুঃ (থুথু নিক্ষেপ)

www.pathagar.com

ধিক্কার তোমাকে, আমি স্বীকার করিনা, যাও, যাও—
শাশ্বত মানবতার উত্তরাধিকার নিয়ে আমি,
এই ছাখো দাঁড়ালাম, অস্বীকৃতি জানালাম ছাখো,
তোমার এ দান আমি চাইনা, চাইনা, না-না,
শয়তান·····

[নেপথ্যে খলখল উচ্চহাসি ও দাজ্জাল শূন্যে বিলীন]

(আর্তকণ্ঠে) হে প্রজ্ঞান, ভয়ানক বিপর্যয় খেলাচ্ছলে যেন
আমাকে গোগ্রাসে গিলছে, চাই চাই করুণা তোমার,
আমাকে বাঁচাও তুমি, রক্ষা করো, শয়তানরূপী
উদ্ধত অহংকার পদতলে পিষ্ট হয় আজ
আমার লাঞ্ছিত সত্তা,—চাইনা গণমানুষের নামে
মানুষকে গ্রাস করতে, চাইনা আমি শাসনাধিকার
প্রিয় মাতৃভূমিটির, বরং আশ্রিত হওয়া ভালো,
মহান-পবিত্র-পিতামহ যার উত্তরাধিকারে
এখন আশ্রয়-প্রাপ্ত, সিংহাসন যেন এ দরগাহ্‌র
তৃণাসনকে তুচ্ছ করতে ব্যর্থ হয় জীবনে আমার,
ক্ষুদ্র-আশা, ক্ষুদ্র-ভয় হতে যেন রক্ষা পাই আমি,
আমার অমেয়-আত্মা জয়ী হোক স্ববিরোধিতায়·····

[টলতে টলতে জ্ঞান হারিয়ে পতনোন্মুখ ঃ
মীরসাহেব ও জবানউল্লাহর দ্রুত প্রবেশ]

মীরসাহেব ঃ ধর্ জবান ধর্ !

(জবানউল্লাহ তাকে পাঁজকোলা করে ধরে রাখে)

হায়,
সত্য মিথ্যা দুইই তার চোখে,
নিজস্ব নেকাব খুলে দেখাচ্ছে কি নিজেদের মুখ ?

www.pathagar.com

একা একা ছিলো না সে নিসর্গের সাথে বাক্যরত ?
সহসা আবার কোন্ উৎপাতের শিকার হলো সে ?
ভিন্ন-ভিন্ন উপসর্গ, জটিল-নতুন, আফসোস্
অবাধ্য তাজির মতো ক্ষ্যাপা এই যুবকের পিছে
একাতো পারিনা আর, ন্যুব্জপৃষ্ঠ, দৃষ্টিহীন আমি,
এবার যেতেই হবে—সকলকে নিয়ে আসা চাই,
জবান, চলরে ভাই দেখি !

[সংজ্ঞালুপ্ত আখতারকে জবানের কাঁধে উত্তোলন ও
সকলের প্রস্থান]

[দৃশ্যপতন]

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

মীযানদের বাসস্থান, ম্যুজিয়াম সংলগ্ন কামরা।

সময় : পরবর্তী দিবস, পূর্বাহ্ন।

মীরসাহেব, মীযান, ফাতেমা বেগম ও জমিলা পরামর্শরত।

মীর : এখন সে ক্রমশঃই ধীরে ধীরে যাচ্ছে মনে হয়
নাগালের বাইরে চলে, যদিও প্রবীণ চোখ নিয়ে
নিরীক্ষা করছি তার ব্যক্তিত্বের ক্রমিক বিকাশ,
নাছোড়বান্দার মতো ফিরছি এখনো সাথে-সাথে
তবুও সন্দেহ হয়, তাই মূল পরিকল্পনাকে
কার্যকরী করতে চাই অচিরেই, এসেছি এখন
তোমাদের সকলের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

জমিলা : কিন্তু দাদু, মাফ করবেন!

মীর : বলো বোন।

জমিলা : কিছুই বুঝিনি কিন্তু আপনার পরিকল্পনার
যদিও আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ এসব ব্যাপারে,
দুর্গম অরণ্যদেশে এতকাল ধরে আপনি তার
খ্যাপামিতে তাল রেখে যাচ্ছেনতো ধৈর্য সহকারে
বোধগম্য না হলেও রয়েছে নিশ্চয় মানে তার,
তবে যে বল্‌লেন দাদু সে আপনার নাগালের বাইরে
ক্রমশঃই চলে যাচ্ছে, তাতেই একথা মানতে হয়,

www.pathagar.com

অবস্থার অবনতি ঘটে যাচ্ছে ক্রমঃ বিবর্তনে,
স্বাভাবিক প্রশ্ন কিছু তাহলেতো জেগে ওঠে দাদু।

মীর ঃ বেশতো বোন, পরামর্শ চাই তোমাদের।

জমিলা ঃ কোনো মনঃসমীক্ষক অথবা ডাক্তার
চিকিৎসা করলে তার আরোগ্যতো অসম্ভব নয়,
বিজ্ঞান এসব ক্ষেত্রে মোটেই ব্যর্থ নয় আজ।

মীর ঃ হ্যাঁগো বোন, মানি তা আমিও
কিন্তু যদি রোগ তার না সারে, তাহলে,
নিশ্চয়ই তখন তাকে পাগলা-গারদে পাঠাবার
প্রস্তাব করাই হবে পরবর্তী সুচিন্তিত কাজ,
আমি তার বুড়ো-নানা যতদিন বেঁচে আছি বোন,
অবশ্যই জেনে রাখো বাধা দেবো এই পদক্ষেপে,
কখনো মানবোনা তীব্র বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে তার
মগজ থিতিয়ে দিয়ে প্রতিভা লুণ্ঠন করা হোক।

জমিলা : আমি কিন্তু মনে করি পণ্ডশ্রম মাত্র এরকম,
পাহাড়ে-জঙ্গলে তার পেছনে-পেছনে ধাওয়া করা,
সময়তো মূল্যবান, ঘটনা যা শোনালেন তাতে,
মানসিক অবস্থার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে আখতার,
তাতে আজ চিকিৎসার দাবি বড়ো নাকি এইসব,
পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো বড়ো কাজ, অবশ্য আমার
সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম আছে আপনার মতামতে দাদু,
কিন্তু আমি স্পষ্টভাষী,—এই বলতে পারি!

মীযান ঃ আখতারকে তুমি আমি যতটুকু চিনি তার চেয়ে
দাদু যে অনেক বেশী চেনেন জমিলা।

www.pathagar.com

জমিলা ঃ দাদুতো চেনেন তার সুস্থ ও সবল বংশধর
আপন দৌহিত্রদ্বয়কে, উনিতো চিকিৎসক নন,
এখানে জড়িত আছে ডাগ্‌নোসিস্‌ ও সুচিকিৎসার
ধারাবাহিকতা, তাই যতদিন গত হচ্ছে তত
আরোগ্যের সম্ভাবনা হচ্ছেতো সুদূর, প্রশ্ন হলো,
সে কি রোগী, না সে যোগী—সংসার-তেয়াগী ?

মীর ঃ আহা মেয়ে শান্ত হও, কথা কয়টি শোনো চুপচাপ,
তোমাকেই সাধতে হবে মূল কাজ এই ভেবে আমি,
এখানে এসেছিলাম, অতএব কৈফিয়ত শোনো,
এতদিন তোমরাতো আখতারের পাওনি সন্ধান,
এখন স্বচক্ষে তাকে দেখতে পারো ওখানে গেলেই,
বহু দিন ধরে আমি আখতারের পেছনে ছুটেছি,
ক্রমাগত উদ্ভাবন করেছি উপায় ফেরাবার,
এখনো বিশ্বাস করি এবং ধারণা করি তাকে
গৃহমুখি করা যাবে, ফেরানো সম্ভব হবে, তবু
আমার প্রয়াস যদি ডিঙিয়ে যেতেই চাও, যেও—
এ ব্যাপারে যৌথ এক সিদ্ধান্তেই আসা প্রয়োজন,
তবে আমি আখতারকে অরক্ষিত রেখে এসেছিতো,
অতএব আজই আমি ফিরে যেতে চাই ওইখানে।

ফাতেমা ঃ জী আব্বা, মানায় না আপনার
এ বয়সে এতো শ্রম, এতো সন্তরণ, আহ্‌ কীযে
দুর্ভাগ্য আমার !

মীর ঃ ঠিক আছে মা, কিছু নয়, বরং ওখানে
চলে এসো, সময় অত্যন্ত মূল্যবান,
জমিলা তোমার সাথে ওখানে বিশদ কথা হবে।

www.pathagar.com

জমিলা : জী দাদু।

মীর : বেশ!
আসি তবে আমি আজ,
খোদাই সহায়। [প্রস্থান]

ফাতেমা : আফ্‌সোস্‌,
প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ও মুরুব্বীদের রীতিনীতি
সুন্দর সংস্কারগুলো সকরুণভাবে পিষ্ট হয়
এদের পায়ের তলে, যন্ত্রণায় চোখ জ্বলে যায়,
গুরুজনদের সামনে মুখের ওপর এরকম
চাঁছাছোলা কথা বলা চিন্তাও করিনি কোনোদিন,
আরো কতো কি যে দেখবো পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে!

মীযান : কিন্তু আম্মা, জমিলাতো দাদুর নাতবৌ—
যে কোন ব্যাপারে তার ভিন্নমত থাকতে পারে আর
দাদুতো সামান্যতম ত্যক্তভাব দেখাননি ওকে!
দাদুর সংবাদ পেয়ে তিলক্ষেপ্‌ না করেই সেও
পিত্রালয় ত্যাগ করে ছুটেতো এসেছে এইখানে……

ফাতেমা : অসহ্য, অসহ্য-বোকা, বেতমিজ চুপ কর দেখি
কুসন্তান পেটে নিয়েছিতো…… [প্রস্থান]

মীযান : শোনো, শোনো-আম্মা, শো—নো…(ফিরে জমিলাকে)
তোমার মাথায় কিছু নেই নাকি? এঁ্যা?
[ফাতেমার অনুগমন]

জমিলা : মাথায় কিছুই নেই, আমারও দুচোখ জ্বলে তাই,
কাঁদবো চীৎকার করে নাকি হাসবো প্রাণখোলা হাসি?
এতোই বিভিন্ন মত, এতোই তফাৎ সিদ্ধান্তের,

www.pathagar.com

এদের উচ্ছ্বাস কিংবা আবেগের সাথে গরমিল,
পদে-পদে, কী ধোঁয়াটে ভাবনা-চিন্তা নিয়ে এরা সব
জগত দেখেন আর, কী-মধ্যযুগীয় ধারণায়
ভাববাদী ধ্যানাচ্ছন্ন গোটা পরিবার, এমনকি
আখতার ও মীযানভাইর আপাতঃশিক্ষিত-চিত্ত জুড়ে
রয়েছে পশ্চাৎদৃষ্টি, মিথ্যেই এদের ঘরে-বাইরে
একালের আয়োজন-শিল্পচর্চা ইত্যাদি বেকার—
কিভাবে কাটাবো তবে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ এহেন জীবন ?
আমার পিতার চিন্তা-উদ্বিগ্নতা, জনমদাত্রীর
হাহুতাশ দেখে দেখে রিক্তপ্রায় একদিকে আমি,
যাকে ভর করে এই ভাঙাঘাটে ভেড়ালাম তরী,
সেও নাকি স্মৃতিভ্রষ্ট, বেপরোয়া অথবা উন্মাদ ! [পায়চারী]
অবশ্য আশ্চর্য বটে, এতক্ষণ কি বলেছি আমি ?
দাদুও নিঃশব্দে ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলেন ?
আমিতো বাচাল নই, বাস্তবিক বুজরকি করেছি,
কী এক অদৃশ্য ছায়া যেন চিন্তাশক্তির ওপর,
নিঃশব্দ প্রভাব ফেলে আমাকে দুর্মুখ করেছিল,
অবশ্য মহৎলোক এই বৃদ্ধ, কিন্তু আমি তাঁর
মতের স্বপক্ষে গিয়ে জীবনকে বৈরাগী বানানো—
সমর্থন করবোনা, নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে অতএব,
বলতে হবে তীব্রস্বরে দরকারী অপ্রিয় ভাষণ,
আমার যা দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাদীক্ষা, যা-কিছুই আছে,
সে-সবের যথোচিত সমর্থন পাবোনা যেখানে,
সেখানেই প্রতিবাদ করে যাবো, যা-থাকে কপালে !
হতে পারি ক্ষুদ্রসত্তা, নারী আমি, বধূ পরিবারে,
তবু আছে সত্য আর, বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছদৃষ্টি, মন ! [প্রস্থান]

[দৃশ্যপতন]

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

মঞ্চসজ্জা : বর্তমান-অঙ্কের প্রথমদৃশ্যানুরূপ।

সময় : পরবর্তী দিবস, অপরাহ্ন।

উপলক্ষ : আখতারের আপনজনদের অরণ্যদেশে আগমন।

মীরসাহেব, ফাতেমাবেগম, মীযান ও জমিলার প্রবেশ।

মীযান : বাহ্, কি সুন্দর !
এখানেতো হতে পারে চমৎকার স্বাস্থ্য-নিকেতন —
মনোরম হিল্‌টপে ছোটো ছোটো ঘর-বাড়ি হলে,
দেখাবে ছবির মতো, এই দিক থেকে ওই দিকে
এঁকেবেঁকে যেতে পারবে খাঁড়িগুলো জলাশয় হয়ে,
স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানি থাকবে বারোমাস তাতে,
ভাসবে প্রমোদডিঙা, গণ্ডোলা বা শাম্পানের সারি,
বিভিন্ন বর্ণের লোক মিলে একটি সংকর আবাদী,
ছোট্ট একটি পৌরসভা নিয়ন্ত্রণ করবে যে সমাজ·····

জমিলা : সুন্দর বর্ণনা ভাইয়ার !

মীরসাহেব : সত্যি বোন,
মীযানের কল্পনাতো অত্যন্ত জীবন্ত মনে হয়,
আমারও কপিলচোখে রঙের তামাসা লেগে গেছে,
বলা যায়না এই-ভাবনা কখনো সার্থক হয় যদি,
সেই তবে স্বপ্নদ্রষ্টা হবে এই সুশ্রী শহরের—

www.pathagar.com

(কন্যার দিকে) মা আমার,
তোমারইতো শ্বশুরের চির-শান্তিনিকেতন এই,
নির্জন অরণ্যমাঝে, শুয়ে তিনি আছেন বিশ্রামে—
তাঁর আস্তানাকে ঘিরে ছোটো এই পল্লীটি নতুন,
তাঁরই সঙ্গী-সাথীদের হাতে-গড়া এ উপনিবেশ,
হয়তো বিশাল কোন জনপদ হবে একদিন।

ফাতেমা : জী আব্বা,
এখানে আসার পর অত্যন্ত সুখী আমি আজ,
হৃদয় ভাবনামুক্ত হয়েছে নির্মল পরিবেশে,
আখতারটা সেরে উঠলে আর কোনো দুঃখ থাকতো না,
হয়তো দুশ্চিন্তাহীন জীবন কাটিয়ে দেয়া যেত।

মীযান : আচ্ছা দাদু,
মাযারে ফাতেহা পড়তে গিয়ে,
বারবার দাঁড়ালাম আখতারের মুখোমুখি আমি—
চিনতেই পারলো নাতো, নাম ধরে ডাকলাম তবু,
সাড়া সে দিলোনা মোটে, তাকালো না ফিরে একবার,
আপনার কথামতো মনে হয় বাস্তবিক দাদু,
ভুলে গেছে নামধাম-আত্মপরিচয় একেবারে—
এখন উপায় ?

মীরসাহেব : আজ রাতে সর্বশেষ কৃত্যটুকু রয়েছে আমার,
আগামী সকাল থেকে তোমরাও কাজে লাগতে পারো,
যৌথ এক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন আছে বলছিতো—
এখন স্বচক্ষে তাকে ছাখো আর বোঝো জটিলতা !

জমিলা : কিন্তু দাদু·····আচ্ছা-থাক !

www.pathagar.com

মীর : থেমে গেলে কেন ?

জমিলা : জী-না দাদু, থাক্—
বিতর্কে যাবোনা এই সিদ্ধান্ত যে নিয়েই এসেছি।

মীর : তাই নাকি ?

[খাদেমের প্রবেশ]

খাদেম : সালামালেকুম হুজুর !
নজদিগে আসতে পারি কি ?

মীর : হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন।

খাদেম : (এগিয়ে এসে)
হুজুর-কেবলার খান্দানের প্রতি,
এই-নালায়েক-অধমের তসলিম,
মুসাফিরখানা খুলে দেয়া হয়ে গেছে,
অন্দরে তশরিফ নিতে মর্জি হোক·····

মীর : শুকরিয়া খাদেম সাহেব,
আমরা আসছিখন, শুকরিয়া·····

খাদেম : জী হুজুর ! সালামালেকুম। [প্রস্থান]

মীযান : খাদেমতো চমৎকার শরীফ লোকই বটে !

মীর : হ্যাঁরে ভাই, এ রকমই হয়ে থাকে কিনা ! (হাসলেন)
জমিলা, বলোতো বোন,
খবরে কাগজে যেন দেখলাম নিখোঁজ সংবাদ,
স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে তত্ত্ব ও তালাশ নাকি নেয়া হয়েছিলো,
একক প্রদর্শনীর দিন-খন কি নির্ধারিত ছিলো ?

জমিলা : জী হ্যাঁ দাদু, প্রদর্শনী নির্ধারিত ছিলো।

www.pathagar.com

মীর : আথতার সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই ছিলো আনন্দব্যঞ্জক,
বিম্বিত চিবুকে তার খোদাই-দৃঢ়প্রতিজ্ঞা,
নক্ষত্রের মতো শান্ত বিন্দুরশ্মি স্ফুট-দুইচোখে—
তাই নয় ?

জমিলা : (চকিত) জী দাদু ?

মীর : তুমিতো ছিলে গো তার অতি প্রিয় রাঙাফুল এক,
তাইতো সহাস্যমুখে তোমাকে সে তুলে আনলো ঘরে,
প্রিয়বস্তু হস্তগত হতে না হতেই পুনরায়,
অবুঝ শিশুর মতো দু'হাত বাড়ালো কেন সেও,
অপ্রিয়ের দিকে বলো দিকি ?
সবার উদ্বিগ্ন প্রশ্নে উদাসীন প্রত্যুত্তর দিয়ে,
অনায়াসে প্রেমফাঁস বিচ্ছিন্ন করে সে,
এতটা সহজভাবে বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেললো কেন ?
অথচ একদা তুমি যে-দুঃসাহসিক বিয়ে করে
তার জন্যে সমাজে কুখ্যাত হয়েছিলে—
বাপ-মার অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে এসেছিলে তুমি,
তরুণ শিল্পীর ঘরে, তাই-না জমিলা ?

জমিলা : (অধোবদন) জী দাদু।

মীর : কী সান্ত্বনা দেবে তুমি পিতা ও মাতাকে এইবার ?
যাদের বিক্ষুব্ধ মনে তোলপাড় করছে কেবল
তোমার অনিষ্ট চিন্তা—তাই নয় বোন ?

জমিলা : দাদু !!!

মীর : ছেচল্লিশ সালে—শোনো বোন,
যখন এদের বাপ, তোমার শ্বশুর আর

www.pathagar.com

জামাতা-আমার ঘরে ফিরলেন,
একদা গভীর রাতে সারাদেহে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে—
ওদের মহল্লাটিও দাঙ্গাকারীদের হাতে পড়লো সে সময়ে,
সে রাতেই পিতৃহীন হয়ে গেলো এ দুটি বালক,
দাউদাউ করে সেই ভয়াল মুহূর্তে যে আগুন জ্বলছিলো,
আসমান থরথর কাঁপছিলো যে আর্তচীৎকারে,
নিহত পিতার লাশ নিয়ে ওরা কাল গুণছিলো—
সে মুহূর্তে এই-বুড়ো সেখানে হাজির হয়ে বোন,
এদেরকে তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছেছিলো—
অতএব প্রশংসাতো সেই আল্লাহ্‌রই
হিমানী-শীতল-মৃত্যু হতে যিনি এইভাবে ফের,
জগতের জাগৃতি ঘটান,
বীজ থেকে অঙ্কুরিত করেন উদ্ভিদ, পুনরায়
আকৃতি-প্রকৃতিসহ উদ্ভিদের ইচ্ছাশক্তিকেই
সেই বীজে পুরে বেশ রাখেন যতনে,
সুসংহত করেছেন মেধা ও মজ্জায় মানুষকেই—
শ্রবণ, দর্শন-আর মননের সক্ষমতায়,
তবে এই সভ্যতার বিকাশের জন্য চাই বোন,
একদল মানুষের সীমাহীন আত্মত্যাগ কিনা—
কিন্তু এই বন্ধ্যাযুগে কোথায় সে সন্তর দল ?
যারা আজ শক্তি দেবে অসহায় তারুণ্যকে, তাই
কেন্দ্রচ্যুত এইসব সংখ্যাহীন কচিমুখ যেন,
মজে যাচ্ছে ক্ষমাহীন অপচয়ে, অবিশ্বাসে আর,
গত হচ্ছে ভবিষ্যতে, অনিবার্য ধ্বংস-যজ্ঞতেই—
হতভাগ্য আখতারও এ যুগের গরল-অমৃত,
পান করে নীলকণ্ঠ হতে গিয়ে ধরো,
এখন বিধ্বস্ত প্রায়—বুঝলে জমিলা ?...

চলো তবে তোমাদের বিশ্রাম এখন প্রয়োজন। [সকলের প্রস্থান]

[দৃশ্যপতন]

www.pathagar.com

পঞ্চম দৃশ্য

মাযার-সংলগ্ন সুউঁচু-টিলার ওপরের মুসাফিরখানার সামনের প্রাঙ্গন। সময়—সেই-দিবস, সায়াহ্ন।

মীরসাহেব ও মীযান।

মীযান : বর্ণাঢ্য এ পরিবেশে কী আশ্চর্য আনন্দ-বিস্তার,
উপত্যকা-অধিত্যকাব্যাপী শান্ত-নিসর্গ-প্রলেপে,
ঘনমেঘলুপ্ত এই আকাশের নীচে থরেথরে,
একেকটি পর্বতশ্রেণী হিমালয় পানে উঠে গেছে—
পাহাড়ের চূড়াগুলো একটিও উলঙ্গ নয়, আর
নিবিড় সবুজ ঘন গাছে-গাছে আদিগন্ত ঢাকা।

মীর : হ্যাঁ,
যিনি এই লীলাময় সৌন্দর্যের স্রষ্টা আর দ্রষ্টা
সমস্ত প্রশংসা-তারই ভাই!

মীযান : অসংখ্য কীটের মাঝে কীট রূপে কিলবিল করে,
কেন যে আট্‌কা প'ড়ে আছি আজো নগরের মোহে?
আমাদের পিতামহ এত বড়ো তাপস, অথচ
নিজেদের জীবন কি বিপরীত খাতে প্রবাহিত;
আখতার নিজের সাথে দ্রোহ করে এসেছিলো বলে,
এইখানে আসা হোল; নইলে কি কোনোদিন আর
এইখানে আসা হতো দাদু?

www.pathagar.com

মীর : অবশ্য সন্দেহ নেই, অত্যন্ত মহৎ সাধকের
বংশের সন্তান তবু, বিস্মৃতির শিকার তোমরা,
কোলকাতার দাঙ্গায় যে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিলো,
তার জের তোমাদের পরিবারে চলেছে এখনো,
তোমরাতো পিতৃহীন, সেই হেতু জীবিত পিতার
যাবতীয় দান হতে বঞ্চিত রয়েছো দু'জনেই—
এখানকার সঙ্গে তাই আজ কোনো পরিচয় নেই।

মীযান : তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী দিকভ্রষ্ট উত্তরাধিকারী,
এখানে আসার পর অনুভব করেছি মাহাত্ম্য
বৈরাগ্যের, বৃথা এক মোহজালে বাঁধা পড়ে আছি,
তওফিক চাই, তাই নোঙরবিহীন এ জীবনে,
সংহতি পাই যেন সুসমৃদ্ধ উত্তরাধিকারে—
ঐতিহ্যকে ত্যাগ করে এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আজ !
মন বলছে, মহাতপা পিতামহ হয়তো সে জন্যেই,
আমাদের মধ্য হতে আখতারকে উপড়ে এনেছেন,
কিন্তু সে অযোগ্য বড়ো, এখানকার জন্যে বেমানান,
আধুনিক সমাজের জন্য সে অধিক যোগ্যতর—
সে গুণী, প্রতিভাবান, উপরন্তু নতুন-সংসারী—
বিনিময়ে উৎসর্গ করতে চাই নিজেকেই আমি,
আমাকে গ্রহণ করা হয় যদি এ আশ্রমে তবে,
শেষ দিন পর্যন্ত এ-খানকার সেবা করে যাবো,
পূর্বপুরুষের স্মৃতি জাগ্রত রাখার জন্যে আমি,
নিজ হাতে ঝাঁট দেবো মসজিদ ও পবিত্র দরবার,
সুদৃশ্য গেলাফ দিয়ে ঢেকে দিবো মাযার শরীফ·····

মীর : কল্পনার আতিশয্য এতো কেন, ওরে ভাই শোন্,

www.pathagar.com

তোদের মতন কিন্তু সংসার-বৈরাগী হতে উনি,
আসেন নি এখানটাতে, গহীন জঙ্গলে তাঁর ডেরা,
মস্ত এক উদ্দেশ্যেই পাতা হয়েছিলো। (একটু থেমে)
অসংখ্য খাসিয়া-জৈন্তা আর যতো পাহাড়ী মানুষ
প্রকৃতি-পূজারী ছিলো, পূজা করতো গাছ-পাথরকেও
অযাচারে, অভিচারে, ভ্রান্তবিশ্বাসসহ যারা,
আদিম জীবন যাপতো, বিবিধ টোটেম-চিহ্ন নিয়ে ;
আজ তারা সুমানুষ এই মহাপুরুষের শ্রমে,
এদের জীবনে আজ সুসভ্য বিপ্লব ঘটে গেছে,
তাছাড়া যে গীতগুলো লিখেছেন তিনি এককালে,
আধ্যাত্মিক বেদনার আনন্দকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে,
এখানকার মানুষের মুখে-মুখে সে সব ধ্বনিত—
পারোতো সংগ্রহ করে নাও এই রত্নরাজিগুলো—
পারবে কি ?

মীষান : নিশ্চয়ই, আচ্ছা দাদু !
তাহলে কি পিতামহ ইচ্ছে করে এনেছেন টেনে,
ছিটকে-বেরিয়ে-আসা আখতারের কথা বলছি আমি ?
হয়তো তার মাধ্যমেই অসমাপ্ত কাজগুলো ফের
চালু হয়ে যাবে তাঁর—তাই নয় দাদু ?

মীর : অদৃশ্য-বিষয়ে আমি বলতে কিছু পারবোনা ভাই,
তক্‌দীর-প্রসঙ্গ থাক, হতে পারে, নাও হতে পারে,
তাছাড়া উদভ্রান্ত করে বংশধরকে ঘরছাড়া-করা কি
যুক্তিযুক্ত মনে হয়রে ? যে-প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম,
জবানউল্লাহ বহুদিন যদিও আমার সহচর
তোমাদেরই পিতামহ তিরোহিত হবার পর সে

www.pathagar.com

হয়েছে আমার সাথী, তার কণ্ঠে আছে বহু গান—
অন্ততঃ সেগুলো তুমি প্রথমে সংগ্রহ করে নাও,
ওইসব গানেইতো বেপরোয়া আখতারকে আমি
সুরশাসন করে আসছি এতদিন ধরে।

মীষান : সুরশাসন ! অর্থ তার দাদু ?

মীর : অর্থাৎ কখনো আখতারের,
উচ্চকিত-তিক্ত-মনে তত্ত্বপূর্ণ গান ছুড়ে ছুড়ে,
হৃদয় ভিজিয়ে দেই, যখন জটিল জিজ্ঞাসায়,
মেজাজের ভারসাম্য টুটে হয় ক্ষত ও বিক্ষত,
গানের মাধ্যমে তাকে উত্তর শুনিয়ে দেয়া হয়,
তাতেই সে শান্তি পায়, গান সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

মীষান : অতএব ওইগুলো সংগ্রহ করাই আমাদের
প্রথম সৎকাজ, ধ্যানের এই যে ধারা তার
আমাদের পিতামহ উত্তরসুরীতো, তাঁর
পূর্বসুরী কারা তবে দাদু ?

মীর : কত শত পূর্বসুরী দিগ্বিদিক ছড়িয়ে আছেন !
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকেই ছাখোনা হে
পশ্চিমে নজরে পড়বে মহান সাধক শা-আর্‌ফিন
শতশত ফুট-উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গে তাঁর স্মৃতি,
আবার দক্ষিণ দিকে, যেখানে এ মালভূমি মিশে
বিশাল হাওর তারই উজানে সবুজ জনপদে—
প্রাচ্যের মহান ধ্যানী শাহ্‌জালাল জাগ্রত এখনো,
নাতিদূরে চেয়ে ছাখো শা-ফারাণ-আউলিয়ার ডেরা,
সুরমা-কুশিয়ারার মাঝামাঝি হাওরে তাকালে,

www.pathagar.com

শীতালংশাহের স্মৃতি ভেসে ওঠবে এখুনি নজরে,
তোদের দেখাবো কতো—পূর্বসুরী ? হাসালিরে ভাই,
আল্লাহর এ দুনিয়া কি রাখাল ছাড়াই চলে নাকি ?
(কিঞ্চিৎ থেমে) চলো, যাওয়া যাক্ !

মীযান : (দীর্ঘশ্বাস) ঠিক আছে চলুন। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যতঃ
জমিলার প্রবেশ]

জমিলা : দাদু !

মীর : (ফিরে) বোন !

জমিলা : কথা আছে দাদু।

মীর : মীযান, তাহলে এসো ভাই ! [মীযানের প্রস্থান]
মহান আল্লহ্‌র শুকরিয়া !
জমিলার আগমন কি সুন্দর সময়ে !
দুরন্ত সফর শেষে ভীড়বে যখন নাবিকের
মনোতরী, গৃহমুখে ফিরে যেতে চায় সওদাগর,
বন্দরে খালাস হচ্ছে মালামাল তার.....

জমিলা : আমি ক্ষমাপ্রার্থী দাদু !

মীর : কেন বোন ?

জমিলা : অন্যায় করেছি দাদু সেইদিন, কুতর্কে-বিতর্কে
বিরক্ত করেছি আমি মিছামিছি, তাই
আমার সে আচরণে সকলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন,
আমাকে করুন ক্ষমা দাদু !

মীর : ছিঃ-বোন,

www.pathagar.com

তুমি যে তেজস্বী আর সাহসিকা, স্পষ্টভাষী-খোর,
আখতারের উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী, আর তুমি
আলো-ঝলমল এক পৃথিবীর উদ্যান-পুষ্প যে—
কি করে আমার গূঢ়-ভাবনার বলয়ে ঢুকবে গো ?
তবে মনে রেখো বোন, তোমাদের শুভ-আগমন,
অমার স্বপক্ষে আজ শক্তিরূপে হয়েছে মিলিত,
নানা-আর-নাতিটির একাগ্র-সংগ্রাম ধরে নাও,
অপচয়, অবক্ষয়, বৈনাশিকতার প্রতিপক্ষে—
লড়তে হচ্ছে অপ্রাকৃত-ইতর-শক্তির সাথে আজ,
এসব নিগূঢ় কথা কিভাবে প্রকাশ করি বলো—
ধরে নাও এ লড়াই মাটি ও আগুনে !

জমিলা : লড়াই দাদু ?
মাটি ও আগুনে !

মীর : হ্যাঁ বোন, কী বলবো গো, সাধারণ ব্যাপার যে নয় ?
ভিন্ন এ জগত আর অত্যাশ্চর্য ভিন্নলোক এযে—
অপবিত্র অশরীরীজগতের নির্দয় শোষণ
আয়ু, মন ও আত্মায় ক্ষয়ংকর প্রেতশ্বাস ফেলে,
নাশ করছে দ্রুত তাকে, ভেতরে-ভেতরে, ঘিরে আছে
নিখিল নাস্তির মুদ্রা, আগাগোড়া অস্তিত্বকে তার,
আত্মার প্রশান্ত ফুল হতে যেন বৈনাশিক শুঁড়ে,
টানছে মধু অগ্নিশ্বাসে, অদৃশ্য-অলীক-শোষকেরা,
তাতে সে অস্থির এক উল্কাপিণ্ড, বিকল, উন্মাদ,
স্মৃতিভ্রষ্ট। বিব্রত সে বহুদিন ধরে একভাবে—
এ যুগের অভিশপ্ত অসুর-অমিলে-গরমিলে,
বোঝেনি কি তার মূল-ব্যাধি এতদিন, ফায়দাহীন,

www.pathagar.com

চিন্ময় আরোগ্য খুঁজে ফিরছে সে ভুল স্বপ্ন মাঝে—
মহাজাগতিক প্রশ্নে এবার সে আন্দোলিত হবে,
পড়েছে গভীরতম ভিন্ন-গিরিখাতে, অসহায় !
আর তার সংকটের এইরূপ আরো ভয়ানক,
মানব-পুত্রের সাথে অসুরের দ্বন্দ্ব ও রণের
রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ যেন হয়ে গেছে বুকখানি তার,
এই রিপু-ব্যূহ তাই অচিরেই ছিঁড়ে ফেলতে হবে,
টানতে হবে বিপরীতে শুনিয়ে শ্রবণপথে তার,
জীবন-সঙ্গীত-ধ্বনি, এভাবেই হানতে হবে আজ,
আত্মায় বিদ্যুৎকণা সহসাই চির জাগৃতির—
যেন তার আর্তনাদ তারই শ্রুতিপথে ফিরে এসে,
সমস্ত আবেগ নিয়ে তুলতে পারে মহাঅভিঘাত,
নাড়া দিয়ে সম্মোহিত আচ্ছন্ন সত্তাকে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে,
তা-না হলে এ নাটক আগামী প্রভাতে হয়তো-বা,
চিরন্তন বিয়োগাঙ্ক হতে পারে মর্মান্তিকভাবে !
মস্ত এক তাৎপর্য রয়েছে এ সমস্যায় যেন—
মস্ত এক পরীক্ষায় হতে হবে যার সমাধান,
সত্য ও মিথ্যার রূপ উন্মোচিত হবে সংঘাতে !

জমিলা : আবার আমার কাছে মনে হচ্ছে দুর্বোধ্য এসব,
যেন এক শতাব্দীর ব্যবধান দৃষ্টিভঙ্গিতেই—
মাপ চাই দাদু আমি, দাবী করি বিশদ মীমাংসা ?

মীর : বেশ বেশ, চমৎকার বোন,
তুমি তার চিকিৎসার কথা বলেছিলেতো, আমি বলি,
তুমি নিজে হয়ে যাও উপযুক্ত চিকিৎসক তার—
মায়ের হৃদয় আর সঙ্গিনীর ভালোবাসা নিয়ে,

www.pathagar.com

এসো তার কাছাকাছি, দাঁড়াও সামনে মুখোমুখি !
ওইখানে তোমাদের মোকাবেলা হোক আজ রাতে—
কুলকুল-স্বর উঠবে পাহাড়-গলানো ঝর্ণায়
সঙ্গীতের মতো, আর তুমি তার পাশেই দাঁড়াবে !
এইরূপ মুখোমুখি সংঘটনে, প্রকৃতির স্বর
খুলে যাবে—অবিশ্বাস্য, নারী ও নিসর্গ সখিভাবে,
তুলবে শাশ্বত ধ্বনি দুইজন দু'পাশে দাঁড়িয়ে !
পঞ্চভূত ছুড়ে দেবে শ্লেষবাক্য, বিভিন্ন-কথন,
যুবকের প্রলাপোক্তি মাঝে, তুমি পাশেই দাঁড়াবে !
ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি ফুটে ওঠবে জরুরী কথার,
সহসা যখন ঝড় বইবে এক, প্রচণ্ড গর্জন,
স্পন্দিত-ধ্বনিত আর স্বনিত-রণিত করে বন,
উপত্যকা, অধিত্যকা, মনঃস্তত্ত্ব, বনজ-ভূবন—
ধনাত্মক-বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে সে সময়ে,
মুক্তির দুর্লভ বাণী মর্মতল বিদ্ধ করবে এসে !

জমিলা : (স্বগত) কী আশ্চর্য সম্মোহন-জাল,
আমার চৈনন্যময় বিছিয়ে দিচ্ছেন অনায়াসে,
দাদু, দাদু ?
—বৃদ্ধ কি উন্মাদ না কি গুণী ?

মীর : এই শান্ত বৃক্ষটিও ফর্‌ফরিয়ে ধ্বনি তুলবে আজ,
নাচাবে পল্লব শাখা, উদ্ভিদের উন্মোচিত মুখ,
অবিশ্বাস্য ভূমিকায় নিসর্গকে তোমাদের চোখে,
মেলে ধরবে ? চরাচরে নিষ্‌ক্রিয় জীবন জুড়ে আজ,
অলৌকিক রঙ্গমঞ্চ খুলে যাবে সহসা যখন,
বিস্ময়ে বিমূঢ় হবে স্বাভাবিক সংজ্ঞা তোমাদের,

www.pathagar.com

কেননা হরণ করে নেয়া হবে চেতনাচেতন-
মনোবলকে, ঘুরাফিরা করবে ছু'য়ে অবচেতনের
গুহা মাঝে, নিজহাতেই ভাঙা-গড়া করবে নিয়তিকে—
বিশেষ ডাইমেনশনে চলে যাবে সত্তা তোমাদের।

জমিলা : স্বীকার বা অস্বীকার অর্থহীন, আমি
কেমন অবাক হচ্ছি, বদলে যাচ্ছি, বদলে যাচ্ছি আর,
অভিভূত হয়ে যাচ্ছি, এমনকি আত্মহারা—
দাদু, দাদু·····[সহসা গোড়ালিতে চেপে বসে
ছু'হাতে মুখ ঢাকে]

মীর : ওঠো মেয়ে। (জমিলা উঠে দাঁড়ালো) তোমার স্বামীর মর্মতলে,
রাত্রি-শ্বাস অন্ধকারে খেলা করছে বহুদিন-মাস,
তোমাকেই আনতে হবে সে আঁধারে প্রসন্ন-প্রভাত—
একাকী দাঁড়াতে হবে আজ রাতে মুখোমুখি তার—
আত্মার ওঙ্কার-শক্তি তোমাদের সত্তার ওপর
ফেলা হবে, ফিরে পাবে স্বামীকে তোমার যদি আজ,
প্রচণ্ড আঘাত হেনে তার মাঝে শাশ্বত সম্বিত
পুনরায় আনতে পারো। ভাঙতে পারো আগাছাপ্রতিম,
যোগাযোগ-অশরীরী। ক্ষমাহীন জরা-মৃত্যু-ভয়,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নির্বেদের প্রতিপক্ষে তুমিও এবার
দাঁড়াও স্বামীর পাশে, সৎসাহসে লড়ে যাও আর
[জমিলা পুনরায় বসে পড়ে মুখ ঢাকলো]
আমাকে তোমার সাথে সারাক্ষণ পাবে, ভয় নেই, আহা,
ওঠো দিকি, ওঠো বোন, দাঁড়াও-দাঁড়াও, চলো-চলো!

[সম্মোহিত জমিলার বৃদ্ধের অনুগমনে প্রস্থান। উন্মুক্ত মঞ্চে আঁধার ঘনিয়ে আসে। নেপথ্যে মাগরিবের আযান শোনা যায়।]

[দৃশ্যপতন]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাযারের পার্শ্ববর্তী খোলা চত্তর। গেলাফ-ঢাকা, চাঁদোয়া-টাঙ্গানো-কবরগার চারপাশের দেয়ালে সারি-সারি মোমবাতি দমকা বাতাসে নিবু-নিবু হয়ে জ্বলছে। বিশাল হরিতকি বৃক্ষ, পাশেই শাখা-পল্লব বিস্তার করে রেখেছে নাতিউঁচু ভিটে থেকে উঠোন পর্যন্ত। এই দৃশ্যে চারজন প্রতীকী সত্তার অনুপ্রবেশ নিম্নরূপ :—একজন বালিকা—একটি বৃক্ষশাখাসহ। অপর একজন বালিকা—একটি নদী-চিত্রসহ। একজন বালক—একটি পর্বত-চিত্রসহ এবং পাগড়ী-আলখাল্লা ইত্যাদি সহ মাযারের সমাহিত পূণ্যাত্মা। সময় : সেই রাত্রির দ্বিতীয়-তৃতীয় যাম। মাযারের পাশেই আখতার।

আখতার : (মাযারের উদ্দেশ্যে)
ধূসর রঙের এই মেঘে-মেঘে ধূসর মৃত্যুর
হিমানী-শীতল মুখ উঁকি দিচ্ছে বিবর্ণ আকাশে,
পিতামহ ! পিতামহ ! ওগো আমি দৌহিত্র আপনার,
প্রবীণ গ্লানির মতো যেন আজ ক্ষয়িষ্ণু-করুণ,
মুছে যাচ্ছি পৃথিবীর লণ্ডভণ্ড মানচিত্র হতে—
নৈরাশ্যের বিহ্বলতা কংক্রীটের মতো জমে উঠে
পুঞ্জিত রঞ্জিত হচ্ছে মেঘে-মেঘে মসীলিপ্ততায়,
অনেক অশ্রুর বাষ্প ঘনীভূত হয়ে এ আকাশে

www.pathagar.com

খেলা করছে নিষ্করুণ কিমাকার খিন্ন অবয়বে,
বহুযুগ পার হয়ে মানুষের মৃত্যুর মিছিল
যেখানে থেমেছে আমি দাঁড়িয়েছি তারই পুরোভাগে,
আমার খণ্ডিত দেহ হতে ক্ষীণ অপচ্ছায়াটিকে
ক্ষুদে ক্ষুদে মৃত্যুকণা তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে গোরে—
মৃত্যুময় অভিসারে অন্তরাত্মা হয়েছে বিহ্বল—
অশরীরী ফিসফিসানী পুনরায় উপত্যকা জুড়ে
শুনতে পাচ্ছি উদ্ভিদের বুলিকীর্ণ বিষন্ন সময়ে,
কোমল মোমেরা সব নিভে যাচ্ছে ঝড়ের দমকায়,
আকাশে যে ব্যাকুলতা মেঘের মণ্ডলে তার সাথে
বন-মোরগের রব বেজে যাচ্ছে সাইরেনের মতো,
জলদগম্ভীর ধ্বনি ঈশানের অন্ধকার হতে
ধেয়ে আসছে এ আকাশে ধীর ও মন্থর উদ্বেলিত,
প্রলয় কি অত্যাসন্ন ? মেঘের ব্যঞ্জনা হতে শুনি
শংকার তুমুল ডংকা, গর্জমান সমুদ্র-মেখলা
ফেটে গিয়ে নাঙা করছে দক্ষিণ-দিগন্ত আস্ফালনে,
উষার দিগন্ত হতে নেমে আসছে যতিহীন রাত,
ঝড়ো হাওয়া সাথে-সাথে হিম করে ফেলছে চারিধার,
বনজ বৃক্ষেরা যেন সীমাহীন তুহিন পরশে
ঝরাফুল-পল্লবের নির্জিত নিকুঞ্জ-মাঝে ত্রাসে
কেঁপে উঠছে, কারা যেন কথা বলছে, ছায়া দুলছে ওই,
পিতামহ, পিতামহ, আসছে কারা ওই ?

[মীরসাহেব ও জমিলার প্রবেশ]

(সন্ত্রস্থ) মানুষ না অমানুষ !
কে, কে-তোমরা-সব ?

www.pathagar.com

মীর : আমরা মানুষ !

আখতার : শরীরী না অশরীরী, জীবিত না মৃত,
প্রেতাত্মা নওতো ?

মীর : শরীরী মানুষ কিংবা জীবিত মানুষ কিংবা মৃত্যুর আগের
মানুষ আমরা, প্রেত নই ।

আখতার : খাদেম জাতীয় কেউ, নাকি মুসাফির ?

মীর : মুসাফির ।

আখতার : আমিও তো মুসাফির, যদিও জেনেছি এ মাযার
আমার দাদার যিনি···দেখি-দেখি (বৃদ্ধের চোখ খুঁটিয়ে দেখে)
হ্যাঁ ঠিক আছে !

মীর : কি দেখলে ভাই ?

আখতার : দেখলাম দাজ্জাল ওই চোখে ।

মীর : বেশ, বেশ, আচ্ছা হে যুবক, তুমি কে হে ?

আখতার : আমি এক উপগ্রহ, মহাশূন্যে বিচরণশীল,
পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছি নাতো,
শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবো ।

মীর : তোমার কি নাম ?

আখতার : নাম ?—মানবাত্মা ।

মীর : তোমার পিতার নাম ?

আখতার : পিতার নাম ?—হ্যাঁ, বিধাতা-মহান ।

মীর : নিবাস ?

www.pathagar.com

আখতার : নিবাস ? ওহো, নিবাস—জাহান্নাম !
ওঃ কি তেজ লোকটার ঘোলাটে নজরে,
চাইতেও পারছিনে আমি, বলি—তুমি কে হে ?

মীর : আমি যে তোমার খুবই আপন আখতার,
চোখ-দুটি একান্তই পরিচিত ভাই !

আখতার : না, না, ভীষণ দুচোখ বুড়োটার,
ফেরেশতা নয়তো সেই শয়তানটাই !
ওঃ ভয়ানক, আঃ আঃ—

[পলায়ন]

মীর : (জমিলাকে) বিকলদশার এই পর্যায়ে পৌঁছেছে আখতার—
সুদৃঢ় হয়েছে তার মনোবিপ্লবের পটভূমি,
এখন তোমার আর-তার মোকাবেলা এই রাতে—
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দারুণ মারণখেলাতেই,
তোমাকে বিজয়ী হয়ে ধরে নিয়ে যেতে হবে তাকে—
অবশ্য সে ফিরে যাবে, অন্তরে বিশ্বাস রাখো দৃঢ়,
এ যুবক ফিরে গেলে জগতের যে কল্যাণ হবে,
তাতেইতো সিদ্ধ হবে আমারও এ জীবন ব্যাপী
কৃচ্ছ্রতাসাধন বোন, ধরে নাও তাই আখতারের
মুক্তিদান অবশ্যই দায় এই বৃদ্ধেরও বটে।

জমিলা : এখন প্রস্তুত আমি দাদু !

মীর : বেশ,
থাকো তুমি এখানেই কিছুক্ষণ অবস্থান গেড়ে,
এখনি সে আসবে ফিরে পুনরায় সান্নিধ্যে তোমার,
দমকা বাতাস-ঝড় ইত্যাদিতে শঙ্কিত হয়োনা,

www.pathagar.com

প্রকৃতির সব কাজই তোমার স্বপক্ষে ঘটে যাবে,
আসি বোন, আছি আমি কাছেই তোমার।

[প্রস্থান]

জমিলা : ওঃ!
আমাকে চিনেছে তাও মনে হলো নাতো,
হরিণ-শিশুর মতো বাণবিদ্ধ দেখাচ্ছে কেমন
বেচারাকে, বেপরোয়া-অসহায়, আহা রে যুবক,
এতোই বিশীর্ণকায়া কুচেহারা হয়েছে যে আজ
ছিলেনা বলিষ্ঠতনু-সুপুরুষ, মাত্র-সেইদিন ?

[ঝরঝর করে বৃক্ষশাখা দুলিয়ে হরিতকির প্রবেশ]

হরিতকি : হরিতকির এ পুঞ্জে
ঝড় এসো নাগো,
শালিকেরা এ কুঞ্জে
ঘুমিয়েছে যে গো,
আকাশের মেঘপুঞ্জ
রাখো শুনে রাখো !

জমিলা : তুমি কে গো ?

হরিতকি : আমি ওই হরিতকি গাছ,
মহাত্মার হাতেই লাগানো,
দখিনা হাওয়ায় করি নাচ্,
মাযারের পাশেই দাঁড়ানো !

জমিলা : হরিতকি গাছ ?

হরিতকি : হ্যাঁগো সই গো-সই,

www.pathagar.com

আমি ওই বৃক্ষের আত্মা,
গাছের স্বরূপ-মূল-গাছ,
ওই ছাখো কলকল আসে থৈ-থৈ
সুরমা নদীর মূলসত্তা,
আমরা তোমার সখি-বৈ
কুটিল সতীন কেউ নই !

[একটি সুন্দর নদীচিত্র বুকে এঁটে কলকলরবে
সুরমার প্রবেশ]

সুরমা : দেখছি আপন জলে আকাশের মুখ,
অতি কাছে শুনছিতো ঘনঘন-বোল,
সহসা উপত্যকা জুড়ে ভুলচুক—
ঘনায় নিম্নচাপে অসুখ-বিসুখ !

[বুকে-পিঠে আঁটা পর্বতচিত্রসহ শিস্ দিতে দিতে
মেঘালয়ের প্রবেশ]

মেঘালয় : টা-টা-টা,
টিক-টিক-টিক,
আমরা তিনজন ভূতাত্ত্বিক !

সুরমা : হা-হা-হা
ফিক-ফিক-ফিক,
আমরা হাসছি খুব স্বাভাবিক !

হরিতকি : না-না-না,
ধিক-ধিক-ধিক,
সখির দারুণ ব্যথা সাংঘাতিক।

www.pathagar.com

মেঘালয় : বলতে পারো, কিসের-দুঃখ,
নেইকি প্রতিকার ?
মেঘালয়ের সজল-দরদ
বইছে শতধার,
কাজল-মেঘের স্পর্শধন্য
আমরা-সব-পাহাড়,
চেরাপুঞ্জি হতে ছুটে
আসছি বারে-বার !

হরিতকি : বলতে আমি পারবো না গো
যদিও আছে জানা,
বলতে আছে মানা,
সখির সজল চোখ-দু'টি যে কেমন, টানা-টানা !

মেঘালয় : ওগো সবুজ হরিতকি,
ওগো সুরমা-ধারা,
বলি মেঘালয়ের-কুশন-পরম্পরা,
এসো সবাই, সখির জন্যে
হইগো আত্মহারা !

জমিলা : কে তুমি ইঁচড়েপাকা
মোহন বালক ?

মেঘালয় : আমি তোমার পায়ের তলে,
চোখের কোণে,
আকাশ চন্দ্রাতপে,
দাঁড়িয়ে আছি স্তব্ধ-শানে
মস্ত মেঘালয়,

www.pathagar.com

মানবপুঞ্জি বুকে-পিঠে
কমলাবনের ঝাড়ে,
ঝর্ণা-ঝিলের পাড়ে,
কোলে নিয়ে বসে আছি
মুগ্ধ মেঘালয়।

জমিলা : মেঘালয় !?

হরিতকি : মেঘের আলয় বটেইতো
স্তব্ধ ও গম্ভীর,
কাজল মেঘের-সারি নিয়ে
শান্ত ও সুস্থির,
কহ সখা, কহ,
এই যে সখির ক্ষুব্ধ স্বামীর
মহান পিতামহ,
এই সে সমাধির,
কোন সমাজে গণ্য ?

মেঘালয় : শাহ্ আরেফিনসহ
শাহ্ জালাল ও শাহ্ ফারানের
মাঝেই তিনি গণ্য,
আমার বদন যাঁদের পদ-ধূলিকণার জন্য
ধন্য আজ সে ধন্য !

জমিলা : ভৌতিক জনতা-ওগো, থামো, থামো বলি,
করোনা আমাকে শ্বাসরুদ্ধ !

[সহসা পুণ্যাত্মার আবির্ভাব]

পুণ্যাত্মা : ভয় নেই, নেই সংশয়—

www.pathagar.com

এরা নয় কুহকিনী, হও নির্ভয় !
শান দাও আপন শক্তিকে,
খুঁজে নাও শাশ্বত মুক্তিকে ।

জমিলা : আমার বক্ষে, আমার চক্ষে,
কাঁপন লাগছে যে,
হৃদয় আমার ভাসছে এখন
ভয়াতুর বাতাসে,
পাহাড়ের বুকে, পাহাড়ের মতো,
উঠে আসে কারা যে,
হৃদয়ের মাঝে হৃদয় জাগে না
বিপন্ন তরাসে ।

পুণ্যাত্মা : (বালক-বালিকাদের প্রতি) বাছারা আমার,
নিভে যাওয়া মোমগুলো জ্বালো ফের দেখি,
আলোকিত হয়ে যাক আঙিনা আমার ।

[নির্দেশ পালন ও অনেকক্ষণ এই কর্মেই ব্যাপৃত]

জমিলা : ওঃ-কি হাড়-ঠকঠকে-হিম,
আমাকে থিতিয়ে দিতে চায় আপনার
হিমানী-শীতলসত্তা,
কে আপনি জনাব ?

পুণ্যাত্মা : আমি ?
—পিতামহ-তিরোহিত তোমার স্বামীর,
রোজ-হাশরের পথে রয়েছি নির্বাক পরলোকে,
যখন আদিষ্ট হই, কথা কই মৃত্যুলোক হতে,
মৃত্যুর তুহিনস্পর্শে জীবন্ত সত্তায় তোমাদের

www.pathagar.com

হিমবাহ প্রবাহিত হয় সে-সময়ে, ভয় নেই,
মনে রেখো, বিশ্বাসের মাঝে আছে অনন্ত-অপার
আত্মশক্তি, আজ হতে খুলে দাও সে রুদ্ধ শক্তিকে
বিশ্বময় রয়েছেন মহাকাল স্বপক্ষে তোমার
মহাশ্রোতা, প্রার্থনায় পড়ো তাঁর অমল উক্তিকে।

জমিলা : জানিনা ওসবকিছু—শিখিনি, কেমন করে তবে,
অমল উক্তির এই প্রার্থনায় মুক্তিলাভ হবে ?
জগতের তাপদাতারূপে শুধু সূর্যকেই জানি,
তাকেই প্রবল দেখে মহাকিছু মানি।

পুণ্যাত্মা : তবে তো রয়েছো তুমি চেতনার শৈশব-দশায়
তোমার জবাব শুনে ক্রুদ্ধ নই, বিস্মিত হয়েছি।

[নিষ্ক্রমণ]

[হরিতকি, সুরমা ও মেঘালয় ত্বরিৎ জমিলার
চারপাশে নিজেদের বাহুবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে গেল]

সুরমা : মনে করো এক-ঝাঁক হংসসারি,
ঝলসিত বিদ্যুতে ভেসে যায় দূরে,
সাঁঝের আকাশে সাদা-পাখা সঞ্চারি
কে পারো ওদের সাথে যেতে উড়ে-উড়ে ?

হরিতকি : দীর্ঘপাখা মেলে দিয়ে
কোথায় ভেসে যাবে ওরা
শুভ্র পাখির দল ?
অভ্রনীলে পাখা মেলে
কোন বা দেশে যাবে ওরা
শংখ-পাখির দল ?

www.pathagar.com

মেঘালয় : মনে ভাবো ওরা সব মেঘালয়গামী,
ওদের কোমল বুকে এতটুকু প্রাণ,
ধুকপুক করে তবু মহাগতিবান,
অনায়াসে হতে পারে দিগ্বলয়গামী,
এদেরে স্বয়ম্ভূ ভাবা স্রেফ হঠকামী,
পরম সত্তাকে করা হবে অপমান,
সৃষ্টিকেই স্রষ্টা বলা বড়ো বেমানান—
কি করে স্রষ্টা হোন অস্তাচলগামী ?

জমিলা : ওঃ !
উপদেশ দেয়া হচ্ছে সুকৌশলে ?
দেখি-তোমরা সরে যাও, সরে যাও দেখি,
সুক্ষ্ম ও মসৃণ এই উপদ্রব কেন ?
যাও সরে যাও !

[বালক-বালিকারা তৎক্ষণাৎ সরে গিরে পুনরায়
মাযারের বাতি জ্বালানোর কাজে লেগে যায়]

জমিলা : (করুণ আত্মমগ্নতায়)
সূর্য আমার মহাজীবন-বন্ধু,
কোথা তুমি আলোর মশাল হাতে ?
মহান-দীপ্তি, সাক্ষী হওগো বন্ধু,
জীবন-সাথী এখন নাগালেতে,
আমার প্রেম, জয়ী হোক গো বন্ধু,
তোমার আলোর প্রিয় ইশারাতে,
ধূলোমলিন জনপদের বন্ধু,
ফেরাও এবার সফল আঙিনাতে,
তেপান্তর কি পাড়ায়ে যাবো বন্ধু ?

www.pathagar.com

সাথী নিয়ে দীঘল-মেঠোপথে,
উজল রোদ সহাস-মুখে বন্ধু,
আনন্দিত তোমার জয়-রথে,
জীবন-সাথী হাসবে কি গো বন্ধু ?
যখন আলো হাসবে সুপ্রভাতে,
মহান সূর্য, তপ্ত প্রাণের বন্ধু,
বাঁচাও এদের তুহিন ব্যূহ হতে ।

[আখতারের পুনঃপ্রবেশ : অপূর্ব আত্মমগ্নতায় ইতস্ততঃ বিচরণশীল অবস্থায় কবরে-টাঙানো বিজ্ঞপ্তির ফলক ইত্যাদি পড়ে কিছুক্ষণ নির্বাক সময় কাটায়]

আখতার : (স্বগত) কতকাল ফিরবো আর, অসহায়, মৌন-উদাসীন ?
কিসের সন্ধান করি নিশি-দিন, কোন মায়ামৃগ,
ভোলায় আমার পথ নিভৃতের অচলায়তনে ?
ভাসে যেন কারো মুখ বিশাল নয়ন-প্রাণঢালা,
এই মৃগতৃষ্ণা আর ছুটাছুটি, কিন্তু বিপরীতে
আমাকে তবুও টানে, হাতছানি দিয়ে বারবার,
অদৃশ্যের মাঝ হতে দৃশ্যময় ভুবনের মাঝে
হতাশ জননী কিংবা জীবনসঙ্গিনী ফেলে আসা !

হরিতকিদের কোরাস : (আখতারকে ঘিরে)
বিদ্যুৎসম রূপ
কে-সে এলোরে ?
শিহরি-শিহরি দিন
কোথা গ্যালোরে ?
এলোকেশী এলো আর

www.pathagar.com

রাত হোলরে,
কালোখোঁপা মেলে দিয়ে
সেও এলোরে,
নাকে নথ, কানে ফুল—
হাসি পেলোরে !

আখতার : (চমৎকৃত) আশ্চর্য এ বাক্যালাপ-সুখদবচন তোমাদের,
আমার শ্রবণে খোলে প্রকৃতির অসীম ইঙ্গিত,
আজ আমি সিদ্ধকাম, স্থান-কাল-পাত্র ভেদ করে
জেনেছি বস্তুর মর্ম, ফিরে যেতে পারি যেন তাই,
বনজভুবন হতে পুনরায় নিজের ভুবনে—
নামগোত্রহীন ক্লান্ত জনপদে গুণতে পারি গিয়ে
কয়টি জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে অসময়ে,
বন্দরে ভিড়েছে আজো কয়টি মাস্তুল ?

হরিতকিদের কোরাস : (উল্লাসে) ফিরে যাবে, ফিরে যাবে,
রাজার ছেলে,
নিয়ে যাবে প্রেয়সী ও
স্বজন মিলে,
খোঁপা খুলে, ম্লান চুলে,
কে যেন কাঁদে,
কলঙ্কেরই মতো কালি,
লেগেছে চাঁদে !

আখতার : তীক্ষ্ণ ও মিহিন সুরে আশ্চর্য তোমরা-কারা-সব,
কথা কও ? ঝর্ঝরিয়ে পত্র-শাখা হেলিয়ে-দুলিয়ে,
হরিতকি-বৃক্ষশাখা ফর্ফরিয়ে নাচিয়ে-নাচিয়ে,

www.pathagar.com

আভাসে-ইঙ্গিতে মেলে নিয়তির রহস্য-জটিল—
কে তোমরা বলো ?

মেঘালয় : আমাদের নামধাম পরিচয় নাই,
আমরা এমনিতেই বাজাই শানাই,
পৃথিবী যখন কাঁপে শংকা ও ত্রাসে,
পাহাড়েরা ভয়ে কাঁপি পাহাড়ের ঠাঁই।

আখতার : জনশূন্যতার এই অস্বচ্ছ-নিশীথ শিহরিত,
আসন্ন ঝড়ের স্বরে ঝরঝর পত্রালি-সঙ্গতে
প্রদোষ ঘনিয়ে আসছে আপামর সকল আত্মায়,
তোমাদের এই বুলি বন্ধ করো তাহলে এখন—
প্রিয়নারীকণ্ঠে যেন মর্মরিত হচ্ছে এই বন,
পাঁজরে ব্যঞ্জনা তুলে আসছে অতীত পুনরায়,
নম্রমুখ, ভাসা-চোখ, পরিপাটি-দীর্ঘ-এলোচুল
বিদ্যুৎ-ফলাররূপে মগজের কোষে বিদ্ধ হওয়া,
সকরুণ সুরে-সুরে সঙ্গীতের সিক্ত ক্রেংকারে—
আমাকে বিমূঢ় করে ফেলেছে তার পরিচিত স্বর……

[ওরা জমিলাকে আখতারের মুখোমুখি
দাঁড় করিয়ে দিলো]

এ্যকে, কে তুমি ?

জমিলা : তোমারই-জমিলা-আমি
তোমারই-জমিলা, আখতার !
বহুদূর ঢুঁরে আজ এসেছি তোমার বিলোড়িত,
পরাজয়ে-পলায়নে, চূড়ান্ত জবাব দেবো বলে……

www.pathagar.com

আখতার : জমিলা ! জমিলা ! কি বললে ?
পরাজয়ে-পলায়নে, চূড়ান্ত জবাব দেবে তুমি ?
আমার গৃহিণী তুমি, আমাকে জবাব দেবে তুমি ?

জমিলা : (উজ্জ্বল) হ্যাঁ হ্যাঁ,
চিনতে পারলে তবে, বাপ্‌স্ !

[বালক-বালিকারা পুনরায় বাতি জ্বালানোয় ব্যাপৃত হয়]

আখতার : চিনতে পারবো না মানে ? খুশি-আমি, বেশ-খুশি-আমি,
তোমাকেই চাই আমি এসময়ে, তাই বিধাতাকে
ধন্যবাদ, আহ্‌—জমিলা, জমিলা, বাহ্‌-বাহ্‌ !

[আলিঙ্গনের জন্য এগিয়ে যেতেই জমিলা পিছিয়ে যায়]

জমিলা : সকলের আশীর্বাদ সংগে নিয়ে এসেছি গো আমি,
তোমাকে ফিরিয়ে নিতে, এসো ফিরে এসো আখতার !

আখতার : ফিরে যাবো ? কোথা যাবো ? কেন যাবো আমি ?
দারুণ-কপট-অভিনয়ে আমি ফিরে যাবো ফের ?
অসম্ভব, অসম্ভব, বলোনা এসব বাজে কথা,
ওই ছাখো এই দরগাহ, তিরোহিত আমার দাদুর,
এখানে সানন্দচিত্ত-মুসাফির, থাকবো চিরকাল,
রয়েছে নঙ্গরখানা খাওয়া-দাওয়া চলবে অনায়াসে—
ওপাশের কুঞ্জটিতে তুমি আমি থৈয়ামের মতো,
সুরা ও কবিতাগ্রন্থ হাতে নিয়ে কাটাবো সুদিন,
একাকী নির্জনকুঞ্জে মরণ-তাড়িত হয়ে আমি
কেমন হাঁপিয়ে গেছি, তোমার সান্নিধ্য চাই ওগো,
(জমিলাকে স্পর্শ) তোমার পুষ্পিত তনু, অনাঘ্রাতা, যেন ম্লান ফুল,
পাঁপড়ি মেলে পুনরায় ভোলাও আমাকে সুলোচনা,

www.pathagar.com

ভরে দাও আনন্দের আবেশে পার্থিব-ক্ষণকাল,
কস্তুরি-দেহের এত স্বাদে-গন্ধে মনলোভা তুমি,
সানন্দ-মদির-ঠোঁটে, তুংগবুকে, লাবণ্য-বিলাসে,
তাবৎ জীবৎকাল পার হবো উল্লাসে-আবেগে,
ঘোর-কামে বিলোড়িত দেহতীর্থে মজে যাবো আমি,
এসো-এসো, যাদুকরী-মনোহরা-কামিনী আমার,
নগ্নশিখা জ্বেলে দাও, বিজয়িনী সুন্দরীর মতো,
এসো এই রাত্রিকেই অভিসারে জয় করি আজ·····

[আলিংগনে উদ্যত হতেই পুনরায় জমিলা পিছিয়ে যায়]

জমিলা : অবশ্যই এই দেহ তোমার জীবন-সঙ্গিনীর
স্পর্শ করবে এইসব সুরক্ষিত সিন্ধুকের মতো
প্রাণের কুশনটিতে অভিষিক্ত আছে ওই মুখ,
তার আগে ফিরে যাই—এসো আখতার !

আখতার : (গভীর হতাশায়)
তাহলে বিদায় হও, কেন তুমি এসেছো এখানে ?
জীবন-মৃত্যুর তীরে নেই আর কোনো সমাধান,
কী-যে এক পিপাসায় তড়পাচ্ছি, কেন মজ্জমান
সাধের জীবন-নৌকো, বোঝেনাতো কেউ, যার-যার
আকাংক্ষায় ভিন্ন সাধ, ভিন্ন বোধ নিয়ে ব্যস্ত সব—
আত্মতায় মুক্তি খুঁজে আত্মমিথুনেই ক্ষীয়মান,
অথচ পাড়াতে হবে গণ্ডিখানি আগামী মৃত্যুর,
সীমাহীন শূন্যলোকে তমসার শিহরণ ছিঁড়ে
ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে বিরুদ্ধ বিশাল অজানায়·····

জমিলা : হয়তো সে অজানায় আমাদের প্রথম চুম্বন,

www.pathagar.com

স্বপ্ন হয়ে জেগে ওঠবে, বিচ্ছেদ ও প্রস্থানের মাঝে,
প্রফুল্ল উষার মতো আমাদের পরস্পর-প্রেম,
মুক্তি পাবে পুনরায় দুইটি ঠোঁটের মৃদু গানে,
যে সত্য প্রেমের মাঝে আছে তার সুর-সম্মিলনে
অজস্র ফুলের শব্দে মৃত্যুময় তিমির-হননে—
মুক্তির জগৎ এক আসবে হয়তো বিনম্র-মধুর,
মৃত্যু কি শুধুই ভয়?—স্বপ্ন নয় নতুন জন্মের?

হরিতকিদের কোরাস : [হরিতকিগণ দুজনের পাশে এসে দাঁড়ালো]
মৃত্যুর ওপারে নয় কেবলই শোক—নয়,
নিরানন্দ, ক্ষুব্ধ-পরলোক—
বিপুল আশংকা আর
পুঞ্জ-পুঞ্জ তমসার লীলা,
মৃত্যু শুধু নয় সেই-খেলা ! [সরে দাঁড়ালো]

আখতার : এদের এসব তথ্য চমৎকার গূঢ় সংবাদ,
উৎসুক শ্রবণে কারে নিয়তির রহস্য মোচন,
এবং এসব বুলি প্রকৃতির প্রতিধ্বনি যেন,
সাক্ষাৎ পেয়েছি যত তিরোহিত পুরুষের আমি,
তাদের উক্তির চেয়ে বহুতর স্পষ্টোক্তি এ সব,
যদিও অভয়হীন এই রাত্রি জটিল, ভৌতিক,
কিন্তু আমি দ্বিধাহীন শোনো তবে, শোনো ওগো নারী,
আমার প্রস্তাবখানি—আমি যা সন্ধান করে ফিরি,
প্রসিদ্ধ নায়ক কিংবা পুজ্যপাদ কোনো মহাগুণী,
দেন নি সন্ধান তার, অতীতের ফলিত দর্শনে,
কেউ তা পাবে না খুঁজে—আমার অভীষ্ট লক্ষ্য পানে
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন হয় হবে,

www.pathagar.com

শুধু চাই পাশে থাকো, গরবিনী-কামিনী-আমার—
নতুবা ফেরত যাও, যাও ওগো পালাও-পালাও !

জমিলা : ফিরে যেতে আসেনিতো জমিলা-তোমার, না-না,
বরং কামিনী হবো, পলাতক নাগরের সাথে,
কামের নোঙরখানি পুঁতে রাখবো প্রয়োজনে এই
নাভীমূলে, শূন্য হাতে ফিরে তবু যাবোনা, যাবোনা,
না, না !

আখতার : গতরে নাজুক কিন্তু অন্তরে সজাগ শংখিনী,
(সহাস্য) তাহলে এগিয়ে আসো, ধরা দাও, আলিঙ্গন করো,
(অগ্রসর) গোলাপী ঠোঁটের গন্ধে, একটি বার শুধু একটি বার……

জমিলা : (পিছিয়ে যেতে যেতে)
এসো না, এসো না আখতার, দাঁড়াও-দাঁড়াও,
আমার অন্তর ফুঁড়ে প্রার্থনার প্রেরণা এসেছে,
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, দূরে থাকো। [আখতার থমকে দাঁড়ায়]

জমিলা : (প্রার্থনার সুরে) জননী আমার বসুন্ধরা মাগো,
এই কালরাতে, বরাভয়ে তুমি জাগো,
আমাদের সব সন্তাপ দূরে নিয়ে,
কচি কিশলয়ে পবনের দোলা দিয়ে
ঋতুমতী-মাগো, হিংসাকে তুমি নাশো—
প্রভাতের রোদে উজ্জ্বল হয়ে হাসো !
মরণ-দোলায় হৃদয় আমার নাচে,
এসো গো জননী বিত্তহীনার কাছে,
নিরাশায় সারা তনুমন করে খা-খা,
তোমার প্রসাদ পুষ্পের রেণু-মাখা,

www.pathagar.com

শরতের হাসিমাখা-শিউলীর কাছে
আমার জীবন সকরুণ হয়ে যাঁচে,
ঋতুমতী মাগো, তমসাকে আজ নাশো,
মাগো আমাদেরে আরো বেশী ভালবাসো !

হরিতকিদের
কোরাস : কোথা হতে হে যোগিনী, অসময়ে এলে,
পৃথিবীবন্দনাবাণী কোথা খুঁজে পেলে ?
ভূতলবাসিনী তেজ হবে বার হবে ;
ঝড়-জলে-আলোড়িত-একাকার-ভবে,
গাছপালা কুপোপাৎ হবে-হবে-হবে ;
লেজ গুঁটে ফেরারীরা বাড়ি চলে যাবে !

[পুণ্যাত্মার পুনরাবির্ভাব]

পুণ্যাত্মা : ফিরে যাও, ফিরে যাও, সন্তান আমার
অপরূপ সিদ্ধি নেই বনে,
জনশূন্যতার প্রলোভনে—
ফলবান ক্ষেত্র ওই সংগিনী তোমার ।

আখতার : (ক্ষুব্ধ) অত্যন্ত অন্যায় উপরোধ···

জমিলা : না-না,
অত্যন্ত সঠিক উপদেশ !

আখতার : কি আশ্চর্য পিতামহ, ওরকম বেথাপ্পা নির্দেশ,
আপনার ইঙ্গিতে আমি ওই কুঞ্জে, দাজ্জালের সাথে,
মোকাবেলা করেছি কি ফিরে যেতে সেই লোকালয়ে,
যেখানে শোষণ আজ সাধারণ মানুষের সুখ,

www.pathagar.com

হরণ করেছে, আমি হতে যাবো সেই-প্রক্রিয়ার
সহায়ক শক্তি মাত্র ? আমার শৈল্পিক ক্রিয়াকাজ,
বিত্তবান মানুষের চিত্তসুখে ব্যবহৃত হবে ?
অতএব অসম্ভব, ধনিকতন্ত্রের মাঝে আমি,
নিজের আত্মাকে আর বিনিয়োগ করবো না ঠিক,
কিংবা আমি পারবো না জনতার নামে জনতাকে
কখনো লুণ্ঠন করতে, সর্বহারা-নামের ফলকে
সর্বভোগ-ব্যবসায় যোগ দিতে অপারগ আমি,
পিতামহ, মহাত্মন, কবুল করুন দয়া করে
এই নারী-রত্নটিকে আমার সংগিনী হতে দিন,
হে বিরাট পাগড়ি ও আলখাল্লাধারী সুপুরুষ,
যাদুদণ্ড হয় যদি আপনার যষ্টিখানা তবে
এই দণ্ডে.....

পুণ্যাত্মা : চুপ করো, প্রগলভ হয়োনা যুবক—সাবধান,
তোমার সত্তায় আছে অবাধ্যতা হতে জন্ম যার
সেই দ্রোহ, জরা-মৃত্যু-ক্ষয়-অবিশ্বাসপূর্ণ তুমি,
বিদেহী আত্মার প্রতি যাচ্ছে তাই ফরমায়েশ দিয়ে,
সীমাহীন দুঃসাহসে হে যুবক বিতর্ক যে সাধো,
সইতে কি পারবে তার হীম-শীতল একটি নিশ্বাস ?
এখানে এসেছে আজ জীবনের সঙ্গিনী তোমার
সে তোমাকে ফেরাবেই একথা নিশ্চিত জেনে রাখো !

[নিষ্‌ক্রমণ]

[চপেটাঘাত খাওয়া ব্যক্তির মতো বিমূঢ় আখতার দু'হাতে মুখ ঢাকে]

জমিলা : যে কোন অন্তিম মূল্যে নিয়ে যাবো ফিরায়ে তোমাকে
আখতার.....

www.pathagar.com

আখতার : কি বললে ? নিয়ে যাবে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভুল,
হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভুল, ভুল, ভুল,
এসেছে সংসার কাছে, মোহ-মায়া-লোভ-প্রলোভন,
উলঙ্গ-যৌনতা-মার, ক্ষুদ্র-আশা-ভয়-অধীনতা,
অমোকে ফিরিয়ে নিতে উপস্থিত তামাশা-অলীক,
পিতামহ-মহাশয়, জোব্বাধারী, শাসিয়ে বললেন,
নিশ্চিত বিদ্রোহী আমি বেয়াদব—আসলেও তাই,
বহুদিন ব্যাপী আমি তিরস্কৃত সর্ব চরাচরে,
নূহের ঔরসজাত মহাদ্রোহী কেনানের মতো
প্রবল প্লাবন মাঝে জাহাজের পাটাতন হতে
নেমে যাচ্ছি রসাতলে, পিতার হৃদয়ে লাথি মেরে,
উদ্ধত অকুতোভয় বলবান শৃঙ্গ অভিমুখে—
মাঝপথে এ-কি কথা উচ্চারিত তোমার শ্রীমুখে ?
হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভুল-ভুল, হাঃ-হাঃ-হাঃ, শোনো—
ফেরেশ্‌তা না শয়তান আমি তাকে চিনতেও পারিনি,
আমাকে সে সেধেছিল সিংহাসন-মস্ত-লোভনীয়,
সার্বভৌম রাজতন্ত্র, চাইলো কুর্ণিশ বিনিময়ে—
নোয়াইনি মাথা আমি, তাতে তার আগ্নেয় দুচোখ
যেন দুটি গোলপিণ্ড দাউদাউ করে জ্বলেছিল,
কী অসহ্য সেই দৃষ্টি, কী-মৌলিক তার উৎপীড়ন,
কিন্তু আমি টিকে আছি, টিকে থাকবো, যাবোনা যাবোনা
কখনো ফিরবো না আর, না-না-না……

(কিঞ্চিৎ থেমে সংহত আবেগে)

বুঝেছি তোমার নেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবোধ আর.
নেই সেই অন্ধকার মৃত্যুগন্ধা জননী-গর্ভের,
কেন চাই তরলিত মহাস্বাদ-অন্তিম-মুক্তির

www.pathagar.com

বৃথাই তোমার কাছে, তুমি তো জননী নও নারী !

জমিলা : সঙ্গিনী জননী নয়, জননীর উত্তরাধিকারে
অপর জননী মাত্র, জননী জীবন দেন আর
সঙ্গিনী সেখানে আনে বহুল জীবন কলনাদ,
জননী ফলন দেন যে বীজের দেহ আর রূপ,
সঙ্গিনী বিস্তার করে ছায় সে প্রাণের মহীরুহ—
বলো তবে কি যুক্তিতে অরণ্যচারিতার মাঝে
খুঁজে পেলে সব সুখ, বলোতো তোমার কি অসুখ ?

আখতার : এই সুস্থ দেহ নিয়ে পৃথিবীকে বোঝোনা কঠিন
কেমন অসুস্থ আমি, বোধ থাকলে বুঝে নাও নারী,
প্রখর মর্মানুভূতি থাকে যার, বুঝে নেয়া তার,
কিছুই কঠিন নয়, ডাকিনীতো সেই বাস্তবিক,
মায়ের আকুতি নেই যে নারীর—এই যথা তুমি,
কাঙাল ও দীনহীন আদিগন্ত-শাড়ি-পেটিকোট,
মোহন শূন্যতামাত্র, লম্বমান হিম-শিরদাঁড়ায়,
পালাও এখান থেকে, নইলে এখুনি দুটি হাত
সহসা উলঙ্গ করবে, ছিঁড়ে ফেলবে শোভন শরীরে,
বাঁধাখোপা, ব্রেসিয়ার, লোহিত ব্লাউজ, অন্তর্বাস,
এবং এখুনি তুমি প্রকাশ্যে ধর্ষিত হবে নারী—
কেটে পড়ো, যাও বলছি—জানতে চাই, যাবে কি যাবেনা ?···

[জমিলার দিকে হিংস্র পদক্ষেপ :
জমিলার পশ্চাদপসরণ]

হাঃ-হাঃ-হাঃ, এই বুঝি, হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি,
আসলে কাগুজে বাঘ, আগামী-তন্ত্রের প্রচারক,
ভয় নেই—থাকো মেয়ে, যেখানে রয়েছো সেখানেই,

www.pathagar.com

বৈরী এই পৃথিবীতে এখন নোঙর পাতা চাই,
লংমার্চ নেমে আসছে দিগন্তের রেখা বরাবর,
অচিরেই পৃথিবীতে রূপ নেবে স্বর্গের শাসন,
যাচ্ছি চলে, হাঃ-হাঃ-হাঃ সুন্দরীগো, হাঃ-হাঃ.....

[নিষ্ক্রমণ]

জমিলা : (গভীর হতাশায়) ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘনীভূত আদিগন্তব্যাপী,
অত্যন্ত বিপন্ন বোধে আশঙ্কিত নারীত্ব আমার,
অনিশ্চিত ভবিতব্য-নিয়ে কোন্ প্রেতাত্মার সাথে,
কথা বলছে, মোকাবেলা হচ্ছে কার সাথে দুঃসময়ে,
এই কি আমার স্বামী, এই ব্যক্তি মানুষ না জ্বীন্?

[হরিতকিগণ বিধ্বস্ত জমিলাকে বেষ্টন করলো]

হরিতকিদের

কোরাস : অনাঘ্রাতা পুষ্প ওগো বিলাও তোমার প্রেম,
অলৌকিকে বিলাও নিজের সতীত্বেরই হেম,
সতীত্বেরই মাঝে খেলে কোমল প্রকৃতি,
প্রকৃতি ও পুরুষ ছুঁয়ে ফলায় সুকৃতি।

জমিলা : (অসহিষ্ণু) কিন্তু আমি নই তার উপযুক্ত অরণ্যসঙ্গিনী,
ধর্ষণে ধারণ করে ভ্রূণ-বীজ, তিক্ত জয়ায়ুতে—
বিয়াবো কি শেষমেষ অবিকল উন্মাদ শাবক
তারই মতো? ফিরে যেতে পারবো এই সম্ভাবনা টুকু
শূন্য হলো—অতএব দুর্ভাগ্য আমার স্থায়ীভাব।

[পুণ্যাত্মার পুনরাবির্ভাব]

ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই, সমাহিত মহাত্মা-পুরুষ,
ফেরাতে চাইনা আর আখতারকে দৌহিত্র-আপনার!

www.pathagar.com

পুণ্যাত্মা : তোমাকে সামর্থ্য দিন মহাশ্রোতা-মহান-আল্লাহ,
বেদনা : মাঝে আছে বিশাল অপার আত্মশক্তি,
আঘাতে আঘাতে আজ জাগাও সে অনন্য শক্তিকে,
সমর্পণে-প্রার্থনায় বিশ্বসত্তা-বিধাতাকে জানো !

জমিলা : কে তিনি ? কোথায় তিনি ? এত শোক, এত অপচয়ে,
কেমন নির্বাক আর নির্বিকার চির উদাসীন—
কে আমি ? কেন বা আমি ? কিভাবে সম্পর্কিত আমি,
তাঁর সাথে ? কোনোদিন যে সত্তার ছবিখানি হায়,
দেখিনি নিজের চোখে, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য নেই তথা
স্বপক্ষে-বিপক্ষে তবে, আমি আজ কোন ভাববলে,
প্রত্যক্ষ-গোচর হবো তাঁর কিংবা তিনিও তা হবেন আমার,
কোথায়, কিভাবে তাকে পাওয়া যাবে নিরঙ্কুশ ভাবে ?

হরিতকিদের

কোরাস : আছেন তিনি সন্নিকটে
একান্তই কাছে,
হৃদয়পিণ্ড-পটে,
সবার আগে, সবার পাছে
সবার কাছে-কাছে !

জমিলা : কিভাবে আছেন তিনি সন্নিকটে বলুন, কোথায় ?
তবে কি আছেন তিনি এই গোরে, আপনারই মাঝে
শীতল-দেহাস্থি জুড়ে, তাতেই খাদেম-প্রশাসনে,
চলেছে খানকাখানি, রোজ-রোজ ভক্ত সমাগমে
হতেছে স্রষ্টার পূজা ? তাহলে তো অবশ্যই কাছে,
আমার সামনেই তিনি-জ্যোতির্ময়.....

www.pathagar.com

কোরাস ঃ অবশ্যই নয়
প্রকৃতি-পূজায় নয়,
প্রেতের-পূজায় নয়,
একমের উচ্চারিত বাণী
জেনে শুনে বলতে হয়—মানি !

জমিলা ঃ শুনলাম, মানলাম, অতএব চাই মহাত্মন,
আমাকে শিখিয়ে দিন সত্যময় প্রার্থনার বাণী,
শক্তি চাই, ভক্তি চাই, নিখিল ভুবন হতে আমি,
এবং ফিরিয়ে দিন বিব্রত স্বামীর মনোভূমি,
মহাত্মন, অবিলম্বে দিন !

পুণ্যাত্মা ঃ ধরো এই সুবর্ণ-কবচ,
পবিত্র স্রষ্টার বাণী ক্ষীণগ্রন্থে লিপিবদ্ধ এতে,
পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য-সম্ভার চেয়ে দামী—
সযত্নে সাগ্রহে একে তুলে নাও তৃষিত সিনায়,
তুল্যহীন এই রত্নে পারো যদি সাজাতে জীবন,
আপন হৃদয়ে পাবে অশ্রুকণা-বিধৌত-নিখিল ।

[নিষ্ক্রমণ]

জমিলা ঃ (পুণ্যাত্মা-প্রদত্ত কবচ হাতে নিয়ে)
পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য-সম্ভার চেয়ে দামী !
ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি রয়েছে খোদিত, তুল্যহীন
সোনার কৌটায় তবে—কেন তিনি আবদ্ধ হলেন,
ইঞ্চি পরিমাণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিসরে ?

কোরাস ঃ বিন্দুমাঝে সিন্ধু আছে,
সীমার মাঝে ভুমা নাচে,

www.pathagar.com

ক্ষণের চেয়ে ত্রিকাল কাছে,
অণুর মাঝে অংশু,
আছে অণুর মাঝে অংশু
আছে সবই আছে !

[ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মোমবাতি নিভে যাওয়ায় পুনরায় বাতি জ্বালানোয় লেগে যায়]

জমিলা : (উত্তেজিত)
বেশ আমি জানতে চাই, সত্যই আছেন কিনা তিনি,
আর্তনাদে থরথর কাঁপে কিনা তার সিংহাসন,
এখুনি-এখুনি তাই দেখতে চাই বসে প্রার্থনায়—
[হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসলো]

(প্রার্থনা) কোথায় অমৃতসত্তা ? চিরঞ্জীব-চির-বর্তমান,
শুনেছি গো বিরাজিত সর্বভূতে আসন তোমার,
রূপদাতা, রসদাতা, প্রাণদাতা স্রষ্টা আমাদের,
সৃষ্টি ও বিনাশ দুই-প্রক্রিয়ার নিয়ামকরূপে
তুমিই আদি ও অন্ত, গুপ্ত-ব্যক্ত রহস্য তোমার,
বীজের ভেতরে বীজ, রূপের ভিতরে রূপ তুমি—
এ জাতীয় ভাববাণী, যদিও শুনেছি বহুবার,
প্রত্যয় হয়নি প্রভু, ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই তাই—
এখুনি ফেরাও তাকে, দাওগো ফেরায়ে দয়াময়……
(তৎক্ষণাৎ আখতার প্রবিষ্ট : আখতারের
করাঙ্গুলি-স্পর্শে মুদ্রিতচোখ খুলে সবিস্ময়ে)
প্রভু-গো, প্রভু-গো, দয়াময়……

[দুহাতে মুখ ঢেকে ক্রন্দন]

www.pathagar.com

আখতার : (বিনীত স্পর্শে জমিলার হাত ধরে)
কে যেন আমাকে বেশ তারস্বরে বলে দিয়ে গেল,
এই মহালগ্ন আর কোনোকালে ফিরবে না জীবনে,
ক্ষমাহীন তিরস্কারে আদিগন্ত-রূঢ়ভাষী কে-সে ?
অথচ এসেছি আমি-পলাতক নিসর্গ-সভায়,
হৃদয় জুড়াবো বলে, সবুজের চন্দন-শীতলে—
প্রাণপণ শক্তিতেই স্বাভাবিক হতে গিয়ে আমি,
বিশ্বের আত্মায় প্রাণ লুটিয়ে বিলীন হতে গিয়ে,
ওই কুঞ্জে হত্যা দিয়ে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই-শুধু—
প্রতিটি হতাশা আর প্রতিটি আশার নির্যাস
পান করি প্রতিদিন—পঞ্চভূতে, সর্ব উপাদানে,
এবং আমার চোখে যখনই সে মৃত্যুময় লোক
নেকাব মোচন করে, আলৌকিক স্পর্শগুণে যার
চর্ম-চোখ ফুটে যায়, যেন আমি একাল ডিঙিয়ে
প্রবল পুরুষ রূপে হতে পারি দ্রষ্টা ত্রিকালের,
তখন করুণা ধারা হতে চাই বিধাতার মতো
রূপান্তর লাভ করে—অসীমের অভিব্যক্তিবাদে,
বিষণ্ণ-মাতাল কিন্তু আমি এক, ভেবে ছাখো নারী,
নিষ্কাম-হীরকপ্রেম, যার দ্যুতি আদিগন্ত জুড়ে,
স্থানহীন-কালহীন, আত্মার লাবণ্যে উদ্গত,
ফলিতে সে বিশ্বলোক আনন্দিত, শাশ্বতকালের,
আমার আবেগে তার সাড়া নেই, প্রশ্ন জাগে তাই,
জামার জন্য কি নয় জ্যোতির্ময় কল্যাণীয় রূপ ?
কে দেয় উত্তর প্রশ্নে, প্রতিটি জটিল জিজ্ঞাসাই

www.pathagar.com

প্রতিটি সমস্যা থেকে সদুত্তর চায় এভাবেই,
পারোতো উত্তর দাও, হে আমার পরিত্যক্ত ফুল !
যেমন অতীতে নানা তিক্ত প্রশ্নে দিয়েছে জবাব,
কোনোদিন রিক্তহাতে আমাকে তো দাওনি ফেরায়ে,
একদিন পৃথিবীর বিষন্ন ধূলোয় এ জীবনে,
আর্তনাদ উঠেছিলো যে সময়ে কোলাহলসহ,
হতাশা আমাকে ধরে জন-স্রোতে ফেলে দিয়েছিলো,
অস্থাবর শিল্পচর্চা কাঁধে নিয়ে বেড়াবার কালে
অনাত্মীয় অবহেলা পথরোধ করেছিলো আর
ছিলো-কী নির্মম রাত আমার দৃষ্টির-দিবালোকে,
সেই দিন দুঃসময়ে যে আমার ঝটিকা-বৃত্তিতে
যত্নভরে এনেছিলো সত্যাশ্রয়ী প্রেরণা ও রাশ,
তুমিই তো সেই নারী-প্রেমময়ী দুর্লভ রমণী—
জীবিকার স্বাধীনতা, যৌবনের সুখ, তার সাথে
এমনি নারীর প্রেম জীবনকে পূর্ণকাম করে
যথার্থই তৃপ্তি দ্যায়, কিন্তু সে কি জানে যে কিভাবে
আগাগোড়া বদলে দেবে আমূল আমাকে ?

জমিলা : অসম্ভব !
দুর্বোধ্য চাহিদাগুলো মেটাতে পারেনা কোনো নারী
ভুলে যাও, ভুলে যাও তোমার এ ক্ষুব্ধ ফরমায়েশ,
চলো আগে ফিরে চাই, কেননা অসহ্য লাগে এই
নির্জনতা, অশরীরী কোলাহলে পূর্ণ চরাচর, আর
ঘরে বসে রয়েছেন জননী-উন্মুখ-প্রতীক্ষায়,
তোমার ফেরার পথে শ্বাসপর্ব টিকে আছে তাঁর !

আখতার : হায় তুমি বুঝলে নাতো, জননীর দায়িত্ব-চেতনা,

www.pathagar.com

আত্মঘাতী হয়ে আজ নিশ্চিহ্ন যে ভয়াল তিমিরে,
প্রেম তো পাথেয় নয়, অপ্রেমে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে
কেবল লাঞ্ছনা-সার, আত্মহীন তুমুল বিকারে—
জমিলা গো, বহুদিন ধরে আমি খুঁজেছি তোমার,
গভীর মর্মের মাঝে অন্তহীন উৎসের আরাম,
খুঁটে-খুঁটে দেখেছিতো শানিত চোখের মাঝে শুধু,
কটাক্ষেরই বিদ্যুৎ, হেলিয়ে-দুলিয়ে বেশ তুমি,
মসৃণ উরুর শব্দে উদ্দামতা এনে বারবার,
আকাঙ্ক্ষায় দেখায়েছো সুন্দরীর গরবিনী গ্রীবা—
মনে পড়ে, উদ্যানের জ্যোৎস্নায় সিক্ত শিলাতলে,
মোহন জংঘায় নিয়ে অভিসারে শুনিয়েছো গাঁথা,
আজ সেই মিলনের সুখ কই ? মনে হয় সব,
বিগত স্মৃতির শব্দে শিশির-চোয়ানো-রূপকথা,
পুনরায় এত রূপ অংগে নিয়ে হে অম্লান লীডা,
এসেছো যে কাছাকাছি, ঋতুমতী-বাসনা-আমার,
নই আমি হংসরাজ-মিথুন-উন্মাদ-জুপিটার,
সম্ভোগে মাতাল-ডানা চারুদেহে চট্‌কাতে চাইলেও
প্রজননে ইচ্ছে নেই, ঘোর আলোড়নে যার ফলে
হতে পারি কামনার প্রমত্ত পুরুষ !

জমিলা : মিথ্যে তবে বেঁধেছিলে, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-গতদলে
আমার হৃদয়-মন, তাৎক্ষণিক ভেবেছিলে বুঝি,
আমার অস্তিত্বখানি ? যদিও ঘুমের ঘোরে ঠিকই
ওষ্ঠ-মাঝে জেলে দাও দয়াহীন চুম্বন তোমার,
নানাঅনুসঙ্গে তুমি অবিচ্ছেদ্য জীবনে-যৌবনে,
বলো কি-পাওনা নিয়ে ফিরে যাবো একাকিনী আমি,

www.pathagar.com

কি-বিকল্প নিয়ে তবে বেঁচে থাকবো নিঃসঙ্গ জীবনে,
আমার বসন্ত হবে পত্রহীন-নিষ্ফল-গুঞ্জন,
ক্রন্দিত ভুবন বসবে বিফল-আঙিনা জুড়ে হায়,
কেন তুমি বাস্তবের চাহিদা বিহীন বাক্যালাপে—
দিবাস্বপ্নগ্রস্ত হয়ে আছো আখতার ?

আখতার : হ্যাঁ, জীবন সে স্বপ্ন নয়।

জমিলা : আগাগোড়া সে নয়তো দুঃস্বপ্নপ্রতিম ; আখতার !

কোরাস : স্বপ্ন ও বাস্তবে লেগেছেরে গোল
সত্যে কি স্বপ্নের নেই কলরোল ?
এই যা ভাবছি তাকি স্বপ্নের নয়
এই যে স্বপ্ন তা কি বাস্তব নয় ?

আখতার : (ধমক) বন্ধ করো বাক্যালাপ, আমি আর সইতে পারিনা,
অবিশ্বাস্য মহালগ্নে তোমাদের ভৌতিক প্রলাপ
বিকল করেছে সুখ আমাদের আজ !

কোরাস : (আখতারকে ঘিরে) নিষ্ঠুরতা পরিহারো
সুফল পাবে যদি,
হৃদয়হীনের তরীখানি
ভাসাতে চাও যদি,
কাপালিকের মতো কেন
ধ্যানের জড়বাদে,
শুকাতে চাও মরুপথে
ধারাবাহিক নদী ? [সরে দাঁড়ালো]

জমিলা : ওই শোনা প্রকৃতির প্রচারিত প্রতিবাদী স্বর,

www.pathagar.com

কতই উৎস হতে ভ্রাম্যমান এদের ধ্বনিরা,
মুখর হওয়ায় কাঁপে পল্লবিত গাছের শাখায়,
কতনা জীবনস্পন্দ অরণ্যের আদিম গুঞ্জনে
মর্মরিত—সাগরের অগণিত তরঙ্গের মুখে
কল্লোলিত, ফেননিভ নিত্যকাল গতিশীল আর
আমাদের জিহ্বাতেও চিন্ময়ের সেই বাণীরূপ
উচ্চারিত—জীবনের স্বাদে ও আহ্লাদে ছাখো-ছাখো,
আমাদের স্বশরীরে প্রাণাবেগ কিরূপ আঙ্গিকে
শিল্পায়িত—চিরন্তন ভাস্কর্যের রূপে, বলি তাই
শাশ্বত এ দৃষ্টিকোণে তুমিও এসব কিছু ছাখো,
অকুণ্ঠিত চিরকাল প্রাকৃত প্রাণের রূপ ওগো,
মানেনা চিন্তার সূত্র হতাশায়-সহস্র-গ্রন্থিল !

আখতার : আমি কি বলেছি নাকি সত্য নয় এই সব ? তবু,
অলৌকিক ভীতিশব্দ সর্বদা যখন তাড়া করে,
মুর্দাফরাশের মতো খুঁড়েখুঁড়ে ভয়াল গহ্বর,
মনে হয় রক্ত আর স্নায়ুর অলীক তামাশায়,
গলিত কুষ্ঠের মাছি হয়ে গেছি পৃথিবী-ভাগাড়ে,
মুক্তি নেই, মুক্তি নেই, প্রেতার্ত বিকার থেকে আর,
কতই না হাস্যকর প্রতিটি প্রভাতে জেগে ওঠে
ভেবে নেয়া—মগজের কীট বুঝি আনন্দ আমার
মুক্তি দিচ্ছে, অভিশাপে ধৃত আমি তাই
ধূসর অতীত যেন একাকার হয়েছে আমার
ধূমল ভবিষ্যতেই, বিন্দুবৎ এই বর্তমান
রক্তশব্দে, মৃত্যুশব্দে, স্পন্দমান শুধু !

জমিলা বুঝেছি বিদায় বন্ধু, ব্যর্থ আমি, পরাজিত আমি,

www.pathagar.com

তোমার মানসলোক আপন স্বজনহীন কিংবা
জননী ও জায়াহীন, থাকো সুখে অরণ্যের মাঝে,
হানুক সুতীব্রতম আঁকাবাঁকা শাণিত বিদ্যুৎ,
তীব্রকশা চোখে-মুখে, অসহায় চেয়ে থাকো তুমি,
মন্ময় আবেগে আর তন্ময় নেশায় মজে থাকো,
মত্ত হও ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে শরীর ঢাকা দিয়ে,
ঝাঁকড়া চুলে যতো পারো জট পাকিয়ে করো অবিকল
বাবুই পাখির বাসা, গজাও চিবুকে আরো দাড়ি,
যাই তবে—হয়তো আর কোনোদিন (সভয়ে) কে, কে-তোমরা ?

[দাজ্জালের সাথী-চতুষ্টয়ের প্রবেশ ও
অগ্নিমশাল হাতে চার-কোনায় অবস্থান গ্রহণ]

(আখতারকে ধরে)

ওগো ছাখো, আতঙ্কিত-শিহরিত চৈতন্য আমার,
সহসা এ হামলাতেই কম্পিত মুর্ছিত হবে যেন,
ভয়ঙ্কর জীবগুলো ছাখো ছাখো ব্যূহ রচনায়
হয়েছে তৎপর হায়, চলো তুমি, ধরেছি ছুপায়
চলো-চলো, ফিরে চলো, কথা শোনো ওগো··· [ক্রন্দন]

[বালক-বালিকারা প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসে]

কোরাস : হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার সামাল-সামাল
অপচয়ী শক্তিরা ভীষণ দামাল
লাগ্‌ছেরে করতালি আস্‌ছেরে ঝড়
মটকিয়ে গাছপালা ভেঙে ঘরদোর
ঘাঁপটি মারলো ওই-চার-পয়মাল।

www.pathagar.com

[ওরা দুজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পুনরায় স্মৃতিলুপ্ত আখতার উন্মত্ত দৃষ্টি গেঁথে আকাশের পানে নির্বাক মৌনতায় চেয়ে থাকে অনড়-অচল ভাবে। জমিলাকে সরিয়ে নিয়ে ওরা মাযারের পাশে নিরাপদ স্থানে দাঁড়ায়।]

মেঘালয় : (সভয় চীৎকার) আদিগন্তে বাজে ঘন কোলাহল যেন,
হা হা রবে মেঘদল অট্টহাসে কেন ?
পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘন বিপন্ন তরাসে,
—ভয়ে কাঁপে পাহাড়েরা পাহাড়ের পাশে !

হরিতকি : পাতায়-পাতায় আর শাখায়-শাখায়
ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় ঘন-গরজে,
ডালে-ডুলে হেলে-দুলে বর্ষণ ছায়,
প্রলয় ঘনিয়ে আসে বড়ো সহজে।

সুরমা : কাঁপে ঘন গর্জনে সহসা গগন,
কালস্রোতে লেগেছে কি ভয়াল পবন,
না জানি উজান-পথে ছুটেছি কখন,
শন্ শন্ শন্ শন্ শন্ শন্ !

[কয়েক দফা দমকা বাতাসে মোমবাতিগুলো নিভে যায়। আগন্তুকদের মশালের আলোয় তখন আঙিনা ভয়ঙ্কর। মাযারের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে রাখা হ্যারিকেন জ্বালায় ওরা। চতুর্ভুজ বিস্তার করে আখতারের চারপাশে অগ্নিবলয় সৃষ্টি করে প্রেতসদৃশ আগন্তুকেরা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়]

আখতার : (ঊর্ধ-দৃষ্টি) ঘনঘোর এই মেঘে বরাভয়-হীন তমসায়,
বিতাড়িত এই আমি কল্পকালে পরিচয়হীন
সামান্য মানব-কণা, অনাথ-অনাত্ম বিলোড়নে

www.pathagar.com

কি লাভ জীবন-সাধে, বাসনার ঘনিষ্ঠ উত্তাপে ?
কতকাল হতে এই বিসর্পিল বিদ্যুৎ-সমীর
আমার অন্তর ফুঁড়ে ছুটেছে সদলবলে আর,
দূরতম টানেলের হিংস্রতম অন্ধকার কোণে,
আমার আত্মার কাছে আড়ি পেতে রয়েছে এসব
শয়তানের শাবকেরা, ওদের দৃষ্টির অগোচরে
কোথায় পালাবো আমি ? যেনরে কঠিন শরাঘাতে
পড়ে আছি বর্ণহীন পর্বতের নীচে, অন্ধকারে,
শুকনো তালুর মাঝে তৃষাদীর্ণ কুহকের কণা
ভেসে যায় নাসারন্ধ্রে, কটুগন্ধে হিম হাওয়া খেলে,
বহুদূর হতে যেন সকরুণ আলোর ধ্বনিরা
ডেকে যায় নাম ধরে কেঁপে-কেঁপে, দ্বিগুণ অমায়
ভয়ঙ্কর ক্ষুধা শুধু নেচে ওঠে গলিত শবের,
প্রেতার্ত বিকারে সব মালভূমি-সমতলভূমি
নারকীয় উপত্যকা অভিশপ্ত যন্ত্রণায় কাঁপে।

[অগ্নিমশালের ফুলকি ছড়িয়ে বাতাসের তালে-
তালে আগন্তুকেরা উৎসব শুরু করে]

আগন্তুকদের
কোরাস : আমরা যে লকলকে আগুনের শিখা
ধূম্রবিহীন,
চরাচর চর্চিত ভয়ানক ক্ষুধা
অঙ্গবিহীন,
নীলাকাশে লীলারত ছায়া-মরীচিকা
হা-হা-হিন,
লোকালয়ে মহামারী বাধা আর দ্বিধা

www.pathagar.com

ধিন-ধিন-ধিন,
ধূম্রবিহীন,
অঙ্গবিহীন,
হা-হা-হিন !

১ম আগন্তুক : মাটির গড়া গতর নয় নাজুক আমাদের,
নাচ্‌তে হয় রাত্রিময় তাইতো আমাদের,
আমরা এই দুনিয়াটার সকল বিবাদের,
ধাত্রীহীন শাবকদল, তাইতো আমাদের—
মৃত্যু নেই আঁধার গোরে, সফেদ কাফনের,
কান্না নেই সাশ্রুচোখ জীবিত জনের·····

কোরাস : ধিন-ধিন-ধিন
ধূম্রবিহীন
অঙ্গবিহীন
হা-হা-হিন !

২য় আগন্তুক : রাতের মতো দীর্ঘকালো অন্ধকারে শুধু,
রাতের মতো সংজ্ঞাহীন আশংকায় শুধু,
তেপান্তরে অলিগলির পাণ্ডু দেয়ালে,
সাপ্‌টে থেকে মৃত্যুময় পদধ্বনি হানি,
রাতের মতো নির্ভেজাল কালান্তর-কালে
ঝাপ্টা দিয়ে ঝড়ো হাওয়ায় মৃত্যুবান হানি·····

কোরাস : ধিন-ধিন-ধিন
ধূম্রবিহীন
অঙ্গবিহীন
হা-হা-হিন !

www.pathagar.com

৩য় আগন্তুক : বল্ রে এই মুখোশধারী মানুষটিরে বল্
স্বয়ংক্রিয় উপনিবেশে ছিলাম এতদিন
নয় সে আর বশম্বদ, চল্ রে দিকি চল্
শোষণ করেছিলাম তার সম্ভাবনা ক্ষীণ্
তন্তু ফেলে খেলাম শাঁস বল রে তারে বল্ ··

কোরাস : ধিন-ধিন-ধিন
ধূম্রবিহীন
অঙ্গবিহীন
হা-হা-হিন !

৪র্থ আগন্তুক : মহান প্রভু আজ্ঞা দিলে বিনাশ করে ওকে
যাবার আগে ফিনিশ্ করে ফেলতে হবে ওকে
মিথ্যাকেই মিথ্যা দিয়ে রুখতে শিখেছে কি
ধড়বিহীন করা হবে সেই গোনায় তাকে···

কোরাস : হা-হা-হিন
ধূম্রবিহীন
অঙ্গবিহীন
ধিন-ধিন-ধিন ! [নিষ্ক্রমণ]

আখতার : মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নির্বাপিত ব্যক্তিত্ব আমার,
আমাকে কি গ্রাস করবে ছিন্নভিন্ন নাড়ীভুঁড়ি সহ
এই সব অগ্নিপ্রেত, ভয়ানক জঠর-জ্বালায় ?
পাত্তা নেই মর্মমূলে দীপ্তিময় হারানো আত্মার,
কোথায় সে বিন্দুরশ্মি, আলৌকিক শক্তি যার নাম,
ছিলো যা দেদীপ্যমান স্নায়বিক চেতনার তীরে ?
—বিস্মিত প্রভার মতো হয়ে আমি বিচরণশীল

www.pathagar.com

প্রাণলোকে, অশরীরী রূপে যেন তারই অন্বেষণে
কায়াহীন-মুণ্ডুহীন ফিরে আসছি এই পৃথিবীতে—
কে দেবে ফিরিয়ে বলো আলৌকিক বৈভব আমার ?
ঢুঁড়ি তাই চরাচরে, লোকালয়ে, নগরে-বন্দরে,
ধবল জ্যোতিতে ম্লান নিস্তরঙ্গ নীরব সাগরে,
অন্ধকার-জ্যোৎস্নায় শ্লেট কালো যখন প্রান্তর,
সময়ের অলিগলি খুঁজে খুঁজে কপিল চাঁদের,
জ্যোতিহীনতায় দেখি আত্মঘাতী সহস্র রজনী,
থরেথরে কুয়াশায় জেগে আছে ম্যামির মতোন,
জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের তাঁবুটানা আকুর আড়ালে,
লোকালয় ফুঁড়ে ওঠা সমুদ্রের নিদ্রাহীন স্বর,
ভেসে যায় ঊর্ধলোকে, নভোচারী বিস্ময়ের মতো,
হলুদ অনিদ্রা তারই পাশাপাশি ঘুমায় নিথর,
কোন্ সে যাদুর গুণে স্থির হয়ে অন্তহীন কালে ?
এইসব দৃশ্যরাজি বারবার ঘুরে-ফেরে আর,
পিতার হেরেমে প্রিয় শতশত বিষন্ন গোলাপ
দলিত মথিত হয়, লুণ্ঠিত নগর বরাবর
উৎক্ষিপ্ত ধূলো ওড়ে বিজয়ীর অশ্বখুর হতে,
যখন বিলুপ্ত হয় জনপদ রক্তাক্ত বিদ্রোহে—
শবেরা মিছিল করে সারি-সারি উদ্বাহু জিগিরে,
সময়ের যবনিকা ছিঁড়ে খুঁড়ে আসে নব্যযুগ,
অগ্নিকুণ্ড ঘিরে-ঘিরে নৃত্য করে জীবন্ত কুহক,
হো-হো করে হেসে ওঠে মন্ত্রশিষ্য, রাষ্ট্র-বিপ্লবের,
ঝড়ো হাওয়া বশ মেনে দ্রুতগতি ছোটে অশ্বপ্রায়—
দিগ্বিদিকে ওঠে শোর, ভূতেরা ওড়ায় যে নিশান,

www.pathagar.com

রক্তলেখা লিখে তাতে মহামারী, ক্ষুধা আর ক্ষয়,
—দৃশ্যমান হতাশার এইসব ছবি দেখে দেখে
ভাবি হায়, অপঘাতে আমার করুণ মৃত্যুর
উপমা কিছুতে নেই, অতএব নিজেকেই বলি—
কী-রূপ নির্বাণহীন প্রেতযোনি তুমি হে আখতার !

[সহসা যেন এক দমকা বাতাস মোহময় দাজ্জালে
রূপান্তরিত হয়ে আখতারের কাঁধে হাত রেখে
দাঁড়ালো]

(সভয়ে) আবার, আবার তুমি উপস্থিত নিপুণ টংকারে ?
অতিশয় শক্তিমান নিষিদ্ধ পাতালপালরূপে,
প্রাণদ আত্মায় তুমি হানতে পারো মহাশেল্ আর
অগ্নিময় অশরীরী ইঙ্গিতে চালনা করে তুমি,
মানুষিক পুণ্যবল নিম্নলোকে ভূপতিত করে
কি লাভ তোমার বলো, কি-লাভ, কি-লাভ ?

দাজ্জাল : আহা !
কামনা-বাসনা ছেড়ে সাদা কাফনের মতো তুমি,
শুদ্ধাচারী হতে গেলে বিষাদের গীতি মুখে নিয়ে,
তাই কোনো রুদ্রতেজ দিব্যজ্ঞানে হলোনা সঞ্চার,
মিন্‌মিনে মোল্লাদের কাছে আমি পাঠাতে কি পারি
কোনো জ্ঞান ? অতএব এখনো সময় আছে বলি,
নির্গুণ তমসাপুঞ্জে কী আছে নিগূঢ় লীলাময়
বুঝে নাও—তোমাকে তো বাছাই করেছিলাম ওহে,
সাফল্য যুগিয়ে নানা শিল্পকর্মে, সুখ্যাতি অর্জনে,
দুর্লভ সামগ্রীসহ যাদুঘর সাজিয়ে তোমাকে

www.pathagar.com

এখানে এনেছিলাম সাধারণ গ্রাম্য গণ্ডি হতে,
কৌশলে সরাবো বলে নিজের বিশেষ গূঢ়লোকে,
কিন্তু সেই বুড়ো-মীর লেগেছে তোমার পিছু-পিছু
তারই পরামর্শে সব এসেছে ফেরাতে তোমাকে তো,
চমৎকার ফাঁদ পাতা হয়েছে তোমার চারপাশে,
বুড়ো কাঠ-মোল্লাটার ঘাড়-মটকে দিতে হবে তাই !

জমিলা : (ছুটে বেরিয়ে এসে) ঘৃণ্য শয়তান,
এই তোর কায়াহীন অবয়বে থুথু ফেললাম,
কেন যে আচ্ছন্ন এই কীর্তিমান সর্বগুণময়
বুঝলাম—দূর-হ, দূর-হ।

দাজ্জাল : হো-হো-হো, সাবাস বিদুষী নারী বটে,
এসো দিকি, কাছে এসো, বারে-বাহ্ কী চমৎকার ফণা—
রজত-কাঞ্চনময়, মণিময় নাগিনী-ভীষণা,
ভুলে গেলে বাক্যালাপ বুড়ো নানাশ্বশুরের সাথে,
চমৎকার বিতর্কের স্মৃতি কি বিস্মৃত হয়ে গেলে ?
ভাববাদী ধ্যানে মগ্ন নয় কিগো গোটা পরিবার ?
উন্মাদ স্বামীর আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই ?

জমিলা : নেই-নেই, শয়তান !

দাজ্জাল : দুর্ভাগ্যজনক বটে তাহলে তো আমার দর্শন,
তোমাদের জন্যে—ওরে তুচ্ছতম বেয়াদব-জুটি !
আমার দুর্লভ দান দুঃসাহসে ছুঁড়ে ফেলে দিলি ?
যখন পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্র হবে আমার শাসন
পরম নিগ্রহসহ জাহান্নামে মজবি তখন ?

জমিলা : কপট দাজ্জাল তুই, দূর-হ, দূর-হ।

www.pathagar.com

হরিতকি : বাহাদুরী বটে,
দূর হবে সব আপদ-বালাই
আসন্ন সংকটে
—বেদম চটে মটে।

কোরাস : বেদম চটে মটে
দূর-হবে, দূর-হবে
দূর হবে, দূর হবে!

দাজ্জাল : বটে,
অপমান ও অস্বীকার এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে
সর্বনাশ আনতে চাও ঘটে? —এ্যাই,
ওখানে কে-আছো?

[সাথী-চতুষ্টয়ের প্রবেশ]

সাথীরা : (কুর্ণিশান্তর) জয় মহাসম্রাটের জয়!

[দাজ্জালের অঙ্গুলি-নির্দেশে সকলে ঘেরাও]

দাজ্জাল : হাঃ-হা-হাঃ এইবার?
অগ্নিভয়, মৃত্যুভয়, শিরঃশ্ছেদ-আশংকা ইত্যাদি!
আর আমি সার্বভৌম, আমি—আমি—আমি,
আমিই নিখিল নাস্তি সর্বগামী নাস্তি নিখিলের,
বস্তু মাঝে অবস্তুর স্বরূপ বিনাশ করি আমি,
আর এই জগতের আসল সত্যই বস্তু-ভাব,
ফলিত বিজ্ঞান-কর্মে মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত করে,
কায়দা করেছি এই শাস্ত্রকে তো বিকশিত হতে,
আমিই চূড়ান্তরূপী দ্রোহী কলিযুগ মহাকালে—

www.pathagar.com

সত্যম নিখিল নাস্তি জয় হোক—শুনে রাখো মেয়ে,
ওকে তো দয়াই করেছিলাম অনেক দিন আগে,
ছিনিয়ে এনেছিলাম ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্যে,
যার পরামর্শ শুনে তাকে আজ ফেরাতে এসেছো,
সেই ভণ্ড তপস্বীর দুচোখ উপড়ে ফেলে আমি
ওকে নিয়ে যেতে চাই নিজের তিমির গূঢ়লোকে
—তৈরী হও, তুমিও সঙ্গিনী হও নারী !

হরিতকিগণ : (যৌথকণ্ঠে আর্তনাদ) না-না-না !

দাজ্জাল : তাহলে তোমরাও কি সঙ্গী হতে চাও ?
রোস তবে—(হাতের তালুতে মুখ লাগিয়ে) ফুঁ-উ-উ-উ.....

[প্রচণ্ড ফুৎকারে তুমুল বাতাস বইতে থাকে। দাজ্জালের অতিপ্রাকৃত সত্তাকে দেখায় ভয়াল-দর্শন, যখন সে ও তার সঙ্গীরা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বায়ুপ্রবাহকে করে নিয়ন্ত্রণ। মশালচ্যুত আগুনের ফুলকি উল্কার মতো ছুটে বেড়ায় সারা প্রাঙ্গণময়।]

হরিতকিগণ
(যৌথকণ্ঠে) : কী কষ্টে কুঞ্চিত হয় শয়তানের মুখ,
ঝড়কে বাঁধতে চায় সে পক্ষপুটে
পবন তাড়িত হয়ে উড়ে যায় সুখ
—সীমাহীন পরাজয়ে নিঃস্বতা ফোটে !

[বাতাসের বেগ কিছুটা প্রশমিত হয়]

দাজ্জাল : (শ্রান্ত) প্রস্তুত সুন্দরী ?

জমিলা : হাত বাড়ালেই বুঝি পেয়ে যাবে নাগালে ?
মৃত্যুও এগিয়ে আসবে তখনি-তো পা-ফেলে,

www.pathagar.com

আমার বুকের অগ্নি সাহসেই জ্বলবে,
শয়তানি লোল জিভ যতখন খেলবে,
ধরে আছি অন্তিম সত্যের পঞ্জা,
যতখন বইবে এ হঠকারী ঝঞ্ঝা !

[জমিলা ও হরিতকিগণের রুখে ওঠায় দাজ্জালের চোখে বিস্ময় ও বিদ্রূপ]

হরিতকিদের কোরাস : মহাকালে কিছু নেই বেলা আর অবেলা,
মানুষের মিছিলের অনন্ত কাফেলা,
অস্তাচলের পানে ছুটে ছুটে চলছেই
তারার জগতে তার নিয়তিও ফলছেই—
মিথ্যাও জানে কবে সঙ্কেত পড়বে,
প্রলয়ের প্রহারেতে কবে সেও মরবে,
সত্য ও মিথ্যার এই টানাপোড়েনে,
ভাসে কত বুদ্বুদ ত্রিকালের চরণে !

জমিলা : বিধাতাও পুনঃ পুনঃ তিমির আবর্তে
আমাকেই চাইবেন মশালটা ধরতে,
ভয় কাকে বলে তাই আর আমি জানিনা—
তোকে তো জেনেছি মিছে তাই আর মানিনা !

[সহসা দমকা বাতাসে বিলীন হয়ে যায় দাজ্জাল ও তার সঙ্গীগণ, পরিত্যক্ত মশাল চারটি এইবার ওদের হাতে আসে। জমিলা পরমুহূর্তে তার নিজের মশালটি বালকের হাতে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে হাত তুলে মুনাজাত করে যখন, আচ্ছন্ন আখতারকে হরিতকিগণ মাযারসংলগ্ন উঁচুস্থানে বসিয়ে দেয়।]

www.pathagar.com

জমিলা : (মুনাজাত) তোমার আসন ব্যাপ্ত যদি গো
হয় এ সর্বভূতে—
এবার বলোতো নাগাল পাবো কি
দুঃসহ কিন্তুতে ?
শুনতে পাবো কি মহাকাশ ভেদি
বরাভয়ের বাণী ?
স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির মাঝে
হবে নাকি জানাজানি ?
বিশ্বজগত ব্যাপিয়া তোমার
সিংহাসনের তলে,
নিখিল নাস্তি তাড়িত রাত্রি
ভয়াল বাক্য বলে
শয়তানের এ ভূধর গ্রাসেই
বিশ্বজগত ডরায়
সুবিশ্বাসের বৃন্ত হতেই
পুষ্পদলকে ঝরায়,
অবিশ্বাস ও অবক্ষয়ের
অসহ্য উল্লাসে,
তলিয়ে যাওয়া মগ্ন মনের
উভয় কূল-গ্রাসে,
আতুর স্বপ্ন ভেঙে দাওগো
পাপাচারী লেনদেন,
দূর করে দাও রক্তধারায়
নেশাতুর অহিফেন,
—আমেন, আমেন ।

www.pathagar.com

হরিতকি : আমেন আমেন,
আর নয় শন শন
বৃষ্টি ও বর্ষণ
আমেন, আমেন,
বাস্‌রে তুহিন হাওয়া
হিমের পরশ পাওয়া
নয়-নয় বিনাশন,
—আমেন, আমেন !

জমিলা : ফিরে যাবো এই সম্ভাবনা তো
এখনো রয়েছে ক্ষীণ্‌
দয়া করো ওগো দয়াময় প্রভু
আমিন, আমিন ! [মুনাজাত শেষ : দণ্ডায়মান]

সুরমা : ঝড়-জলে একাকার বর্ষণ ছায়
ঢল নামে পাঁকে-পাঁকে
ধ্বস নামে হায়,
কূলভাঙা ডাঙাখানি ভাসায়-ভাসায়
আর নয় শন-শন ধারা-বর্ষণ
আমিন, আমিন ।

[বাতাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল, বজ্রধ্বনি]

মেঘালয় : ওগো যারা অসহায়
আমার গুহায়,
চল্‌ তোরা কে-কে যাবি
আয় দিকি আয় !

www.pathagar.com

[আখতারকে তুলে নিয়ে মেঘালয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রস্থানোদ্যত হতেই দাজ্জাল ও তার সাথীদের পুনঃপ্রবেশ ও পথরোধ। শুরু হলো ভয়াল কর্কশ কণ্ঠে দাজ্জালকে প্রদক্ষিণ করে সাথীদের গান]

সাথীদের কোরাস : জাগুক প্রলয়ের নর্তন
জাগুক-জাগুক-জাগ্
ঝড়ের শিঙ্গায় গর্জন
লাগুক-লাগুক-লাগ্
আয়রে বজ্র-বিদ্যুত,
আয়রে-আয়রে-আয়,
তুহিন তুষার আয়রে
আয়লো-আয়লো-আয়,
মর্তের পঞ্জরে যখনি
অশনির উৎপাত তখনি,
দয়ামায়া ভাগে-ভাগে-ভাগ্,
সৃষ্টির সন্তান মিথ্যেই
বরাভয় মাগে-মাগে-মাগ্ !

[প্রবল বর্ষণ শুরু হয় : থেমে থেমে বজ্রগর্জন : দাজ্জাল ও তার সাথীরা ব্যূহ রচনা করে।]

আখতার : (সহসা মাথাঝাড়া দিয়ে ছুটে এসে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে)
ভাসাও ভাসাও তুমি অবিরল বৃষ্টির ধারায়,
সসাগরা সোহাগিনী পৃথিবীকে ভাসাও-ভাসাও,

www.pathagar.com

সভ্যতার শীর্ষচূড়া আর্দ্র হয়ে গলে যাক আর,
তোমার এ অনাসৃষ্টি স্ফীতকায় শব হয়ে ভাসুক বন্যায়,
জীবন-প্রবাহ সব ভেসে যাক কালস্রোতে আর,
সমুদয় কলরব জলকল্লোলের নীচে চাপা পড়ে যাক,
তবু ভয়-ভীতিহীন যেন ক্ষুব্ধ নূহের সন্তান—
প্রলয় প্লাবনে আজ বিশ্বব্যাপী জলের অন্যায়
বিদ্রোহে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে চাই পর্বত-চূড়ায়
—মহাদ্রোহী জেনে তুমি আমাকেও ভাসাও বন্যায়.....

(চীৎকার করে) [নিকটেই ভয়ঙ্কর বজ্রপাত]

বজ্র হানো, বজ্র হানো, হে বজ্র-শাসক,
বজ্রপাত করো এই মানবিক উদ্ধত সিনায়,
—বুক পেতে দিলাম এবং দাঁড়ালাম।

[পুণ্যাত্মার প্রবেশ : রুদ্রভাব]

পুণ্যাত্মা : আকাশের ঘনঘোর বিলোড়নে আর
দূরে-কাছে নারী-কণ্ঠে আর্ত চীৎকার,
মানুষের কোলাহলে বিপন্ন জিগির
বিঁধে বুকে সরাসরি বর্ষণের তীর
মরণের উপকণ্ঠে এরা দুইজন্
আহত মানব-শিশু কাতর নয়ন
কাদের অশুভ ইচ্ছা ব্যূহ রচে আর,
বাঁধে ব্যূহ সর্বনাশা বাধা ও দ্বিধার ?

দাজ্জাল : কে তুমি, অর্থাৎ মানে, কে-আপনি কে ?

পুণ্যাত্মা : জ্যোতির্ময় অগ্নিময় সকলেই যাঁর

www.pathagar.com

আজ্ঞাবহ, আমি দাস তাঁর,
উদ্ধার পাবে এই নর-নারীদ্বয় আজ
শাশ্বত মানুষের উত্তরাধিকার।

[তর্জনী-নির্দেশে দাজ্জালের মাথায় বজ্রাঘাত]

দাজ্জাল : আহ্……

[মাথায় হাত দিয়ে বসেই পুনরায় উঠে পালাতে চাইলো। পুণ্যাত্মা সাথীদের কারো মাথায় ও পৃষ্ঠে একইভাবে তর্জনী স্পর্শ করলেন। অন্ধের মতো অগ্নিদগ্ধ হয়ে তারা পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলো। পুণ্যাত্মা তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঘটনার দারুণ অভিঘাতে আখতার ও জমিলা সংজ্ঞালুপ্ত হয়ে পরস্পররে ওপর লুটিয়ে পড়লো। সমান তালে ঝড়-বৃষ্টি তখনো চলছে।]

সুরমা : আর কেন মিছে মাতলামো এই
অকাল-বৈশাখীর
ঝেঁটিয়ে দেবে কি দুপারের সব
গাছ-গাছালীর ভীড় ?
পবনের মুখে উড়ে যায় সব
ত্রস্ত পাখির নীড়।

মেঘালয় : ধ্বসে চূড়া, ধ্বসে মাটি
ভাঙে ঘর-দোর
বিনষ্ট মানব-পুঞ্জি
মাচাঙের পর
হায় হায়……

www.pathagar.com

হরিতকি : জোড়াশালিকের জুটি
শুয়েছিল যার,
ভেঙে গেলো বুঝি সেই
শাখাটি আমার,
হায় হায়……

[হরিতকির শাখাখণ্ডটি তার স্কন্ধচ্যুত হয়ে সহসা ছিটকে পড়লো সংজ্ঞাহীন আখতার ও জমিলার ওপর। ওরা দ্রুত সেটি সরিয়ে নিলো, আখতার ও জমিলাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে উঁচুস্থানে শুইয়ে দিলো। ধীরে ধীরে ঝড় প্রশমিত হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলো, আর গর্জন মন্দীভূত হয়ে সম্পূর্ণ থেমে গেলো। বনজ বৃক্ষদের পাতায় পাতায় শান্ত বায়ুর ঐক্যতান জাগলো! ঝিঁঝিঁদের অর্কেষ্ট্রা সর্বভূতে সঞ্চারিত হলো।]

মেঘালয় : মর্মাহত শান্তি নেমে এলো
জলে-স্থলে ঝিঁঝিঁর সুরের তানে
মূর্চ্ছিত এ চরাচরে যেন
চাঁদের আলোর অতল গানে-গানে!

সুরমা : ভাসছে ওপরে হাল্কা খণ্ড মেঘ
নিষ্পাপ মুখে যেন রে নীলাম্বরে,
কেমন দৃপ্ত-শান্ত-তৃপ্ত-চাঁদ
জ্যোৎস্না হানছে মর্তের ঘরে-ঘরে?

হরিতকি : চলোনা তাহলে ফিরে যাই একেবারে,
পুণ্যাত্মাও বিলীন আপন গোরে,

www.pathagar.com

অনেক ওপরে ওঠেছে আকাশ ওই,
দুধেল হাসিতে চেয়ে আছে চরাচরে !

মেঘালয় : যাবো তো বটেই কিন্তু ওদের বেলা
হবে নাতো কোনো অকারণ অবহেলা ?

হরিতকি : ওরা এইবার বুঝে নিক হিতাহিত
অবচেতনের গুহা হতে পাক উদ্ধার
ফিরে পাবে ওরা নিজেদের সম্বিত
আমাদের যে গো কিছুই করার নেই আর,
চলো-চলো·····[তিনজনের প্রস্থান]

[মীরসাহেব, ফাতেমা বেগম ও মীযানের প্রবেশ]

মীরসাহেব : ওইতো চেতনাহীন পড়ে আছে মাযারের পাশে,
(মীযানকে) নাও দিকি, আখতারকে, তুলে নাও তুমি !

মীযান : হ্যাঁ দাদু, নিচ্ছি ওকে আমি !
[আখতারকে কাঁধে উত্তোলন]

মীরসাহেব : (ফাতেমাকে) জমিলাকে নিতে পারবে মাগো ?

ফাতেমা : জী আব্বা, পারবো অনায়াসে। [জমিলাকে কাঁধে উত্তোলন]

মীরসাহেব : আপাততঃ সাঙ্গ এই খেলা,
এখনো অনেক পথ পার হতে হবে ঊর্ধশ্বাসে,
বাকীটুকু ধরা চাই আগামী কালের দৃশ্যপটে—
চলো দিকি·····

[সকলের প্রস্থান]

দৃশ্যপতন

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুসাফিরখানার ভেতর-বারান্দায় একতারা নিয়ে আসন গেড়েছে জবান উল্লাহ। সময়—সেই রাত্রির শেষ যাম।

জবান : (গান) এমন সাধের একতারা তুই কেন কান্দিস্ বল,
যেমন বাজায় তেমনি বাজাই আমি অবিকল।

ময়না পাখি বুলি শিখ্যা রে,
সেই বুলিতে সয় তিতিক্ষা রে
তুই বুলবুলি ডানা ঝাপ্ট্যা কেন ধুক্‌ছিস্ বল ।।

তোর কান্দনে কইল্‌জা ফাটে রে
পরাণ পাখি বান্ধন কাটে রে
সাধের যন্ত্র হইয়া মারণমন্ত্র কেন জপ্‌ছিস বল ?

[সহসা আচ্ছন্ন আখতারের প্রবেশ]

আখতার : (ঘোর উন্মত্ততায়) গান ! গান ! গান !
হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাঃ-হাঃ-হাঃ···
গান ! গান !···[পা টল্‌তে থাকে]

জবান : (দ্রুত এগিয়ে) ভাইজান, ভাইজান !

আখতার : ধ্যৎ ব্রৎ ফ্রা······(ঠোঁটে-মুখে প্রবল স্পন্দন কিন্তু কথা বলতে অক্ষম)

www.pathagar.com

জবান : আহারে ভাইজান, (চেপে ধরে) চলুন, চলুন !

আখতার : (ভীষণ চটে হাত-পা ছুঁড়ে)
ফ্রুৎ ফ্রুৎ বাঃ ফাঃ ব্রৎ……

জবান : আহ কী-কঠিন আজাব, চলুন, চলুন !
[জোর করে তাকে নিয়ে প্রস্থান]

[দ্রুত মীযান ও ফাতেমা বেগমের প্রবেশ]

ফাতেমা : (হতাশ) আফসোস ! কী দেখছি দুই চোখে—
নিদারুণ বিহ্বলতা, ঠোঁটে-মুখে তিড়বিড়ানো শুধু ?
তুমুল প্রয়াস সত্ত্বে কোনো কিছু বলতে পারছে না সে,
বাক্যহীন; ঘোর দৃষ্টি, অসহায়, মূক…

মীযান : (নেপথ্যে তাকিয়ে) হায় শেষে এই পরিণতি ?
তবে কি বিফল সব—শেষতক পাগলা গারদেই ?
আম্মা,
দাদুকে বরং আমি নিয়ে আসি গিয়ে ?

ফাতেমা : না, থাক্
আব্বাকে এখন তাঁর জায়নামাজে পড়ে থাকতে দে,
কখনো ঘুমান নাতো শেষরাতে এসময়ে উনি,
কোনো কিছু এসময়ে বলাই যাবে না…
কী যে করি ? হায়—
কেন যে আশংকামুক্ত হয় না এ হৃদয় আমার !
[জবানের পুনঃপ্রবেশ]

জবান : কোনো চিন্তা নেই আম্মাজান,
আছি আমি এমনিতেই বিহান পর্যন্ত এইখানে,
হুজুর কেবলার গীত গেয়ে গেয়ে সুখে-দুখে আমি

www.pathagar.com

এভাবেই বরাবর সময় কাটাই আম্মাজান
ছাড়তেও পারিনা কিনা বহু বছরের এ আদৎ
ভালো আছে ছোটমিঞা এখন আমার হেফাজতে
রাত আর বাকী নাই—যান জলদি যান, আম্মাজান !

ফাতেমা : মীযান, তুই যা,
ততখন জেগে থাকবো এখানেই আমি ।

মীযান : কিন্তু আম্মা, দুই চোখে চটে আছে অনিদ্রা তোমার···

ফাতেমা : আহা, তুই যা-না··· [দুজনের দুদিকে প্রস্থান]

[শেষ রাতের নির্ভার নীরবতার অনুভূতি : টুং টাং
করে একতারায় সুর-সঙ্গত করে জবানউল্লাহ্ ।]

জবান : ইনসান কামেল হলে আব ও আতশ খাক্-বাদ্
সকলেই তাবে হয়, সকলে হুকুম মানে আর,
আসমানে জমিনে যত নূরানী-আতশী আছে, ওরা
কিভাবে সালাম ঠুকে, না দেখলে তা বুঝানো কি যায় ?
হুজূরের দয়ায় যা দেখেছে জবান আজ রাতে,
তাতেই জিন্দেগী তার বন্দেগীতে শামিল এখন—
এখন মরতেও রাজী, দুঃখ হয় এঁদের কারবারে,
এত বড় কামেলের ফরজন্দের দুর্দশা কীরূপ !
কেউ কি বলবে দেখে হুজুরেরই বংশধর ওরা,
এমন আবিদ মা ও লক্ষ্মী-বিবি, সিজিল সংসার
জান-এ তবু শান্তি নেই, আমলে আনন্দ নেই হায়
ভাগ্য ভালো, দাদা-নানা দুজনাই কামেল দরবেশ
তাতেই তকদির টুটে ফের কিনা জোড়া লাগে আজ !

www.pathagar.com

(পুনরায় গান)

মনের মানুষ কোথায় গেলে পাই ?
তনের মাঝেই মনের মতোন
আপনার জন কেউতো নাই ?
মনের মানুষ কোন বা দেশে পাই ?

ধনে জনে ভাগ্য গড়া,
ভুরুটি তোমার কপাল জোড়া,
দেমাগ তোমার থাকেই চড়া,
মরণ কালের স্মরণ নাই ।।

ফকির চিশ্‌তি জাফর ভেবে কয়,
মনটি তোমার 'কাবা'র মালিকময়,
তনের মনের ফানার সময়
বা'কার হুজুর অলখ সাঁই ।।

আখতার (নেপথ্যে) গান ! গান ! গান·····
আঃ আঃ আঃ····· ।

[নেপথ্যে নিদ্রাচ্ছন্ন আখতারের বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার ভেসে চললো ।]

দৃশ্যপতন

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চ ১ম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যানুরূপ।

মাযারসংলগ্ন সুউঁচু টিলার ওপরে মুসাফিরখানার সামনের প্রাঙ্গণ।

সময়—পরদিন, সকাল।

[জবান ও মীরসাহেবের প্রবেশ]

মীর : চমৎকার স্বচ্ছ এই নিরুদ্বিগ্ন পবিত্র সকাল,
উপত্যকা জুড়ে বস্ছে পরাক্রান্ত বিজয়ী প্রভাত,
অরণ্যের গৃহস্থালি নড়েচড়ে উঠছে চোখ মেলে,
বৃক্ষদের ফাঁকে-ফাঁকে রয়েছে সামান্য যে আঁধার
সবুজ রসের মতো সেখানে গল্‌ছে নীল রোদ,
অটল গাম্ভীর্য আর বিষণ্ণতা নেই চরাচরে,
এসেছে সহাস্য মুখে ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ অবকাশ,
সকল তোলপাড় গত হয়েছে তো কিম্ভূত রাতের,
মীর হাসান,
এখন নিজের কাছে উন্মোচিত হয়ে যাও নিজে,
তোমার পেশানিতে-যে অনুভূত অনন্ত সঙ্কেত,
তোমার অতীত এসে দাঁড়িয়েছে ফরমান সহ হে,
ওঠো হে গ্রহণ করো হেমলক-সুধা এইবার,
এবং প্রস্তুত হও পানপাত্র হাতে কারাগারে,
কেননা নিকটে আজ চূড়ান্ত লগ্ন মিলনের,

www.pathagar.com

পৌঁছে গেছো মোহনার ফেনোচ্ছল সমুদ্র-বেলায়,
বিদায়, বিদায় এই পৃথিবীর খেলাঘর হতে,
তোমার সমাধি বুকে যে তৃণেরা গজাবে তাদের,
অঙ্কুরোদ্গম যেন প্রতিভাত তৃতীয় নয়নে,
আয়ু-বৃক্ষে পত্ররাজি ঝরছে হলুদ-লাল হয়ে,
তুমি যার দাস তার উচ্ছ্রিত আলোক অভিমুখে
ছুটে যাও ডাক শুনে—হাজির হাজির প্রভু আমি···

জবান : [সবিস্ময় ভীতি] হুজুর !

মীর : হ্যাঁ জবান আয় ভাই, কাছে আয়, বহুদিন ছুয়ে
এক সঙ্গে মিলেমিশে মোকাবেলা করেছি কত কী,
আজ আমি একা শুধু অন্তিম দরোজা খুলে যাবো,
জানিনা আমার মতো দুরাত্মার জন্যে বাস্তবিক,
মহান আল্লাহ তাঁর ক্ষমাসত্র খুলেছেন কি না—
নতশাখা, ছায়াঘেরা-বৃক্ষের উদ্যান কতদুর ?
কুল-কুল রবে যার পাশ ঘেঁষে ঝর্ণা প্রবাহিত—
ক্ষুধাহীন, ক্লান্তিহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন সেই
হাত-পা শিথিল করা বিশ্রামের চির নিকেতন ?
আল্লাহর হাওলা করে যাচ্ছি আমি তোদেরে জবান,
আমার সময় শেষ—এখন প্রস্তুত হতে চাই :

জবান : কী বলছেন হুজুর !?

মীর : হ্যাঁরে ভাই, কথা শোন, মিথ্যে নয়, যা-বলি-তা শোন,
—যখন শীতল হবে রক্ত-মাংস-দেহাস্থি আমার,
নতুন কবর এক খুঁড়ে ওই মাযারের পাশে,
কাফন পরিয়ে তোরা আমাকে নামিয়ে দিস ভাই,

www.pathagar.com

আমার তোরঙ্গখানা নিস তুই, আতর-গোলাপ
বদনা-পেয়ালা আর গেলাস-বরতন সবকিছু,
আরো কিছু চীজ আছে জাফরানী-সে-রঙের কৌটোয়,
ওতে হবে তোর মুসাফিরির পাথেয় বহুকাল
জবান —

জবান : কি সব শুনছি আমি কান পেতে পেতে,
আল্লা-আল্লা—যাই আমি যাই ! [বেগে প্রস্থান]

মীর : হায়রে জবান হায় প্রেমাহত নীলকণ্ঠ পাখি···

[ফাতেমা বেগমের প্রবেশ]

ফাতেমা : কি হয়েছে আব্বা আপনার ?
এমন কাতর কেন দেখছি আপনাকে ?

মীর : (চমকে) আমাকে কি পরাজিত দেখায় নাকিরে ?
—এতদিনে সওদাগর ভিড়ায়েছে তরী নিজ ঘাটে,
সমুদ্রের সূর্যাস্তের আভায় যে রাঙা ত্রিভুবন,
বর্ণিল সে অন্তরাগে উজ্জ্বল কি নয় মুখচ্ছবি ?

ফাতেমা : জ্বীনা-আব্বা, নিশ্চয়ই সুস্থ নন আপনি !

মীর : নারে আম্মা, ঠিকই আছি। আখতার ও জমিলা কোথায় ?
ওদের অবস্থা বল্ দেখি।

ফাতেমা : জমিলাতো স্বাভাবিক,
শরীর ও মন বেশ হাল্কা মনে হল,
এখুনি সে আসবে এইখানে !

মীর : আখতার কেমন ?

ফাতেমা : জ্ঞান ফিরে এসেছে এখন···

www.pathagar.com

মীর : শুকরিয়া !
সমস্ত প্রশংসা তাঁর, মাগো,
আশা করি এ যুবক পৃথিবীর দুঃখ ও সন্তাপে
নিজ পথ খুঁজে পাবে, মুক্তিপথ অন্যকে দেখাবে,
আসল অস্তিত্ব তার সন্ধানে জ্বলবে রাত-দিন,
দেহ তার পাথরের মিনার সদৃশ হবে দৃঢ়
সেখানে হৃদয় হবে ফোয়ারার মতো নির্গলিত,
আমার শোণিত স্রোত পূর্ণকাম হবে পৃথিবীতে ?

[মীযানের প্রবেশ]

মীযান : দাদুকে বলোনি বুঝি আম্মা ?

ফাতেমা : বলছিখন বাবা !

মীর : কি ব্যাপার ভাই ?

মীযান : জ্ঞানতো ফিরেছে তার দাদু···

মীর : বেশ ।

মীযান : কথাবার্তা বলছেনা কিছুই,
কেবল তাকিয়ে আছে ফ্যাল্‌ফ্যাল, ভাবলেশহীন
ঠোঁট দুটো ফুটছে কিন্তু আসলে সে বাকস্ফূর্তিহীন,
উচ্চ হাসি হেসে রাতে গান-গান বলেছে দুবার,
তখন জবান-ভাই তাকে ধরে শুইয়ে দিয়েছিল,
ব্যাস ওইটুকুই—

মীর : বুঝেছি,
এখন যা হচ্ছে সব পার্থিব গণ্ডিতে নেই আর,
সার্বভৌম হস্তক্ষেপে ধাবমান সমস্ত কিছুই,

www.pathagar.com

তবে কোনো ভয় নেই, নিরাপত্তা স্বপক্ষে গিয়েছে
তোমাদের। ছিলো মস্ত ফাঁড়া কিন্তু সবার জন্যই,
সকলেই একসাথে হতে পারতে বিপন্ন শিকার,
রাতে ছিলো মোকাবেলা, এখন বিজয়ী সুপ্রভাত,
মাতা-পুত্র-ভাই-বধূ জয়যুক্ত—শোকর খোদার !

[জমিলার প্রবেশ]

জমিলা : দাদু !

মীর : এইতো হাজির বোন, তোমার কুশল বলো দিকি ?

জমিলা : ভয়ানক লোক দাদু !

মীর : কে বোন ?

জমিলা : আর কে আপনি ছাড়া, আজব কাজের গুরুদেব,
নির্জ্ঞান মনের সব আবদ্ধ কপাটগুলো খুলে
নিপুণ গুণীর মতো সাধলেন কী-কাণ্ডখানা-যে-গো,
দারুণ দক্ষতা দাদু, প্রচণ্ড ক্ষমতা আপনার,
আমার চিত্তে যেন অদৃশ্য বিপ্লব ঘটে গেছে,
সম্পূর্ণ নতুনরূপে নিজেকেই দেখছি বারবার !

মীর : (বিব্রত) জানিনা এ পদ্ধতিতে তোমাদের জন্য সমাধান
হোল কিনা, কিন্তু বোন, জেনে রাখো তুমি,
সমস্ত জীবনে আমি আলৌকিকতার পথ ছেড়ে
ফিরেছি লৌকিক পথে, সচেতনভাবে চিরকাল—
সযত্নে এড়িয়ে গেছি তন্ত্র-মন্ত্র মার্গীয় সাধনা,
স্বভাবকে খুঁড়ে-খুঁড়ে উন্মোচিত করেছি নিজেকে,
কখনো চাইনি হতে সমাজের মহর্ষী প্রধান,
চেলা-ভক্ত সমাকীর্ণ, অথবা যাইনি ফেলে আমি
জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, মহামারী, রাষ্ট্রের বিপ্লব.....

www.pathagar.com

জমিলা : তা-না দাদু বলছিলাম···

ফাতেমা : চুপ করো মেয়ে তুমি, ছাখোনি কি উনি,
এতক্ষণ ধরে যেন তোমার ধমক শুনছিলেন ?
কি-হল, কি-হল ? আরে মীযান, মীযান ছাখ, ছাখ,
আব্বার কদম টলছে,···মীযান, ধর না বাপু তুই,

[পতনোন্মুখ বৃদ্ধকে মীযান ধরে ফেলে]

মীর : (হাঁপাতে হাঁপাতে)
শান্ত হও, মাগো তুমি, শান্ত হও, গোলমাল নয়,
আমাকে বসিয়ে দাও দিকি ।

[তাঁকে বসিয়ে দেয়া হল : জমিলা হতভম্ব]

রক্তচাপ অত্যন্ত প্রবল,
সময় সঙ্কীর্ণ কিনা, গন্তব্য সুদূর নয় আর
যেন আমি মনঃশ্চক্ষে নিজের কবন্ধ নিয়ে তাই
মুণ্ডহীন কায়ারূপে কথা বলছি তোমাদের সাথে।

ফাতেমা : কথা নয় আব্বা আর
নিবৃত্ত থাকুন একটু—জমিলা, জমিলা !
(জমিলাকে পাখা সঞ্চালনের ইঙ্গিত করলেন ।
জমিলা দ্রুত পাখা সংগ্রহ করে বৃদ্ধকে
বাতাস করতে লাগলো ।)

মীর : বিশ্বাসীর জন্যে মৃত্যু শ্রেষ্ঠতম উপহার মাগো···
মা আমার, মনে হয় যেন তোর বুড়ো সন্তানের
অশ্রুজলে ভেজা এই পাহাড়ের সমুদয় মাটি,
রাত্রির বিপক্ষে লড়ে উষালগ্নে এসেছি সৈনিক,

www.pathagar.com

নক্ষত্র-রশ্মির চেয়ে উজ্জ্বল যে একফোঁটা আলো,
সে আলো ছড়িয়ে এই পৃথিবীকে স্বর্গ বানাবার
উচ্চাশায় সরায়েছি পথের কণ্টক তোমাদের।

মীযান : দাদু, দাদু, চুপ হোন দেখি !

মীর : হ্যাঁরে ভাই একেবারে চুপ হয়ে যাবোখন, ও হ্যা—
জবান কোথায় গেলো, আমি তার গান শুনতে চাই,
সে এক প্রেমিক পুষ্প গরীবের ঘরে মহাধনী,
ফোঁটেছে যেমন ঠিক হয়তো তেমনি ঝরে যাবে
কে চিনে মানুষ এই ছলনা বিছানো পৃথিবীতে ?
—জবানকে নিয়ে এসো দিকি।

[জমিলা গমনোদ্যত]

(জমিলাকে) তুমি থাকো, যাওতো মীযান !

[মীযানের প্রস্থান]

লক্ষ্মীবোন, সামনে এসো, কথা শোনো, এখনি তোমার
সঙ্গীর খোঁয়ারি ভেঙে্বে, দুঃখ-দশা ঘুচে যাবে আর,
যে আঘাত করা হোল চিত্তে তার, তাতেই সহজে
গৃহস্থায়ী হবে তার মন চিরতরে—অতঃপর
তোমার মাঝেই কিন্তু ফরহাদ দেখবে শিরীঁকে,
হয়তো বা সে ছুঁড়ে ফেলবে অভ্যাসের ছেনি ও কুঠার,
স্বপ্নের জগৎ তাকে দুঃখ হতে এনেছে সত্যের
রূঢ়ব্রতে, প্রভাতের হাহাকারে জাগ্রত হয়ে সে
পৃথিবী ও আকাশের আলোতেই খুঁজবে সমাধান।

[কিছুটা সুস্থবোধ : মীযান ও জবানের পুনঃপ্রবেশ]

(জবানকে) আয় ভাই কাছে আয়, (সকলকে) ক্ষমাপ্রার্থী আমি আজ ওরে,

www.pathagar.com

সবার কাছেই, শোনো আমার অন্তিম ওসিয়ত,
আমার যা কিছু বিত্ত, আয়ের সেসব উৎস থেকে
ভরণ-পোষণ হবে জবানের, আমার কাপড়-জামা সব
সকলি জবান পাবে, ওই সে তোরঙ্গখানাসহ,

(পুনরায় জবানকে)

এবার আমাকে ভাই, শোনাতো এমন কোনো গীত
সবচেয়ে প্রিয় ছিল যে গানটি তোর মুর্শিদের,
আমি যে তাঁরই কাছে শুতে যাচ্ছি ভাই !

[সাশ্রুচোখে একতারা বাজিয়ে গান শুরু করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে টালমাটাল পায়ে সেখানে প্রবিষ্ট হয় ব্যাধিগ্রস্ত আখতার। ঠোঁটদ্বয় তিড়বিড় করে ফুটিয়ে গতরাতের মতোই অবোধ্য ধ্বনিসমূহ উচ্চারণ করে সে। মীযান তাকে একখানা আসনে বসিয়ে দিতেই সে গভীর নিদ্রায় আছন্ন হয়ে যায়।]

জবান : (গান) নূর-নবী কাণ্ডারী আমার
অকূল সায়রে তরী ডুবিতে না পারে আর,
দয়াল নবী কাণ্ডারী আমার ।

কে গো তুমি দিয়াছো সাঁতার
পাড়ি দিতে এ ভব-সংসার ?
ঊর্ধে আসমান, নীচে পাতাল
গর্জে আকূল পারাবার ।।

আমি হেন অধম পাপী আর

www.pathagar.com

এ দুনিয়ার যতেক গোনাহগার
দ্বীনের নবীর গুণে তাদের
তরী হয়রে ভব পার ।।

মীর : (অভিভূত) লওহ-মাহফুজে ভাসছে বিধাতার পবিত্র কালাম,
—সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি এক, অদ্বিতীয়, উপাস্য অনন্য,
মুহম্মদ প্রেরিতপুরুষ……[প্রাণত্যাগ]

আখতার : (তৎক্ষণাৎ চীৎকার) লাইট, লাইট. মোর লাইট…ওহ্…

[একই মুহূর্তে আখতারের চীৎকারে চকিত হয়ে সকলে সেদিকে মনোযোগী হওয়ায় বৃদ্ধের দেহত্যাগ অগোচরে থেকে গেল ।]

(মুদ্রিত চোখে) কে গায়, কে, জমিলা নাকি ?

জমিলা : না জমিলা নয়, জবান ভাইয়া !

আখতার : জমিলা কোথায়, জমিলাহ্ ?

জমিলা : এইতো আমি আখতার !

আখতার : বেশ ! ক্লিওপেট্রা—ভেনাস—ওই বোদলেয়র…
কার্ল মার্ক্স…সেল্‌ফপোর্ট্রেট্ (চকিত চোখে)
এখানে ওসব কেন ? এ্যাঁ…সরাও, সরাও…

জমিলা : কি সব সরাবো ?

আখতার : বাধা ও বিপত্তিগুলো, ওই
প্রতিমা-প্রতীক সব, আউট আউট, টার্ণ দেম,
দেয়ালটা মুক্ত করো—সরাও, সরাও…
—চিরসত্য দাবি করছে, তাড়াতাড়ি করো !

www.pathagar.com

জমিলা : কী বলছো গো, কোত্থেকে সরাবো ওই সব ?

আখতার : কেন ?—ফ্রম দিস্ ম্যুজিয়ম, এই যাদুঘর থেকে,
আমি কি বাড়িতে নেই নাকি ?
তাহলে কোথায় আছি আমি ?

জমিলা : এখানেই মানে তুমি বাড়িতেই আছো আখতার,
সরাচ্ছি ওসব আমি,
বিশ্রামে রয়েছো কিনা, এখন ঘুমোও দিকি তুমি !

আখতার : ঘুমও আসছে নাতো, তাহলে জলদি করো আর
লুক্, হোয়ার এঞ্জেল্স্ ফেইল টু ট্রেড, ওহ্
ডান্‌জিয়ন, ডান্‌জিয়ন, সরাও সরাও, জলদি করো !

জমিলা : সরাচ্ছি তো, তুমিও ঘুমাও আখতার !

আখতার : ঠিক আছে, ঘুমুই আমি, ঘুম···ঘুম···ঘুম, বাট্—
আই হ্যাভ্ প্রমিজেস্ টু কীপ্
এণ্ড মাইল্স্ টু গো বিফোর আই স্লীপ্
এণ্ড মাইল্স্ টু গো বিফোর আই স্লীপ্ ·· [নিদ্রাগমন]

মীযান : (মৃদু হেসে) এণ্ড মাইলস্ টু গো বিফোর ইউ স্লীপ্ ! বাহ্—
(খুশি হয়ে) উত্তম !—জমিলা !
কথা বলতে পারলো তবে সে কি ?

জমিলা : জ্বী হ্যাঁ ভাইয়া, কথা সে বলেছে।

জবান : হ্যাঁ-হ্যাঁ, কান ভরে শুনছি সব কথা,
—দেয়ালে ঝুলানো সব তসবির সরাতে বললেন,
এমন কি এক ফাঁকে কেমন আরামে অনায়াসে.
ফিরিঙ্গি-জবানে বেশ জোরেশোরে শে'র আউড়ালেন

www.pathagar.com

—সোবহানআল্লাহ্…(আখতারকে পর্যবেক্ষণ)

মীযান : হ্যাঁ,—
তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট স্বরে সহজেই বলছে কথাগুলো,
যেন সে তন্দ্রায় মজে স্বপাচ্ছন্ন না হয়ে আদৌ,
সামনেই দেখছিলো তার পোট্রেট ও ছবিগুলো, যেন
ম্যুজিয়মে-ষ্টুডিওতে ছিলো সে ব্যাপৃত নিজ কাজে—
অথচ কী তিড়বিড়ানো, কী নিষ্ঠুর বাক্-অক্ষমতা
ঠুঠেঁটের পক্ষাঘাতে এতক্ষণ ফুটছিল তার—
আশ্চর্য ! (মুখ ঘুরিয়ে দর্শকগণের সামনে দাঁড়িয়ে)
ভাবিনি কিন্তু, এত দ্রুত আরোগ্য পাবে সে !
পলাতক এই শিল্পী আমার অনুজ মনে হয়,
ফিরে গেছে ইতিমধ্যে মানসিকভাবে নিজ গৃহে
সম্পূর্ণ উন্মাদ ঘোর দৃষ্টি তার কিছু আগেইতো
ঘুরছিলো উল্কার মতো—ফুলের কলির মতো বেশ
ঘুমিয়ে এখন—কিন্তু জীবনের মতো নিশ্চিত সে
বোবা হয়ে গিয়েছিলো প্রায়…

ফাতেমা : (অগ্রসর হয়ে দর্শকদের মুখোমুখি)—না ! (দৃঢ় কণ্ঠে)
আমার বিশ্বাস ছিলো কথা বলতে পারবে এবং
আমার ভরসা ছিলো ফিরে সে যাবেই একদিন,
সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিলো—নিরাময় হতে হবে তাকে,
তোদের দাদুর এত আত্মত্যাগ বিফল হবে না—
ধারণা সফল তাই, শোকর খোদার……কিন্তু
(সহসা ফিরে পিতার কাছে গিয়ে)
আব্বাও ঘুমিয়ে নাকি ? মুখে-চোখে এত শান্তি তাঁর ?
প্রশান্ত হাসির চিহ্ন লেগে আছে দুই ঠোঁটে যেন !

www.pathagar.com

দেখি দেখি,···(দ্রুত বৃদ্ধের মুখে বুকে হাত দিয়ে)
মীযান, মীযান সর্বনাশ! [নির্বাক হয়ে গেলেন]

জবান : কী হল, কী হল ? আরে···

মীযান : (বিচলিত) জমিলা, জমিলা !
জলদি আম্মাকে ডাখো, কী হল আবার —
(মীরসাহেবের লাশের কাছে ছুটে গিয়ে)
দাদু, দাদু, দা···দু (মৃতদেহকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে) দা...দু···?

(মুহূর্তে আখতারের কাছে ছুটে এসে তাকেও ঝাঁকুনি দিয়ে
এবং দ্রুত তার শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করে)

আঃ···হায়রে আখতার !
দাদুকে লুণ্ঠন করে বেঁচে গেলি তুই হতভাগা !
দা...দু—আঃ (দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ওঠলো।)

[ঠিক সেই মুহূর্তে জবানউল্লাহ্‌র একতারাটি হাত থেকে খসে পড়তেই টংকার দিয়ে তারটি ছিঁড়ে গেলো। সে মীরসাহেবের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারালো। জমিলা নিস্পন্দঃ নিথর শাশুড়ীর দিকে এগিয়ে গেলো। মীরসাহেবের বিপরীত আসনে তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আখতার ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরছে।]

যবনিকা